LAXMI BOOK BINDING &
DYE PRINTING WORKS.
8, Kambuliatola Lane,
CALCUTTA-5.

সিংহাসন।

(পঞ্চাঙ্ক নাটক)

শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য, এম. এ.,
প্রণীত।

Hare Printing Works :—Calcutta.
1929.

মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র।

প্রকাশক

শ্রীউপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য

৯৪।সি বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

লাইব্রেরী

Acc 29626

2006

হেয়ার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে

শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত

৯৩ নং বৈটকখানা রোড।

নাট্যোল্লিখিত কুশীলবগণ।

পুরুষগণ।

বিক্রমাজিৎ	...	মেবারের রাণা।
উদয়সিংহ	...	ঐ নাবালক ভ্রাতা।
চৈতরা	...	ভীলের সর্দ্দার ও স্বরেখার পিতা।
বনবীর	...	বিক্রমাজিতের পিতৃব্য পৃথ্বীসিংহের ঔরসজাত দাসী-পুত্র ও পরে মেবারের রাণা।
কর্ম্মচাঁদ বা করিমচাঁদ	...	মেবারের ওমরাহ ও প্রমার দেশের সর্দ্দার।
কাণোজী	...	মেবারের ওমরাহ (চন্দাবৎ সাঁমন্ত)।
দয়াল সা	...	মেবারের ওমরাহ।
নয়ান সা	...	মেবারের ওমরাহ।
প্রভুরাম ও দয়াল	...	মল্লদ্বয় (বিক্রমাজিতের বেতন ভোগী)
জগৎসিংহ (ওরফে) খুড়োমশায়		কুচক্রী নাগরিক।
পুরোহিত	...	একলিঙ্গেশ্বরের পূজারী ব্রাহ্মণ।
সিংহ রাও	...	দেবল পরগণার শাসন-কর্ত্তা।

আশা সা	...	কমলমীর দুর্গের দুর্গাধ্যক্ষ।
গণক	...	চৈতরার অনুগত ব্রাহ্মণ (ছদ্মবেশে গণৎকার)।
রঘুদয়াল গোবর্দ্ধন	...	মেবারের নাগরিকদ্বয়।

দৌবারিক, সৈনিকগণ, দেহরক্ষীগণ, লৌহবর্ম্ম, কৃতবর্ম্ম, ওমরাহগণ, নাগরিকগণ, পূজারীগণ, ভেরীবাদকদ্বয়, দূত, ভীলসেনা বিদূষক ইত্যাদি।

নারীগণ।

সুরেখা		চৈতরার কন্যা ও বনবীরের পত্নী।
পান্নাধাত্রী		রাজ-ধাত্রী (কুমার উদয়সিংহকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন)।
আশা সার মাতা		
টগর চাঁপা গোলাপ	...	রাজবাটীর পরিচারিকাত্রয়।

নর্ত্তকীগণ, পূজারিণীগণ, নাগরিকাগণ, চারণীগণ ইত্যাদি

THE BANGLIA READING LIBRARY
ESTD. 1888
CALCUTTA.

সিংহাসন।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—বনবীরের অন্তঃপুর।

বনবীর-পত্নী সুরেখা এক গণককে হস্ত দেখাইতেছিলেন।

সুরেখা। বল দেখি বয়স আমার?

গণক। পঞ্চদশ।

সুরেখা। কহ দেখি জন্মদিন?

গণক। আশ্বিনী পূর্ণিমা,
যেই রাত্রে বিশ্ববাসী পূজে বিশ্বমাতা
কমলারে, সেই রাত্রে জন্মিলে জননী।

সুরেখা। মিলেছে গণনা। কহ কত আয়ুঃ মম।

গণক। ভবিষ্যৎ সুধাইও পরে, যবে অতীতের
মৃতকল্প আখ্যায়িকা বলিব সকল।
অতীতের যবনিকা করি উত্তোলন,
বিগত ঘটনা যদি পারি দেখাইতে,
বিশ্বাস জন্মিবে তব, মম গণনায়।

সুরেখা। ভাল, চাহ যদি বিশ্বাস রোপিতে মম
হৃদয়-ভূমিতে, কহ গণক ঠাকুর,
ললাটে যে রেখা মম, কি কারণ তার ?

গণক। বাল্যলীলা-ইতিহাসে একটি অধ্যায়
রাখিয়াছে আপনার স্মৃতি। মাতঃ! বাল্যে
বিন্ধ্য শৈল 'পরে খেলিতে খেলিতে, পড়ে
গেলে শিলা 'পরে, কাটিল ললাট ; তাই
আছে রেখা তার,—ক্ষতের কঙ্কাল !

সুরেখা। ভাল।
কহ, কয় ভ্রাতা মম ?

গণক। ভ্রাতা নাই।

সুরেখা। মাতা
জীবিতা কি মৃতা ?

গণক। অভাগিনী বাল্যকালে
হারাইলে মাতা।

সুরেখা। কয় বর্ষে পরিণয়
হল মম ?

গণক। দ্বাদশ বরষে।

সুরেখা। মিলিয়াছে।
আছে শক্তি তব, অতীতের নিদ্রাগৃহে
দীপ ধরি, দেখাইতে সুপ্ত বিবরণ।
তিলরেখা আছে কোথা শরীরে আমার ?

গণক। (গণনা করিয়া) তিলরেখা আছে তব বাম জঙ্ঘাদেশে।

স্থরেখা । অদ্ভুত শকতি তব, হেরি নাই কভু
ভূত বর্ত্তমান্‌দর্শী জ্যোতিষী এমন ।

গণক । ভবানীপতির আশীর্ব্বাদ । বহুদিন
তপস্যার ফলে, পাইয়াছি তাঁর বরে
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান জ্ঞান ।

স্থরেখা । দেব
ধন্য আমি দর্শনে তোমার । প্রভু যদি
করহ আদেশ, আসন, অশন তব
করি আনয়ন ।

গণক । নাহি প্রয়োজন মাতঃ !
নহি আমি সাধারণ ভিক্ষুকের মত ;
আসি নাই ধন রত্ন আশে ; ক্ষুধা কিম্বা
নিদ্রা পরাজিত তপস্যার বাণে মম ।
শুন মাতঃ ! কহি কিছু ভবিষ্যৎ-বাণী ।
কর-রেখা হেরি তব মনে হয় মম,
সামান্যা রমণী তুমি নহ,—নহ বীর
বনবীর বীর-জায়া শুধু, আছে তব
মেবারের রাজ-রাণী যোগ ! মাতঃ ! অতি
অল্পদিনে রাজ-সিংহাসনে পতি-পাশে
বসি, রাজ-দণ্ড করিবে ধারণ ।

স্থরেখা । বার্ত্তা
তব অতীব অদ্ভুত ! কেমনে বিশ্বাস
করি ! রাজ-সিংহাসনে বিক্রমকেশরী

রাণা বিক্রমাজিৎ বসি' দৃঢ়করে ধরে
রাজদণ্ড, করে প্রজা সুপালন, শত্রু-
দলে খেদায় সুদূরে, কেশরী যেমতি
খেদায় শিবার দল বনপ্রান্তভাগে।
তাঁর অন্তে সিংহাসনে বসিবে সোদর
কুমার উদয়সিংহ। তবে কহ, পতি
মম কেমনে লভিবে, মেবারের স্বর্ণ-
সিংহাসন ? জলস্রোত ছোটে ক্রম-নিম্ন
নদীর মোহানা পানে, কেমনে সে স্রোত
ফিরাইয়া নিজমুখ, করিবে প্রবেশ
পার্শ্বস্থিত খাল মাঝে ?

গণক। নহে অসম্ভব !
ইতিহাসে পাবে মাতঃ দৃষ্টান্ত ইহার
শত শত। নহে শুধু মেবারের ক্ষুদ্র
ইতিহাস। এ বিশ্বের যেথা আছে রাজ-
সিংহাসন, আছে তথা যথাকালে বহু
ক্ষুদ্র বা বিরাট আলোড়ন, পরিবর্ত্ত।
ঘূর্ণমান বিধিচক্র আনে সে সকল।
সৃষ্টি নষ্ট যদি হয়, তবু ভ্রষ্ট কভু
হয় না বিধির বিধি। মাতঃ, মম বাক্যে
রাখিও প্রত্যয়, লক্ষ্য রাখো, অবশ্যই
পতি তব হইবে মেবার-পতি। যদি
পূর্ব্ব ছাড়ি পশ্চিম-আকাশে কভু হয়

স্বর্য্যোদয়, তথাপিও বিধাতৃ-লিখন
কভু হবে না অলীক। আর এক কথা;
আসিয়াছি পিতার সকাশ হতে তব,—

সুরেখা। পিতা? পিতা জীবিত? অসম্ভব বারতা।
যবে হতে হইয়াছে জ্ঞান, শুনিয়াছি
পিতা মোর মৃত। এ কি বার্ত্তা কহ তুমি
গণক ঠাকুর?

গণক। (হাসিয়া) বল দেখি কেবা পিতা
তব? কহ তাঁর নাম।

সুরেখা। জয়মল্ল।

গণক। নহে
তিনি জন্মদাতা পিতা; পালক তোমার।
তোমার জনমদাতা বিন্ধ্যাচলবাসী,—
পার্ব্বত্যজাতির নেতা বীরেন্দ্র চৈতরা;
এই বীর চৈতরার ভীম পরাক্রমে
মেবারের ভূতপূর্ব্ব রাণা সঙ্গসিংহ
হইল কাতর। সম্মুখ সমরে তাঁরে
বার বার তিনবার করি পরাভূত
রাজপুতবংশে করি ধ্বংসের সাগরে
নিমজ্জিত, দৃপ্ত বিজয়-পতাকা তার
উড়াইল এ মেবারে। কিন্তু গ্রহ-দোষে
স্বর্য্য-রশ্মি-প্রতিভাত বিমল আকাশে
মেঘখণ্ড দিল দেখা। কুসুম-আঘ্রাণে

কীট আসি করিল দংশন। জয়মল্ল,
সংগ্রামসিংহের মন্ত্রণায়, চৌরসম
সুবর্ণ-প্রতিমা তাঁর করিল হরণ।
একদা নিশার শেষে বীরেন্দ্র চৈতরা
আচম্বিতে হেরে তাঁর কন্যা অপহৃতা।
বজ্রাঘাত হ'ল যেন শিরে! সেই দণ্ডে
সন্ধানে তোমার, ছুটিল চৌদিকে যত
ভীলগণ; পাতি পাতি খুঁজিল মেবারে;
খুঁজিল গহন বনে, অতীব দুর্গম
পর্ব্বতে; প্রখর-স্রোতা গিরিনদী তটে।
কিন্তু হায় মিলিল না তোমার সন্ধান।
স্নেহময় পিতা তব, সেই শোকে হল
মুহ্যমান। 'হা কন্যা হা কন্যা' বলি হ'ল
উন্মত্তের প্রায়। নিল শয্যা; অস্ত্রশস্ত্র
নিক্ষেপিল দূরে। হায়! কি বুঝিবে! কত
তীক্ষ্ণ শেল বিঁধেছিল বক্ষে তার! এই
ঘোর বিপদের কালে পামর সংগ্রাম-
সিংহ বুঝিল সুযোগ; নৃশংস বুঝিল
ছিন্ন বাহু সৈন্যসম চৈতরা এখন
কন্যাশোকে অর্দ্ধবল হয়েছে অরাতি।
সে সুযোগে, চৈতরারে করে পরাভব
মেবারের ধূর্ত্তরাণা; রোগগ্রস্ত সিংহে
যথা বুকে করে বিধ্বস্ত সমরে। হায়!

তাই আজ পিতা তব করিছে ভ্রমণ
বনে বনে বনচর সম। সন্তান বিহীন
পিতা, বায়ুভরে শুষ্ক পত্র সম, ঘুরে
উদ্দেশ্য-বিহীন, কর্ম্মহীন। কত কাল
খুঁজেছে তোমারে। তুমি ভিন্ন এ সংসারে
নাহিক বন্ধন আর তার। পুণ্যবলে
পেয়েছে সন্ধান আজি। মাতঃ! বৃদ্ধ জনকেরে
একবার দেখা দিয়ে জুড়াও পরাণ।

স্থরেখা। অদ্ভুত সংবাদ! শুনি নাই কভু আমি
হেন বিবরণ। সত্য সব যা কহিলে
অদ্ভুত ব্যাপার?

গণক　　　　মিথ্যা বাক্য সন্ন্যাসীর
রসনায় অস্তিত্ব হারায়। ভাগ্যবতি!
মিথ্যা বাক্যে কিবা লাভ মম?

স্থরেখা।　　　　কিন্তু—

গণক।　　　　জানি
মাতঃ! বহু "কিন্তু" আছে পশ্চাতে ইহার
কিন্তু লহ বাক্য মম; করহ বিশ্বাস।
নহ তুমি রাজপুত-স্থতা। নহ তুমি
জয়মল্ল-অঙ্গজাতা। ভীলের বালিকা
তুমি। ভীল জাতির নয়ন-মণি তুমি!
ভীলজাতির আশাস্থল তুমি, উদ্ধার-
কারিণী তুমি!

সুরেখা। কি কার্য্য করিতে আদেশ ?
অবনত শিরে আমি পালিব পিতার
আজ্ঞা ; যদি সত্য পিতা ভীলের সর্দ্দার !

গণক। পিতা তব 'হা বৎসে, হা বৎসে' করি, চক্ষু
তার ধৌত করে শোকতপ্ত অশ্রুজলে।
স্থবির বয়সে অন্ধ স্নেহে, চাহে শুধু
একবার হেরিতে তোমার চন্দ্রানন।
দেখা দাও তাঁরে একবার।

সুরেখা। ব্যাকুল হৃদয় মম
পদরেণু লইতে পিতার।

গণক। মম বাক্যে
করো না সন্দেহ ! ভূত, বর্ত্তমান গণি'
দেখায়েছি শকতি আমার। ভবিষ্যৎ-
গণনাও হবে না'ক অলীক চাতুরী।

সুরেখা। (স্বগত) একি কথা শুনি আজ গণকের মুখে ?
আমি ভীলকন্যা ! নহি ক্ষত্রিয়াণী ! নহি
রাজপুত জয়মল্ল-সুতা। ভাল, দেখি
কেবা পিতা মোর।

কিন্তু,—গৃহস্থের বধূ
স্বামীরে আমার না জিজ্ঞাসি যাইবার
কথা, কেমনে যাইব নবাগত পান্থ
সনে ? কিবা ভয় সন্ন্যাসীর সনে যেতে ?

দেখি,
কতদূর সত্য আছে এর তলদেশে!
(প্রকাশ্যে) চল দেব, কোথা যেতে হবে?

গণক। এস বৎসে
মম সাথে; ঘটাইব পিতৃ-দরশন।
ব্যোম ভোলানাথ!

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য—মেবারের রাজসভা।

সম্মুখে মল্লযুদ্ধভূমি—সিংহাসনে রাণা বিক্রমাজিৎ আসীন—দুই পার্শ্বে ওমরাহগণ উপবিষ্ট—তন্মধ্যে চন্দাবৎ-সামন্ত কাণজী, করিমচাঁদ, নয়ান সা ও বনবীর উল্লেখযোগ্য। সকলে মল্ল-যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। মল্লযুদ্ধভূমিতে দুইজন মল্ল—দয়াল সা ও প্রভুরাম খেলা দেখাইতেছিল।

বিক্রমা। অদ্ভুত কৌশল, বাখানি বীরত্ব তব
বীর প্রভুরাম। সাবাস্ সাবাস্। অতি
শ্লাঘ্য মল্ল-যুদ্ধ তব। লহ পুরস্কার
কণ্ঠহার দিলাম যৌতুক।

(প্রভুরাম কণ্ঠহার লইয়া প্রণাম করিয়া
প্রস্থান করিল)

দয়াল! যদিও আজি পরাজিত তুমি,
তথাপিও, দেখায়েছ অদ্ভুত কৌশল!
আছে দৈত্যবল দেহে তব; লহ এই
পুষ্পগুচ্ছ পুরস্কার!

(দয়াল পুষ্পগুচ্ছ লইয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল)

মল্লক্রীড়া শরীরের উৎসাহ-বৰ্দ্ধক।
বীরত্বের নিকষ-প্রস্তর। শরযুদ্ধ
সম, নহে শুধু চাতুর্য্যের রঙ্গলীলা।
পদাতিক সৈন্য যথা, শর-ব্যবসায়ী
অশ্বারোহী সৈন্য হতে যুদ্ধের কল্যাণ
সাধে, সেই মত মল্লযুদ্ধ, শরযুদ্ধ
হতে শ্লাঘ্যতর, বীরত্ব-ব্যঞ্জক।

করিম — রাণা! শরযুদ্ধে কর নিন্দা আজ! একি
কথা শুনি কহ, বাপ্পারাও-বংশজাত
মেবারের রাণামুখে? শোভা নাহি পায়!
যেই শরযুদ্ধ বলে, রাজপুত জাতি
টলাইল ভুবনেরে,—দূর ত্রেতাযুগে
যে শর সমরে ভগবান্ রামচন্দ্র
(রাজপুত-আদিনর), ভেদি রাক্ষসের
গৃহ, বধি দুরন্ত রাবণে, উদ্ধারিল
পবিত্রা সীতায়,—অযোধ্যার যশোমান

সনে,—রাণা! কেমনে সে কার্ম্মুক বিদ্যায়
ক্ষত্রিয়ের প্রধান সম্বল জানি, কর
নিন্দা বালকের মত? শরযুদ্ধ নহে
শ্লাঘ্য? হাসি আসে শুনি তব কথা! রাণা!
মল্লযুদ্ধ শরযুদ্ধ হতে প্রশংসার
পরিচয়? কি দিব উত্তর? আছে বহু
রাজপুত ওমরাহ, উপস্থিত হেথা;
বীরত্বে যাদের কাঁপে বিন্ধ্য-শৈলচূড়া,
কাঁপে দিল্লী সিংহাসন, কাঁপে চমকিত
অসভ্য তাতার,—তাঁরাই বলিতে পারে
মল্লযুদ্ধ কিম্বা শরযুদ্ধ বীরত্বের
পরীক্ষার স্থল। কহ চন্দাবৎ সামন্ত!
কহ দয়াল সা, কিবা মত তোমাদের?

কানজী। হাসি আসে শুনিয়া রাণার কথা; যেই
জন দেখিয়াছে রাজপুত-রণনীতি,
কহিবে নিশ্চয়, শিখেছিল ধনুর্ব্বিদ্যা
রাজপুত জাতি, তাই আজি পৃথিবীর
বক্ষঃস্থলে সুযশ তাদের, বিষ্ণুবক্ষে
ব্রাহ্মণের পদরজঃ সম, নিজগর্ব্ব
ভরে, আছে সমুজ্জ্বল। নহে, মগ্ন হয়ে
পারস্য-সাগরে যুগ যুগান্তর ধরি
থাকিত জলধি-মগ্ন উপলের রাশি

সম। ভীমকায় প্রস্তরের তলে, দূর্ব্বা-
দল যথা, নিষ্পেষিত হইত সে যশঃ।

রাণা। ছিল শরযুদ্ধ শিক্ষা রাজপুতানায়
তাই বুঝি বাহাদুর গুর্জ্জর নৃপতি
যবে আক্রমিল পরাক্রমে, রাজপুত
বীর সুরক্ষিত মেবারের দশ দিকে,—
ধনুর্ব্বিদ্যা পারদর্শী কাণজী করিম
আরো বহু বীর ভমরাহ ভঙ্গ দিল
রণস্থল হতে! লুকাইল রমণীর
অঞ্চলের পাশে। গুজরাট অধিপতি
ম্লেচ্ছ বাহাদুর কেশে ধরি অপমান
করে যবে মেবারের রাজশ্রীরে, যবে
চিতোরের সিংহাসনে বসি হুঙ্কারিল
নিঃশঙ্ক তাতার সিংহ, কোথা ছিল শর-
বিদ্যা সুনিপুণ কাণোজী তখন? কোথা
ছিল নির্ভীক করিম? ছিল দিল্লীশ্বর
হুমায়ুন, ছিল রাণী কর্ণাবতী, তাই
আজ রাজপুত-দেশ মাঝে রাজপুত-
বীরগণ করে আস্ফালন! রমণীর
সুকোমল ধনুর্ব্বাণ রক্ষিল সকলে,
চন্দ্র যথা রক্ষে পান্থজনে রশ্মিদানে
নিশীথে তস্কর হতে।

কাপুরুষ, ধূর্ত্ত
বিশ্বাসঘাতক ওমরাহদল,—ঘোর
শত্রু স্বদেশের,—করে আস্ফালন আজি
ধনুর্ব্বিদ্যা লয়ে ! নাহি লজ্জাবোধ, নাহি
অপমান-জ্ঞান, তাই পুনঃ শির তুলি'
কথা কয় কুক্কুরের মত ! ধূর্ত্ত যারা,
কাপুরুষ যারা, কুলাঙ্গার যারা, দেশ-
দ্রোহী যারা, তারা করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন
স্বাধীনতা রণে !

করিম । সাবধান রাণা ! মনে
রেখো স্থবির করিমচাঁদ নহে মৃত !
মেবারের দম্ভী রাণা সমরের পূর্ব্ব-
দিনে যদি প্রকাশ্য-সভায় অপমান
না করিত ওমরাহগণে, বাহাদুর
কখনও হইত না জয়ী রাজপুত
সনে যুদ্ধে ! তুমি নির্ব্বোধ, তুমি দাম্ভিক,
তুমি রাজনীতি-মূর্খ, তাই সমরের
পূর্ব্বদিনে ওমরাহগণে করেছিলে
হীন অপমান !

বিক্রমা । সাবধান প্রমারের
উদ্ধত সর্দ্দার ! মনে রেখো কার সনে
কহ কথা ! তুই ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য তস্কর,
আর আমি বাপ্পারাও-বংশ জাত রাণা !

সমরের পূর্ব্বদিনে ওমরাহদলে
করে থাকি অপমান, ছিল প্রয়োজন
তার! মেবারের রাণা যুদ্ধের নায়ক,—
বুঝেছিল, আবশ্যক ছিল তার।

মেবারের
রাণা, মেবারের রাণা বলি কর দম্ভ;
বাপ্পারাও বংশ বলি করো আস্ফালন:
কিন্তু রে দাম্ভিক যুবক, এই দস্যুর
করুণার বিপণি-সকাশে একদিন
পিতা তব সিংহাসন ভিক্ষা করেছিল!
ছিল প্রমার-বংশীয় দস্যু কর্ম্মচাঁদ
তাই মেবারের মহারাণা সঙ্গসিংহ
বিতাড়িত রাজ্য হতে—পৃথ্বি সিংহ রোষে—
হলেন সক্ষম রক্ষিতে আপন প্রাণ!
ছিল এই কর্ম্মচাঁদ দস্যু ব্যবসায়ী,
তাই রাণা বিক্রমাজিৎ নিজ স্কন্ধ 'পরে
হেরে আপনার শির। হয়ে ছিল পুষ্ট
তার কলেবর, এই দস্যু কর্ম্মচাঁদ—
করুণা-প্রদত্ত গোধূম-পিষ্টকে। আর
আজ বিক্রমাজিৎ মেবারের সিংহাসনে
পর্ব্বতের সমুচ্চ শিখরে, তাই করে
আস্ফালন! বিধির বিপাক! দুগ্ধ দিয়া
কালসর্প করিনু পোষণ।

বিক্রম । আরে, আরে
দস্যু ব্যবসায়ী ! আরে অকিঞ্চিৎ প্রজা !
করো রাজনিন্দা রাজার সম্মুখে ! জান
নাকি ফুৎকারে উড়াতে পারি বৃথাদন্ত
তব ! জনক আমার, কোথা কোন্ কর্ম্ম-
ব্যপদেশে শৈলগুহা করিল আশ্রয়,
তার তরে পুত্র তার দায়ী ! ক্ষত্র-শাস্ত্রে
কোথা আছে হেন কথা লেখা ? রাজা
যদি ভাগ্যের বিপাকে সিংহাসন চ্যুত
হয়, প্রজা তারে না করে আশ্রয় দান ?
প্রজার কর্ত্তব্য ইহা ! যে প্রজা না করে
দেশ দ্রোহী সেই জন, বিদ্রোহের শাস্তি
অঙ্গে তার অবশ্য প্রদেয় ! যেই করে.
সেই প্রজা করে শুধু কর্ত্তব্য সাধন ।
যদি কোন প্রজা করে রাজার বিরুদ্ধে
মিথ্যা নিন্দাবাদ, সর্পক্ষত অঙ্গুলির
মত, উচিত রাজার, করিতে ছেদিত
তারে স্বদেশ হইতে ; অথবা করিতে
বিংশ বার বেত্রাঘাত পৃষ্ঠেতে তাহার
রাজ-পথ মাঝে ! কর্ম্মিচাঁদ ! বনদস্যু !
সেই মত শাস্তি আছে ভাগ্যে তোর !

করিম । আরে
আরে কটুভাষী শিশু ? আরে রাজহংস-

কুলায় মাঝারে নিক্ষিপ্ত গোক্ষুর-ডিম্ব ?
আরে পিতৃ-বন্ধু-দ্রোহি ! অশীতি বরষ
আমি করিয়াছি বিধিমতে যে খড়্গের
পূজা, নাহি ডরে সেই খড়্গ তিল মাত্র
আস্ফালন তোর ! এই খড়্গে যে তরুর
মূলে করেছি মৃত্তিকা দান, পুনঃ কাটি'
খান খান, ধরা-শায়ী করিব তাহারে !
অপমান মোরে ! বেত্রাঘাত ! পৃষ্ঠে মম !
আরে রে দাম্ভিক ! এখনও কর্ম্মিচাঁদ
বৃদ্ধ, করে নাই অস্ত্রত্যাগ, ধরে নাই
হরি নাম মালা, বাহুযুগ তার, হয়
নাই শোণিত বিহীন, বার্দ্ধক্যের রক্ত-
পায়ী ক্রিমির দংশনে, হই নাই, জীর্ণ
শীর্ণ বিবর্ণ তুর্ব্বল। করি সাবধান,
পুনঃ যদি করো অপমান, গুরু যথা
শাস্তি দেয় অবাধ্য শিষ্যেরে, সেই মত
দিব শাস্তি তোরে ভাল মতে !

আরে আরে

প্রগল্‌ভ বিদ্রোহি ! ক্ষুদ্র এক প্রমারের
সর্দ্দারের কাছে, সহিবেনা মেবারের
রাণা, বিদ্রোহীর উদ্ধত উত্তর !

প্রভু—

রাম ?

(প্রভুরামের প্রবেশ)

রাজভক্ত সৈনিক প্রধান ! করো
বন্দী বৃদ্ধ দস্যু বিদ্রোহী সর্দ্দারে !

কর্ম্মী। (অসি নিষ্কাষণ) আরে
ভৃত্য ! সাবধান ! রাজ-ভক্তি পারে যদি
বাঁচাইতে প্রাণ, হও আগুয়ান। নচেৎ—

রাণা। নচেৎ দ্বাদশ সৈনিক অস্ত্রহীন ক'রে
তোরে, প্রকাশ্য সভায়, ওই দৃপ্ত পৃষ্ঠ
জর্জ্জরিত করিবে প্রহারে।

(সঙ্কেতে দ্বাদশ সৈনিকের প্রবেশ)

সৈন্যগণ !
চূর্ণ করো বৃদ্ধের শরীর।

(সৈনিকেরা কর্ম্মিচাঁদকে অস্ত্রহীন করিল ও প্রহার করিতে লাগিল)

কর্ম্মী। কে আছ হে বন্ধুজন ! রক্ষা কর, রক্ষা
কর বৃদ্ধের শরীর !

বনবীর। সাবধান মল্লগণ ! কাপুরুষ সম সবে
বৃদ্ধজনে করো না প্রহার ! কর ত্যাগ
তারে ! মুহূর্ত্ত বিলম্ব হ'লে, তরবারি

মম, দ্বিখণ্ডিত করিবে সকলে ! এস
তবে, লহ এর প্রতিফল।

(বনবীরের সহিত মল্লগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল ও
সকলেই পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল)

আর কত
সৈন্য আছে রাণা ? করহ আহ্বান সবে !
দেখি বৃদ্ধ কর্ম্মচাঁদে কেবা করে, পুনঃ
অপমান !

রাণা। সাবধান বনবীর ! উগ্র
বিষধর সর্প সনে করিও না খেলা।
মনে রেখো রাজ-আজ্ঞা ইহা, মনে রেখো
মেবারের রাণা শাস্তি দেয় একজন
বিদ্রোহী প্রজারে ! হোক সে বৃদ্ধ, হোক্ সে
বালক, হোক নারী, যদি হয় বিদ্রোহী
সে জন, অবশ্য রাজা দিবে শাস্তি তারে !

বনবীর। বিদ্রোহের মিথ্যা সূত্র ধরি, বৃদ্ধজনে
দারুণ প্রহার, অন্ধ তব ঔদ্ধত্যের
পরিচয়।

বিক্রমা। আরে অর্ব্বাচীন ! দুর্ব্বিনীত !
মনে রেখো রাণা আমি ! মনে রেখো, রাজা
যেই জন, প্রজার জীবন, মুষ্টি মধ্যে
রহে বদ্ধ তার ! কোটি কোটি পিপীলিকা

নিষ্পেষিত করে যথা মানবের কর,
সেই মত নরপতি পারে নিষ্পেষিতে
প্রজাদলে কোটি কোটি করি ! রাজ-আজ্ঞা,
কর্ম্মিচাঁদে করিতে প্রহার ! রাজ-আজ্ঞা
করো না লঙ্ঘন।

কাণজী। রাজাজ্ঞা অন্যায় হ'লে
নহে বাধ্য প্রজাদল সে আজ্ঞা পালিতে।

বিক্রমা। রাজদ্রোহী, ঘৃণিত কুক্কুর ! স্তব্ধ হও।
যুদ্ধ হ'তে করি পলায়ন, দেয় যেই
রাজার সম্মুখে উদ্ধত উত্তর, সেই
প্রজা সে রাজ্যের আবর্জ্জনা। পদাঘাত
করি সে প্রজার শিরে আমি !

বনবীর। (তরবারি খুলিয়া) সাবধান
রাণা ! জন্ম ভাগ্যবলে, মেবারের রাজা
তুমি আজ, তা না হ'লে দিতাম ইহার
সমুচিত প্রত্যুত্তর।

বিক্রমা। পদাঘাত করি
প্রত্যুত্তর-শিরে তব, পদাঘাত করি
রাজদ্রোহী ওমরাহ দলে, পদাঘাত
করি পিতৃব্যের উপপত্নীজাত, নীচ
দাসীপুত্র, বনবীর-শিরে।

বনবীর। সাবধান !
পুনঃ যদি কহ হেন অপমান কথা,

স্কন্ধচ্যুত শির তব মুহূর্ত্ত না যেতে
হরিবে জিহ্বার শক্তি।

বিক্রমা। বাখানি বীরত্ব ;—
রাজ্য মাঝে নিজ দল বল সুরক্ষিত
হয়ে বীর বাক্য প্রয়োগ,—কাপুরুষের
পুরুষত্ব! যাও ভার্য্যার কামার্ত্ত কর্ণে
কহ গিয়ে বীরত্ব-কাহিনী ; উপপত্নী
ক্রোড়ে বসি', বামাগণ্ড চুম্বনে অস্থির
করি, কর গিয়া বীরত্বের নৃত্যগীত!
লজ্জাহীন বীর! প্রায়শ্চিত্ত করো আগে
আপন পাপের। লোকনিন্দা-হোমাগ্নিতে
করো দগ্ধ কৃপাণ তোমার। তারপর
এস বিক্রমজিতের সনে করিবারে
অসি পরিমাণ।

(প্রস্থান)

কাণোজী। উঠ, উঠ যে যেখানে
আছ বীর! যেই স্থানে বীরত্বের হয়
অপমান, জনমত দহে সেই স্থান।
কৃপাণ ঝলসি উঠে কোষ কারা হ'তে
করি মুক্ত নিজ কলেবর! চাহে শুধু
প্রতিশোধ অপমানকারী 'পরে! যেই
দুর্ব্বিনীত নিবায়েছে ক্ষত্রিয়ের দীপ,

Acc 22026

করো তার প্রাণবধ ; করো অবসান
প্রতিহিংসা-স্রোতে তারে করি নিমজ্জিত।
বীরগণ ! কেন আর রাজসভা মাঝে ?
চল যাই, যেথা গেলে শুনিতে না হবে
ক্ষত্রিয়ের নিন্দাবাদ, নির্দোষের গ্লানি।

দয়াল শা। চল, চল, হেথা নহে আর, বিষ্ঠাময়
স্থানে কেবা চাহে রহিবারে ?

কর্ম্মচাঁদ। এই ধূলি-
কণা,—অঙ্গে যাহা লাগিয়াছে সভা তলে,—
বিক্রমাজিতের ধ্বংসে হবে অগ্নিকণা !
এই অপমান,—গ্রাসিতে সে নরাধমে
বদন ব্যাদান করে রাক্ষসের মত।
ভাই সব, কর প্রতিশ্রুতি ; যদি চাও সবে
আপন সম্ভ্রম যশ অক্ষুণ্ণ রাখিতে,
সপ্তদিনে মেবারের সিংহাসন হ'তে
দূর ক'রে দিবে এই উদ্ধত রাণারে।

সকল ওমরাহ। নিশ্চয় ! নিশ্চয় !

কর্ম্মচাঁদ। অসিস্পর্শে করো প্রতিশ্রুতি ; সপ্তদিন
না হ'তে বিগত, লবে এর প্রতিশোধ।

সকলে। সপ্তদিন না হ'তে বিগত লব এর
প্রতিশোধ।

কর্ম্মা। যদি প্রাণ যায়,

THE BAGHBAZAR READING LIBRARY ESTD-1883

সকলে। যদি প্রাণ যায়,—

কৰ্ম্মী। তথাপিও দিব প্রাণ প্রতিশোধ-বিনিময়ে,

সকলে। দিবপ্রাণ প্রতিশোধ-বিনিময়ে।

কর্ম্মী। রাণা সঙ্গসিংহ! স্বর্গ হ'তে শুন বাণী,
ধ্বংস করে পুত্র তব স্বর্ণ-সিংহাসন!
বহু শোণিতের পরিবর্ত্তে রেখেছিলে
অটুট যাহারে,—বাপ্পাবংশধর বীর
রাণাগণ পিতৃ-পিতামহক্রমে পূজে
যারে গৃহদেবতার পূত অর্ঘ দানে,—
রাজপুত-ইতিহাস লেখা অঙ্গে যার
স্বর্ণাক্ষরে, ভগবান্ রামচন্দ্র হ'তে,—
আজি সেই পুণ্য সিংহাসন,—পুত্র তব
পদাঘাতে ভাঙ্গিছে দুর্ম্মতি! মূঢ়মতি
বানরে কেমনে বুঝে মুক্তার আদর!
হায়! হায়! মেবারের সিংহাসন যায়
বুঝি এতদিন পরে!

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য—রাজপথ।

নাগরিকগণ।

১ম নাগরিক। ঝাঁ ক'রে এতটা কাণ্ড হয়ে গেল, ঠিক বুঝতে পারলুম না।

২য় নাগ। ওর ভেতর বোঝবার কিছু নেই। রাণা ওমরাহদের, সভার মাঝখানে অপমান করেছিলেন; কাজেই ওমরাহরা দল বেঁধে রাজসভা হ'তে বেরিয়ে গেলেন। কোনও মানী লোক এ অবস্থায় রাজসভায় থাকতে পারে না।

৩য় নাগ। অপমান ব'লে অপমান। বুড়ো কর্ম্মচাঁদকে বারো জন সৈনিক দিয়ে আচ্ছা ক'রে প্রহার করা হয়েছে। বুড়োর নেহাত পাকা হাড়, তাই সেই প্রহারের পরও সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পেরেছে। আমি হ'লে বোধ হয়, সে মারের চোটে তুলসীতলার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে ফেলতুম।

১ম নাগ। এঁ্যা! বল কি? বুড়ো কর্ম্মচাঁদকে মেরেছে? বুড়ো যে মেবার রাজ্যের স্তম্ভ; তাকে যে মেবার দেশের পশু পক্ষী অবধি সম্মান ক'রে থাকে।

৩য় নাগ। এই বুড়ো ছিল ব'লে রাণা সংগ্রাম সিংহ মেবার রাজ্য ফিরিয়ে পেয়েছিলেন। নইলে পৃথ্বী সিংহ ত সিংহাসনে শিকড় নামিয়ে ছিলেন।

২য় নাগ। শুনেছি নাকি, রাণা সংগ্রাম সিংহ তাঁর সাত বেটা নিয়ে এই কর্ম্মচাঁদের কুঁড়ে ঘরে দুই বছর শুধু ঘাসের রুটি খেয়ে বেঁচে ছিলেন। তখন রাণা সংগ্রাম সিংহের ভাই পৃথ্বী সিংহ মেবার রাজ্যের রাণা। তিনি

ভাইকে দুইচক্ষে দেখতে পারতেন না। আর কেই বা পারে? ও রাজা-রাজড়াদের ঘরে ভায়ে ভায়ে গরমিল হয়েই থাকে। যেমন একটা স্বামী হ'লে সতীন সতীনে ঝগড়া হয়েই থাকে, তেমনি একটা সিংহাসন হলেই রাজাদের বাড়ীতে ভাইএ ভাইএ ঝগড়া হবেই হবে। যতই রক্তের নিকটত্ব, ততই একখানা তরোয়াল মাঝখানে ঝলমল ক'রে উঠবেই উঠবে।

১ম নাগ। না—না—সব জায়গায় তা হয় না। তবে, হাঁ, বলতে পার, সংগ্রাম সিংহ ও পৃথ্বী সিংহে মোটেই ভাব ছিল না।

২য় নাগ। তার কারণ আর কিছুই নয়, শুধু মাঝ খানে এক খানা সোণার তক্তপোষ।

৩য় নাগ। আরও কারণ ছিল হে, আরও কারণ ছিল। সে সব কথা আর শুনে কাজ নেই। ও সব রাজারাজড়াদের কথা, ওখানে বিষ্ঠাও সোণা হয়। আর আমাদের ঘরে হলেই, অমনি শালা লম্পট বদমায়েস।

১ম নাগ। হাঁ-হাঁ, আমরাও কিছু কিছু জানি বই কি! আমরাও তো একেবারে পাটলিপুত্র সহরে কাপড় বেচি না। আমরাও কিছু কিছু খবর রাখি।

২য় নাগ। হাঁ, হাঁ, ঐ সেই দাসী ছুঁড়ীটার কথা বলছ ত! আঃ! সে আর কে জানে না হে!

৩য় নাগ। তা বৈকি, তা বৈকি! বিশেষ, যখন তার গর্ভের অতবড় একটা জলজ্যান্তো ছেলে বর্ত্তমান।

২য় নাগ। ছেলে ব'লে ছেলে,—বনবীরের মত বীর পুত্র মেবার দেশে কটা আছে?

১ম নাগ। তা, যাই হ'ক ; তার জন্যে পৃথ্বীসিংহের সঙ্গে ঝগড়া হবে কেন ?

৩য় নাগ। ওহে, তুমি এখনও ছেলে মানুষ। ও সব কথা বুঝতে পারবে না। ভাল ক'রে গোঁপ-টোপ বেরুক, তারপর ওসব মেয়েমানুষের কাণ্ড বুঝতে পারবে। বুঝলে হে ?

(খুড়োর প্রবেশ)

কি বলো খুড়ো ?

খুড়ো। কি বাবা ভাইপো, কি কথা হচ্ছিল ?

৩য় নাগ। এই মেয়েমানুষের কথা বাবা, সে আর নরোত্তম দুগ্ধপোষ্য শিশু কি বুঝবে ? তুমি, আমি বরং—হাঁ হাঁ—কি বলো খুড়ো ?

খুড়ো। আর বাবা ভাইপো, এখন আর ওসব কথা ভাল বুঝতে পারি না। এই অবধারণ করো, এই ঊনসত্তর গিয়ে সত্তরে পদার্পণ করলুম। এখন, অবধারণ করো ভাইপো, যত শ্যালী পাশের বালিশ পায়ের বালিশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩য় নাগ। বল কি খুড়ো ? তোমার এমন অধঃপতন হয়েছে ! না, না—খুড়ো, তাও কি কখনও হ'তে পারে ? তুমি বাবা, পৃথ্বীসিংহের এক গেলাসের ইয়ার, তোমার এমন অধঃপতন হবে ? কাল বুঝি খুড়ীর সঙ্গে একটু মন কষাকষি,—হাঁ, হাঁ, খুড়ো, এইবার ধরা পড়েছ বাবা !

খুড়ো। রাম ! রাম ! খুড়ী ! খুড়ী এখন তালের নুড়ী।

৩য় নাগ। ও ! তাই বুঝি এখন পায়ের বালিশ হয়ে দাড়িয়েছে ?

১ম নাগ। আচ্ছা খুড়ো, এখন যদি একটা পনেরো ষোল বছরের কচি

তালশাঁসের সঙ্গে তোমার প্রণয় সঙ্ঘটন হয়, তা হলে বোধ হয়, তাকে মাথার বালিশ ক'রে রাখ?

খুড়ো। হাঁ-হাঁ—অবধারণ করো, অবধারণ করো—সে কি আমার ভাগ্যে—

৩য় নাগ। জুটবে? যা বলেছ খুড়ো— ওই দুঃখেই মেবার দেশটা উচ্ছন্ন গেল। যত ছুঁড়ী কেবল ছোঁড়া ধরবে, আরে তা হ'লে যাদের মাথায় ধবল রোগ এসে ধরেছে, তাদের উপায় কি হবে?

খুড়ো। আর—অবধারণ করগে—ছুঁড়ীদের ধর্ম্মজ্ঞানটা একেবারে চলে গিয়েছে।

১ম নাগ। তবে একটু আশা আছে খুড়ো। আজকে মদন-ত্রয়োদশী। আজ মেবারের ছুঁড়ীগুলো মদনপূজা করচে, আর পাগলা কুকুরগুলোর মত রাস্তায় রাস্তায় ছট্‌ফটিয়ে বেড়াচ্চে। দেখ, আজ যদি বুড়ো হাবড়া বাদ না রাখে।

৩য় নাগ। খুড়ো, ঐ দেখ কতকগুলো ছুঁড়ী মাছের ঝাঁকের মত এই দিকে গান করতে করতে আসছে। এইবার খুড়ো, একটু গোঁফে চাড়া দিয়ে ছোকরা বাবু হয়ে দাঁড়াও, তা হ'লেই একটা চুনোপুঁটি লেগে যেতে পারে।

খুড়ো। তাই ত, সত্যিই ত। অবধারণ করগে—এই দিকে একদল ছুঁড়ী আসছে বটে ত।

৩য় নাগ। খুড়ো! চল, আমরা একটু স'রে দাঁড়াই। তা না হ'লে ছুঁড়ীদের ঠমকটা ভাল উপভোগ করতে পারা যাবে না।

খুড়ো। তা—অবধারণ করগে—অবধারণ করগে।—

২য় নাগ। আজকে আর অবধারণ নয় খুড়ো! একেবারে ধারণ!

এস, এস, অমন গোলাপ ফুলের ঝাঁকের পাশে ঘেঁটুফুল হয়ে দাঁড়িয়ে থেক না।

(প্রস্থান)

(কতিপয় নাগরিকার প্রবেশ ও গীত)

ভরা চাঁদ উঠেছে　　　　　ফুলকুল ফুটেছে,
বসন্ত এসেছে মলয় সনে।
পোড়া অনঙ্গবাণে　　　　　জ্বলি যে আগুনে
নিবা'ব সে আগুন বল কেমনে ?
হে দেব, হে দেব, হে দেব ফুলশর,
(হে দেব সুচতুর, নির্ম্মম ফুলশর)
তোমার কুসুমবাণে　অঙ্গ জ্বর জ্বর,
ললিত দয়িত তরে　তৃষিত যে অধর
তিরপিত, বল, হবে কেমনে ?
যৌবন কেমনে,　রাখিব ধরিয়া,
কান্তের উদ্দেশে　চলে যে ছুটিয়া
কুল যশ মান　সব গেল যে টুটিয়া ;
পাগল করে যে ক্ষেপা মদনে।

চতুর্থ দৃশ্য—পর্ব্বতগুহা।

চৈতরা উপবিষ্ট।

চৈতরা। সিংহাসন! সিংহাসন! শুধু মেবারের সিংহাসন! চোখের সম্মুখে, আমার সমস্ত পৃথিবীটা ক্ষুধার্ত্ত হয়ে চাইছে, শুধু মেবারের সিংহাসন। প্রথম যৌবনে যে দিন মেবারের সিংহাসন দেখি, সেই দিন থেকে তার বিচিত্র ঔজ্জ্বল্য আমার সমস্ত জীবনের মাঝে এক সুস্পষ্ট রেখা টেনে দিয়েছে। আমি যেন অর্দ্ধ ছিন্ন হয়ে নিজের শোণিতের ধারায় নিজেই নিমজ্জিত হচ্চি। অনেক দিন হয়ে গেল, জীবনের অনেক অধ্যায় শেষ হয়ে গেল, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত বাল্যকাল হ'তে রোপিত, যৌবনে সলিল-সেচিত, প্রৌঢ়ে বুভুক্ষু পশুদল হ'তে রক্ষিত, আমার আশা-তরুকে ফুলে ফলে পরিশোভিত হ'তে দেখতে পেলুম না। মা দুর্গে! কতকাল আর তোমার সন্তানকে, জীবনের সিদ্ধি থেকে বহু নিম্নে তাড়িয়ে দিয়ে রাখবে? মা মা! সন্তানকে সিদ্ধি দাও! অঙ্গারস্তূপে পুনরায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করো।

(পরিক্রমণ)

অপার সমুদ্রের তীরে ব'সে এবার একবার জাল ফেলা গেছে। পুরোহিত ঠাকুর যে রকম কর্ম্মকুশল, তাতে এ কৌশল বোধ হয় ব্যর্থ হবে না। মা দুর্গে!

(গণক ঠাকুর ও সুরেখার প্রবেশ)

গণক। মা সুরেখে! ওই তব পিতা! ঊর্দ্ধনেত্রে

হের, চেয়ে আছে অম্বিকার করুণার
পানে।

চৈতরা। কে? এসেছিস্! এসেছিস্! কন্যা আমার! আমার সর্ব্বস্ব! আমার সৃষ্টি! আয় মা! একবার আমার কোলে আয়! তোকে কত দিন দেখিনি।

(সুরেখা চৈতরার নিকটে গেল)

বোস্। আমার পার্শ্বে বোস্! আমি তোকে একবার দেখি। দেখতে দেখতে হয় ত এই দশ বৎসরের গহ্বর একদিনে পূর্ণ ক'রে তুলতে পারব।

(চৈতরা সুরেখার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন)

গণক। তা হ'লে আপনারা বাপে-ঝিয়ে বোঝাপড়া করুন, আমি ততক্ষণ আমার দৈনিক পূজার সঙ্গে বোঝাপড়াটা করেনি।

(প্রস্থান)

সুরেখা। পিতা! আমি অত্যন্ত অভাগিনী, তা না হলে তোমার মত পিতার স্নেহ-ঐশ্বর্য্য এতদিন ভোগ করতে পাইনি কেন?

চৈতরা। আমি যে মা, আরও অভাগা! যে বীজ নিজে রোপণ করেছি, যে বীজের উজ্জীবনের জন্য নিজে জল সেচন করেছি, সেই বীজ যখন পত্র পুষ্প ফলে মুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে, তখন আমি তাকে উপভোগ আনন্দাশ্রু দিয়ে, স্নাত ক'রে জীবনের আরাম লাভ করতে পারিনি। সুরেখা! জীবনে কর্ম্মই সব নয়, কর্ম্মের সিদ্ধি কর্ম্মের অসম্পূর্ণতার অবসান করে। মা! আজ তুমি আমায় দেখা দিয়ে, আমার জীবন-

গ্রন্থের শেষ অধ্যায় আনন্দোৎসবে উৎফুল্ল ক'রে তুল্লে! আজ আমার কি শান্তি! আজ আমার কি আরাম!

সুরেখা। পিতা! আপনি আমার সঙ্গে চলুন। আমি আমার স্বামীকে ব'লে, আমাদের গৃহে আপনার বাসস্থানের ব্যবস্থা করি। সেখানে কোমল শয্যা আছে, দেখবার শুনবার, পরিচর্য্যা করবার লোক থাকবে, রোগে ঔষধ দেবার ব্যবস্থা হবে। আমি যা দেখচি, এই নির্জ্জন, অপরিষ্কার, বন্ধুর শৈলগুহায় ওই প্রস্তর শয্যায় শুয়ে থাকলে, আপনি শীঘ্রই আপনার জীবন হারাবেন।

চৈতরা। (হাসিয়া) জীবন হারাব? সুরেখা! তুমি কি ভাব, জীবনের আর আমার বাকি আছে? এই আমার বুকের ওপর হাত দিয়ে দেখ, যেটা ধুক্ ধুক্ করচে, সেটা কত নিরাশার কথা জাগিয়ে তুলছে। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখ, তাতে প্রকৃতির আলোক নাই—শুধু পরজীবনের ছায়া নৃত্য করে বেড়াচ্চে। আমার হাত পা গুলো মৃত্যুর শীতলত্ব নিয়ে অসাড়ে ঘুমিয়ে পড়চে। না, সুরেখা, আমি আর বাঁচব না।

সুরেখা। কেন বাঁচবেন না। আপনি আমার সঙ্গে চলুন; আমি ভাল ভাল কবিরাজ দেখিয়ে,——

চৈতরা। (হাসিয়া) হা হা! সুরেখা! যদি আমার শারীরিক কোনও অসুখ হোত, কবিরাজে ভাল করত। কিন্তু এ যে আমার মনের অসুখ। এ অসুখে কবিরাজ কি করবে মা?

সুরেখা। কেন, আপনার কিসের মনের অসুখ, বাবা?

চৈতরা। বালিকে!

কি বুঝাব কি অসুখ মনেতে আমার!

প্রতিহিংসানলে জ্বলে, যেই বিশ্ব আছে

লুক্কায়িত এই রুগ্ন পঞ্জর-আড়ালে!
ধূর্ত্ত সঙ্গসিংহ করিল হরণ মম
তনয়ারে, সন্ধিপত্রে করি পদাঘাত!
বৎসে!
হরে নাই শুধু বালিকায়,—সেই সঙ্গে
হরে নিল এই দুই লৌহদণ্ড সম
বাহুর শকতি; দিয়ে গেল পরিবর্ত্তে,
শুধু জর', পক্ষাঘাত, উদ্যমহীনতা,
নিরন্তর নিরাশার রাশি; চৈতরারে
চিরতরে প্রেরিল শ্মশানে! জীবনের
নিবিল আলোক! আশা-রশ্মি নাহি দেখি
আর, সুবিস্তার ভবিষ্য প্রান্তরে! কোথা
প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ মম! লুকায়েছে
তারা কুজ্ঝটিকা-অন্তরালে! মেবারের
সিংহাসনে বসিবার নাহি লোভ মম,
নাহি সম্ভাবনা! কিন্তু যদি পারি কভু,
মম তনয়ারে, কিম্বা মম জামাতারে
বসাইতে ওই সিংহাসনে, তবে মম
মনের আগুন হইবে শীতল! মম
বংশজাত আর কেহ নাহি মোর; বাতি
দিতে আছে শুধু ঔরস-সঞ্জাত কন্যা
চৈতরার ভবিষ্য-দুয়ারে। তাই আজ
মনে হয় পারি যদি বসাতে তোমায়

REGD. 1983

মেবারের সিংহাসনে, হৃদি ঘনঘটা
পুণ্য বরষা সিঞ্চনে হয় বিগলিত।
নহে,
বৃথা জন্ম, দীর্ঘ দিন বৃথা কাটায়েছি
বৃথা করি জীর্ণ অস্থি বহন এখনো।

সুরেখা। আমি সর্ব্বনাশী ঘটায়েছি এ বিপদ্
তব। আমি তব জরার কারণ! আমি
তব মনে জ্বালায়েছি চিতার আগুন!

চৈতরা। তাই যদি হয়, নিবাও আবার চিতা।
ভীলের দারুণ তৃষ্ণা মিটাও সলিলে।
প্রতিহিংসা রণে হও সহায় আমার।
বল, বল সুরেখা আমার! করি যদি
প্রতিশোধ-আয়োজন, এই জাতি-যজ্ঞে
হবে পুরোহিত?

সুরেখা। কি সাহায্য করিবারে
পারি আমি?

চৈতরা। কহ জামাতারে, তারে এই
মেবারের সিংহাসন লভিতে হইবে।
দিব যত ভীল সৈন্য আছে মোর। যাব
নিজে সংগ্রামে শোণিত দিতে! কাড়ি' আনি
অম্বিকার আশীর্ব্বাদ, পরাইয়া দিব
বর্ম্মরূপে অঙ্গেতে তাহার! শুধু—শুধু
সঙ্গসিংহ পুত্র বিক্রমাজিতেরে—(আজি

যেই দস্যুপুত্র উপবিষ্ট মেবারের
সিংহাসনে) তারে উপাড়ি সমূলে, রক্তে
তার চৈতরার করিয়া তর্পণ, পরে
সেই সিংহাসনে, মেবারের রাণা হয়ে
বসিতে আপনি । আর কিছু নাহি চাই !
আর কিছু নাহি চাই ! শুধু এই ভিক্ষা
তোমার সকাশে !

সুরেখা । কিন্তু কেমনে সম্ভব ?
মেবারের সিংহাসন, মেবারের বীর-
দল করে রক্ষা, দেবতা-মন্দির যথা
করে রক্ষা পূজারী ব্রাহ্মণ দলে । যদি
হয় প্রয়োজন, রাজ্যের সমস্ত প্রজা,—
কিবা নর, কিবা নারী, হাসিমুখে দিবে
প্রাণ, রক্ষায় তাহার ! রাজপুত-জাতি
রাজার আসনে হেরে, যেন আপনার
শোণিতের হরিদ্বার ! কেমনে সম্ভব,
তবে, স্বামীর আমার, লভিতে সে দৃঢ়
সিংহাসন ?

চৈতরা । জননী অম্বিকা করেছেন
ব্যবস্থা তাহার ! মাতা বহুকাল পরে
চাহিল বদন তুলি' । শুনিলাম মম
চরমুখে, ওমরাহ-দল অসন্তুষ্ট
রাণার উপরে ! প্রকাশ্য সভায় রাণা

৩

করিয়াছে অপমান তাহাদের! বৃদ্ধ
কর্ম্মচাঁদ,—রাণাদের অরাতি-সমরে
রথচক্রসম যিনি গতি বিধায়ক,—
যাঁরে, মেবারের শিশুহতে বৃদ্ধজন
সবে দেয় শ্রদ্ধার অঞ্জলি,—বিনাদোষে
তাঁরে, বিক্রমাজিতের চাটুকারদল
করেছে প্রহার। সে কারণে, যুক্তি করে
ওমরাহগণে, রাজ্যচ্যুত করিবারে
বিক্রমাজিতেরে! বসাতে তথায়, অন্য
কোন বাপ্পাবংশজাত বীরে! ভ্রাতা তার
নাবালক। তেঁই আছয়ে সম্ভব, বীর
বনবীরে দিতে সিংহাসন।

সুরেখা। শুনিয়াছি।
কিন্তু শুনি স্বামী মম দাসীগর্ব্ভজাত,
তাই সবে করে না স্বীকার।

চৈতরা। রাজপুত-
জাতি বীরত্বের পূজা করে। উচ্চতর
স্থান দেয় বীরত্বেরে, জন্মের গৌরব
হতে। চাহে তারা সর্ব্বাপেক্ষা বীর যেই,
সেই হবে সিংহাসন-অধিকারী।

(গণকের পুনঃ প্রবেশ)

গণক। মাতঃ!
শুনিলাম প্রত্যাগত গুপ্তচরমুখে

প্রজাগণ চাহে, বনবীরে সিংহাসন
দিতে ; কিন্তু তিনি অস্বীকৃত !

উচতরা।　　　　　　　　　　　　কি কারণ
তার ?

গণক।　　　　নাহি জানি, কি কারণ ! শুধু চর
কহে এই বাণী।

চৈতরা।　　　　　　　　　মাতঃ ! এ সময় দাও
তব সাহায্য প্রার্থিত। শুনিয়াছি, তুমি
স্বামী-সোহাগিনী ; বনবীর-হৃদিক্ষেত্র
তব অধিকার ! রমণীসুলভ হলে,
করিয়া কর্ষণ, করহ রোপণ তথা
যেই নববীজ করিনু প্রদান আজ !
মাতঃ ! লোক-লজ্জা রাখো ! স্বীয় ভবিষ্যৎ
বুদ্ধিমতী নারীসম করহ গঠন।
তার সনে, এই বৃদ্ধ অবিচার-হত
জনকের শেষকার্য্য করো সম্পাদন।
চাহিনা'ক মৃত্যুপরে শ্রদ্ধার অঞ্জলি,
চাহি শুধু মৃত্যুদ্বারে দাঁড়াইয়া, মম
বংশের গরিমাটুকু।

সুরেখা।　　　　　　　　ভীল-কন্যা আমি !
এস তবে ভীলশক্তি হৃদয়ে আমার !
যে বৃক্ষে জনম নি'ছি, সেই বৃক্ষসম
হোক মম আস্বাদন। বৃদ্ধ পিতা, হীন—

অত্যাচারে নিষ্পীড়িত; আমি কন্যা তাঁর!
নহে কি উচিত মম প্রতিশোধ ল'তে?
একদিকে স্বামী হবে রাণা, অন্যদিকে
অত্যাচারিত, বিধ্বস্ত পিতার, লওয়া
হবে প্রতিশোধ! এস তবে ভীল-শক্তি!
দেখি,
ভীল রমণীর হৃদয়ের উল্কারাশি
পারে কি না পারে দহিবারে পুরুষের
অত্যাচার-বিরাট কৌশল!
হে গণক,
বল তবে কি করিতে হবে?

গণক। আছে পরামর্শ
বহু। কহিব নিভৃতে। যদি পিতৃদুঃখে
হয়েছ কাতর, এস বলি কি করিলে
পিতা তব, দুঃখ হ'তে পায় অব্যাহতি।

স্থরেখা। পিতঃ! প্রতিজ্ঞা করিনু তব চরণ পরশে,
মনঃকষ্ট তব অচিরে ঘুচাব। এই
ভীলকন্যা, অত্যাচারি-শোণিত সেচনে
ধৌত করি দেবে তব ক্ষতস্থান। তুমি
হও না অধীর! রক্ত তব থাকে যদি
শরীরে আমার, সে শরীর তবকার্য্যে
ভীলশক্তি করিয়ে ধারণ,—প্রতিশোধ
এনে দেবে চরণে তোমার।

দৈতরা।　　　　　　　　　　বৎসে! করি
আশীর্ব্বাদ, নবোদ্যমে হও জয়ী।

(সুরেখা ও গণকের একদিকে ও দৈতরার
অপরদিকে প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য—একলিঙ্গের মন্দির।

সম্মুখে প্রতিমা।

পুরোহিত দেবতার আরাত্রিক করিতেছেন। করিমচাঁদ, কাণোজী, নয়ান সা, দয়াল সা, বনবীর ও অন্যান্য ওমরাহগণ করযোড়ে দণ্ডায়মান।

পূজারী ও পূজারিণীগণের গীত।

মহাদেব মহাশিব মহাবৈভব মহাকাল!
জটাজূট-বিচর-গঙ্গা-শোভিত-শির! চন্দ্রভাল!

পুরুষ।　　ঘন-গরজন-ফণি-ফণগণ-বিচরণ—রণরঙ্গ
বিভূতিভূষণ, অজিনবসন, জনমোহন অঙ্গ
যক্ষ-পিশাচ-সঙ্গ,　　　　সূক্ষ্ম-নয়ন-ভঙ্গ
লক্ষকোটী রক্ষঃ দানব-দলনরূপ-বিশাল!

স্ত্রী। বামে শোভে কৈলাসকুল-কুন্দকুসুম কামিনী
দৃপ্তদানব দলনদণ্ড—দীধিতিময় রূপিনী
দৈত্যমুণ্ড মালিনী, দস্যুধ্বংস কারিণী,
দেব মানব পালন কারণ, ধরে করে করবাল।

পুরোহিত। আজি সুপ্রভাত! দেবতার আরাত্রিক
শেষে, হেরি মেবারের বীরশ্রেষ্ঠ যত
ওমরাহ উপস্থিত, প্রণমিতে দেব
একলিঙ্গ রাতুল চরণে। বীরগণ?
রাজ্যের মঙ্গল সব?

কর্ম্মচাঁদ। কিনা তুমি জান,
দেব, ত্রিকালজ্ঞ পুরোহিত, শতবর্ষ
ধরি, পূজি মহাদেব একলিঙ্গে? দেব?
রাজ্যের মঙ্গল কোথা? রাণা বিক্রমাজ্জিৎ
বৃথা গর্ব্বে হইয়া গর্ব্বিত, অপমান
করে হীন বাক্যে যত ওমরাহগণে!
আর কি অধিক কব,—বৃদ্ধ আমি, মোরে
করে শিরে পদাঘাত; শুধু তাই নয়!
আজ্ঞাদাস চাটুকার মল্লগণ দ্বারা
রাজ সভা মাঝে মোরে করিল প্রহার।
বৃদ্ধের শরীর হ'তে করিল বাহির
শোণিতের ধারা, অশীতি বরষ যাহা
যুঝিয়াছে রণ, কিন্তু দেখে নাই কভু

বাহিরের আকাশ বাতাস। জীবলোক
মৃত্যু মাঝে আছে যেই অবজ্ঞার হ্রদ
তার জলে নিমজ্জিতে পারি আমি নিজ
অপমান! কিন্তু ওমরাহগণ মাঝে
যাহারা এ বৃদ্ধ হতে যথেষ্ট তরুণ,
যাহাদের ভবিষ্যৎ মেবারের সনে
বহু বর্ষ ধরি রহিবে জড়িত,—যারা
নিজ শরীর নিঃসৃত শোণিতের লৌহ-
জাল দিয়ে রাখিয়াছে জনমভূমিরে
নিরাপদ,—তারা কেন সবে অপমান?
প্রতিদিন এইরূপ রাজঘৃণা তলে
কেমন জীবন যাপে? তাই আসিয়াছে
সবে, এ ঘোর বিপদে, পরামর্শ ল'তে
আপনার! তুমি জ্ঞান-বৃদ্ধ, দাও, প্রভু,
সুযুকতি।

পুরোহিত। শুনি আখ্যায়িকা, বাক্য মম
জিহ্বাদ্বার না পারে ছাড়িতে! দিব
কি উত্তর! শুনেছি রাণা বিক্রমাজিৎ
মদ্যপায়ী, বারাঙ্গনা-অনুরাগী, ক্রূর,
চাটুকার-তৈলবাক্যে সদা বিস্ফোরিত;
কিন্তু এতদূর হইয়াছে অধোগতি
তার, শুনিলাম প্রথম আজিকে। হেরি,
পিপীলিকা পক্ষ লয় মরিবার তরে।

কাণোজী। যেই কর্ম্মিচাঁদ একদিন রেখেছিল
তার পিতার জীবন, পৃথ্বীসিংহ হ'তে ;
যেই কর্ম্মিচাঁদ, অন্নহতে অর্দ্ধগ্রাস
করিয়া প্রদান, রেখেছিল তার প্রাণ!
যেই কর্ম্মিচাঁদ, নিজ পুত্র পরিবারে
করিল বঞ্চিত, রাজপুত্রে অন্ন দিতে,—
সেই কর্ম্মিচাঁদ আজি বিধ্বস্ত, প্রহৃত,
বিক্রমের করে! এখনও কি সূর্য্যোদয়
হয়? এখনও কি দিবারাত্র ফিরে? রীতি
প্রকৃতির, এখনও কি যথানীতি আছে
বিদ্যমান? প্রলয় হুঙ্কারে মেবারের
হর্ম্মাবলী, গিরিচূড়া পড়েনি ভূতলে?
চন্দ্রসূর্য্য নহে কক্ষচ্যুত? সর্ব্বনাশী
ভূমিকম্পে, লয়নাই মেদিনী জননী
নিজকক্ষে মেবারের রাণার আসন?
আশ্চর্য্য সকলি! দেব, এ মহাপাপের
আজি করো প্রতিকার! নহে আমাদের
দাও বলি আজি, মহাদেব একলিঙ্গ—
প্রাঙ্গণ সম্মুখে! যূপকাষ্ঠ, অপমান
হতে, নহে দুঃখপ্রদ!

বনবীর। কি বলিব দেব?
মেবারের রাণার আসন, একলিঙ্গ—
চরণ হইতে জানি পূততর; পাছে

রাজ্য-মাঝে অশান্তি অনল জ্বলে, পাছে
হয় গৃহের বিচ্ছেদ, পাছে রাজ-দ্রোহী
কহে লোকে, তাই অতি কষ্টে রেখেছিনু
চাপি, কোষমধ্যে অসিরে আমার! নহে
স্থালীবদ্ধ সর্পসম, গর্জ্জিল ভীষণ
অসিমম, পেতে শুধু স্বাধীনতা! যেই
রোষ জেগেছিল মস্তিষ্কে আমার, রুদ্ধ
হয়ে যেন ভেঙ্গে দিল, ভীম দৈত্য বলে
সুদৃঢ় অর্গলবদ্ধ কবাট তাহার!
এখনও হের, নয়ন হইতে ছোটে
অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যাহে বিক্রমাজিৎ
দগ্ধ হয়ে যেত সেই অনল দাহনে।

পুরোহিত। বুঝিয়াছি, বিষমুখ শূল সম, রাণা—
কৃত অপমান বিঁধিয়াছে মর্ম্মে মর্ম্মে
সবাকারে! কিন্তু কি উপায় এবে? কিবা
ইচ্ছা সবাকার?

বনবীর। চাহি শুধু প্রতিশোধ!

কাণোজী। সকলেরি মত,—শুন করি নিবেদন,—
দেশ, ধন, যশ, মান, নারীর সতীত্ব,
দেবের মন্দির কিম্বা দেবের প্রতিমা,—
বক্ষের শোণিত দিয়ে রক্ষা করে যারা,
তাহাদের রাজা যদি করে অপমান

উচিত প্রকৃতি পুঞ্জে, সিংহাসন হতে
নামাইতে সে রাজনে ! আর কিবা কব !

দয়াল। রাজ্য মধ্যে কেহ নাই হেনজন, দেব,
রাণার কুকর্ম্ম শুনি, রক্তিম লজ্জায়
না হইল অধোমুখ ! নারীগণ কহে,
লক্ষ্মী বুঝি যায় চলি মেবার ত্যজিয়া।
রোগশয্যাপরে আছে শায়িত যে রোগী,
শুনি কুকর্ম্ম রাণার, মর্ম্ম বেদনায়,
মূর্চ্ছা যায় বারম্বার। হাসে শত্রুকুল ;
আসে বুঝি পুনরায় লুণ্ঠিতে মেবার
গুজরাট অধিপতি ধূর্ত্ত বাহাদুর।

পুরোহিত। উপস্থিত ওমরাহ বীরেন্দ্র নিকর ?
সকলেরি এই মত ? সকলেই চাও
নামাতে বিক্রমাজিতে সিংহাসন হতে !
মনে রেখো ঘোর ঝঞ্ঝা বহিবে মেবারে ;
হতেপারে বহু রক্তপাত ; বিদ্রোহের
ঘনঘটা আনে অন্ধকার, আলোড়ন
প্রলয়-তাণ্ডব ; মেবারের নরনারী
বৃদ্ধ বা বালক, না রহিবে নিরাপদ
কেহ !

সকলে। হোক ! রক্তস্রোত ছুটুক মেবারে !
রাজকৃত অত্যাচার সহ্য নাহি হয়।

পুরোহিত । (প্রতিমার দিকে চাহিয়া)

দেব-দেব একলিঙ্গ ! মেবারের
রাণার উপরে রাণা ! কহ ইচ্ছা তব ।
মেবারের বীরদল উপস্থিত হেথা,
লইতে আদেশ তব ! তুমি মেবারের
অধিষ্ঠাতা, তুমি পালক, তুমি শাসক,
তুমি পুনঃ ধ্বংসকারী । সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ
ত্রিগুণ ত্রিশূল সম আছে বর্ত্তমান
তোমাতেই দেব ! কহ মেবার-ভূমির
হে ভাগ্য-বিধাতঃ ! নামাইতে সিংহাসন
হতে বিক্রমাজিতেরে, আছে অভিমত
তব ?

(ক্ষণেক নির্ব্বাক থাকিয়া)

একলিঙ্গ দেব আছেন নির্ব্বাক !
মৌন সম্মতি লক্ষণ ! যাও বীরগণ !
একলিঙ্গ দিয়াছেন মত, তোমাদের
অভিপ্রায়ে ! করি আশীর্ব্বাদ, জয়ী হও
শুভ কার্য্যে !

সকলে । জয় একলিঙ্গের জয় !

পুরোহিত । কিন্তু শুন পরামর্শ মম, সিংহাসন
শূন্য না রখিও । মেবারের চারিদিকে
আছে শত্রুদল ; সপ্তরথী যথা ছিল

বেড়িয়া অর্জুন পুত্র অভিমন্যু বীরে,
অথবা যেমতি রাহু রহে চক্ষু মেলি'
গ্রাসিতে বিশ্বের চক্ষু তপন দেবেরে!
যেই ক্ষণে বিক্রমাজিতেরে সিংহাসন
হতে দিবে নামাইয়া, অমনি তথায়
বসাইবে অন্যরাণা, যারে তোমাদের
হবে অভিরুচি!

কাণোজী। করো অনুমতি, দেব,
কাহারে বসাব?

পুরোহিত। বৃদ্ধতম শূর যেই,
তারে করহ জিজ্ঞাসা। সমস্ত জীবন
ধরি', কালনদী তীরে বসি, অতি যত্নে
যেই জন কুড়ায়েছে সংখ্যায় প্রচুর
জ্ঞানের উপল রাশি, সেই পারে বলে
দিতে, মেবার রাজ্যেতে উপযুক্ত কোন্
বীর, রাজ-দণ্ড করিতে ধারণ। যদি
চাহ মম অভিমত, শুন সবে তবে;
রাজ্যের মঙ্গল যাহে, কহি তোমাদের।
বহু রণ-কোলাহল বধিরিল যারে,
নররক্ত করিল সিন্দূর, এরাজ্যের
বহু ভূকম্পন করেছে অটল,—বহু
শত্রু-শবপরি' চরণ চারণ করি
পঁহুছিল যেই জন অশীতি বরষে,—

সেই কর্ম্মিচাঁদ বীরে সিংহাসন দিতে
কিবা মত তোমাদের ?

কয়িম। (হাসিয়া) স্নেহ, একচক্ষু
করে মানবেরে। উদার নয়ন যেটি,—
যেটি আত্মছাড়ি' বিশ্বেরে আত্মীয় করে,—
সেই চক্ষে হের প্রভু, 'আমি অতি ক্ষুদ্র
হয়ে যাব, মহাকায় উপস্থিত বহু
বীর পাশে'। সেথা কাণোজী মহান্,
হোথা বনবীর বীরকুল-বনশোভা,
সেথা দুর্দ্ধর্ষ দয়াল শা, উপযুক্ততর
সকলেই আমাহতে। গুরো, আমি আজি
অশীতি বর্ষীয় বৃদ্ধ! হতশক্তি! মম
সিংহাসন অতি শীঘ্র আসে পৃথিবীর
পরপার হতে। মেবারের সিংহাসন
তার কাছে অতি ক্ষুদ্র, অতীব নশ্বর!
শুন দেব, কহি আমি সুযুক্তি সবারে!
বাপ্পাবংশ-জাত কোন বীর যুবজনে
মেবারের সিংহাসনে বসান উচিত।
অন্য কোন বংশজাত বীর, সিংহাসনে
পাতিলে আসন, মেবারের যত জন—
সাধারণ, হবে ক্ষুব্ধ-মন। এ কারণ
পৃথ্বীসিংহ—ঔরসজ বীর বনবীরে
মেবারের সিংহাসন করহ অর্পণ।

কাণো, দয়াল। আমাদেরও সেই মত ; শুন পূজ্য-পাদ !

বনবীর। রণ-বৃদ্ধ বীর ! ধর্ম্ম-বৃদ্ধ পুরোহিত !
জ্ঞান-বৃদ্ধ বীর্য্যবান্ ওমরাহগণ !
আছে মম এ বিষয়ে বক্তব্য প্রচুর !
নহে অজ্ঞাত কাহিনী, রাণা পৃথ্বীসিংহ
জনক আমার। কিন্তু কহে বহুজন
মাতা মম নীচ কুলোদ্ভবা। তাই মনে
লয় মম, সিংহাসন-প্রথমসোপানে
জনমত বিরুদ্ধে আমার ! বিশেষতঃ
স্বর্গগত মহারাণা সংগ্রাম সিংহের
বিক্রমাজিৎ ব্যতীত, অন্য পুত্র আছে
বিদ্যমান। উদয় তাহার নাম। হোক্
নাবালক ; সিংহাসনে ন্যায্য অধিকারী।
নহেক উচিত, ন্যায্য অধিকারী জনে
প্রবঞ্চিয়া, করিতে হরণ পিতৃধন
তার ! সিংহাসন-লোভে অধর্ম্ম-সঞ্চয়
নহে অভিলাষ মম। অধর্ম্মেরে ডরি,—
তাই করি প্রত্যাখ্যান, অযাচিত দান
তোমাদের। ক্ষমা করো মোরে দেশবাসি !
চাহি ক্ষমা, উপস্থিত গুরুজন পদে।

কাণোজী ! শতমুখে প্রশংসি তোমার ধর্ম্মে মতি,
বনবীর ! ক্ষত্রিয়-শোণিতে হেন ধর্ম্ম-
বুদ্ধি, তৈল জল সম, কদাচিৎ মিশে !

কিন্তু তোমাতেই মিশিয়াছে ধর্ম্ম, ক্ষাত্র্য
সনে! রাজপুত আদি নর রামচন্দ্র
তেয়াগিল সিংহাসন ভরতের তরে,—
পিতৃ সত্য ধর্ম্ম পালিবারে,—সেই মত
তুমি, ধর্ম্ম রাখিবারে,—স্বেচ্ছায় ছাড়িলে
রাজ-সিংহাসন। ধন্য তুমি! ধন্য তব
স্বার্থত্যাগ। কিন্তু কহ বীর! অতি শিশু
সংগ্রামসিংহের পুত্র কুমার উদয়!
কেমনে সম্ভবে তার, এই বহু তীক্ষ্ণ
কণ্টকে আস্তীর্ণ মেবারের সিংহাসনে
আরোহিতে শৈশব-কোমল পদে? সেথা
দিল্লীশ্বর হুমায়ূন বিমাতার স্নেহে
ঘন পয়ঃ সনে করে বিষের মিশ্রণ!
হোথা পুনঃ বাহাদুর গুজরাট-পতি
ব্যাঘ্র সম লোলুপ দৃষ্টিতে চাহে, মাতৃ-
হীন মৃগশিশু মেবারের পানে। পুনঃ
হের অন্তর-বিপ্লবে জর্জ্জরিত দেশ!
বহু-ছিদ্র নৌকা যথা পয়োধি মাঝারে,
সেই মত মেবারের অবস্থা এখন।
কহ, হেন অবস্থায়, কেমনে সম্ভবে
এ নৌকার কর্ণধার বালকে করিতে?

বনবীর। হে ধীমান্ কাণোজী সামন্ত! বুদ্ধিমান
রাজনীতি-বিশারদ শত গুণে আমা

হতে তুমি। তব জানু পাশে বসি', সূক্ষ্ম
রাজনীতি শিক্ষা করা উচিত আমার!
ক্ষমা করো ঔদ্ধত্য আমার! কিন্তু আমি
না বুঝিতে পারি, যদি মেবার রাজ্যের
অরাতি-শমন বীর ওমরাহগণ
দাঁড়ায় রক্ষীর প্রায় সিংহাসন পাশে,
কিবা আসে যায়, থাকে যদি শিশু এক
সিংহাসন 'পরে! কিবা আসে যায়, যদি
শূন্য রহে সিংহাসন? সাধ্য কি শত্রুর
দুর্ভেদ্য হিমাদ্রি ভেদি' হরে রত্ন চমূ
রত্নালয় হতে? লক্ষ অসি ঝক্‌ঝকি
ঝলকে যথায়, তার মাঝে গর্ত্তস্থিত
শিশু পারে রাজদণ্ড ধরিবারে।

কর্ম্মিচাঁদ। ভাই,
বীরত্বে প্রবীণ, কিন্তু বয়সে নবীন
তুমি। রাজনীতি নহেক সরল এত!
হতে পারে ওমরাহগণ, অসি খুলি'
রবে রক্ষী দিবা নিশি, রাণার চৌদিকে!
কিন্তু,
যে রাণারে করিতেছ সিংহাসন-চ্যুত,
ভাব কি সে নিতান্তই রবে উদাসীন?
হিংসা আসি পূরাবে না শূন্যতা তাহার।

যদি,
ওমরাহ-দুষ্প্রবেশ্য অন্তঃপুর মাঝে,
নবোদ্ভিন্ন তৃণসম, উপাড়ে শিশুরে ?
কি করিবে বহির্দ্দেশে ওমরাহগণ ?

দয়াল। বিশেষতঃ,
নিষ্ঠুর প্রকৃতি অতি বর্ত্তমান রাণা!
এ উর্ব্বর ক্ষেত্রে হিংসা বীজ হ'লে উপ্ত,
শত পাপ কর্ম্ম উদ্ভিন্ন হইতে পারে।
নিষ্ঠুর প্রকৃতি সনে হিংসা যোগ,—অগ্নি-
যোগ ঘৃতের কলসে।

কাণোজী। কোরো না'ক দ্বিধা!
মহাদেব একলিঙ্গে করিয়া স্মরণ,
মেবারের সিংহাসন করো আরোহণ ;
যতদিন কুমার উদয় সাবালক
নাহি হয়, তব দক্ষ পক্ষপুট দিয়া
রক্ষা করো মেবার মুকুট। বনবীর!
সকলেরি মত তুমি হও রাণা।

বনবীর। কিন্তু
ভয় হয় পাছে, রাজ-সিংহাসন তরে
হারাই নিজেরে। শুনি রাক্ষসীর মায়া
দিয়ে, গঠিত এ সিংহাসন। তলে তার
শত শত রাজবংশ-চিতানল জ্বলে!
রজত কাঞ্চনে গড়া, উজ্জ্বল বরণ,

হেরিতে শোভন, কিন্তু করে বারাঙ্গনা
সম শুধু ইন্দ্রিয়ের প্রলোভন। আত্ম-
ক্ষুধা মিটে না তাহায়। চতুষ্টয়
আছে তার পদ ; অভিধান তাহাদের,—
নরহিংসা, অবিশ্বাস, অনিদ্র জীবন,
অন্ধ আত্ম-সেবা। সম্মুখে পশ্চাতে
পার্শ্বদ্বয়ে আছে চক্ষুঃ,—অনিমেষে হেরে
সমস্ত জগৎ, লঙ্ঘি' দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত,
উত্তাল তরঙ্গময় বিশাল পয়োধি।
কর্ণ নাই, দূতকর্ণে শুনে। আছে শুনি,
লক্ষাধিক নাসা,—প্রতি নাসা রাখে শক্তি,
শ্বাপদের ঘ্রাণশক্তি হতে শতগুণে
তীব্রতর। অধিক কি কব ? ঘ্রাণ পায়
সে বস্তুর, নাহি যার অস্তিত্ব জগতে ;—
কিম্বা অতি ক্ষীণ আঘ্রাণ যাহার। পায়
রসনায় বিষের আস্বাদ, বিষহীন
অমৃত হইতে। ইচ্ছায় তাহার, মরু
হয় সুন্দরী নগরী, ইন্দ্রপুরী হয়
সৃষ্ট নিবিড় কাননে। দৃষ্টির অনলে
জ্বলে যায় অভিশপ্ত গৃহ। পিতা মাতা,
ভ্রাতা ভগ্নী, দারা সুত নহেক আত্মীয়,—
শুধু আত্মবোধ, স্বার্থ-সেবা জানে। জ্ঞানী
করে পরিহার, রহে শুধু চাটুকার

অনুদার বন্ধু হ'য়ে। হেন সিংহাসন
তৃণাসন পরিবর্ত্তে চাহি না'ক আমি।

পুরোহিত। বৎস!
সত্য যা কহিলে তুমি, বহু দোষ আছে
সিংহাসনে। কিন্তু রত্ন রহে রত্নাকরে,
মকর কুম্ভীরে যেথা বিপত্তি ঘটায়।
পুষ্পে আছে কীট। সেইমত সিংহাসনে
আছে বহু দোষ, কিন্তু গুণ ততোধিক।
এত শক্তি কোথা আছে হয়ে পুঞ্জীভূত,
আছে যত রাজ-সিংহাসনে? বিদেশীয়
কামুক হইতে স্বদেশের ধনরত্ন
অস্পৃষ্ট রাখিতে,—অত্যাচার, অবিচার
গৃধিনীর দলে, গৃহস্থের গৃহ হ'তে
সুদূরে রাখিতে,—শান্তির শীতল রশ্মি
দেশ বক্ষে বিস্তৃত রাখিতে, কেবা পারে?
পারে এক রাজা। প্রতিবাসী, প্রতিবাসী
সনে, করে যবে কলুষ সঞ্চয়, বল
কেবা হয় স্ফটিসম কলুষ-নাশন?
সিংহাসন নহে শুধু শক্তির আধার;
তীর্থভূমি ধর্ম্মেকর্ম্মে। আতুরে পালন,
বর্ম্মরূপে উপদ্রুতে করিতে রক্ষণ,
নিরাশ্রয়ে আশ্রয়-প্রদান, সিংহাসন
মানবে শেখায়; শেখায় যেমতি গুরু

শিষ্যজনে ধর্ম্মেমতি। এতগুণ আছে
যার, যদি কিছু দোষ থাকে তার, জ্ঞানী
যারা, না করে গণন। শশধরে কেবা
নিন্দে শশক কারণে? তারপর, যেই
জন লয় তার গুণাবলী,—দোষ সেথা
পারে না আসিতে, আলোকে আঁধার সম।

বনবীর। মাননীয় ওমরাহগণ! করো ক্ষমা।
দোলে মন অবিরত সন্দেহ দোলায়,
তাই চাহি দুইদিন ভাবিতে সময়।
দুইদিন পরে আমি জানাইব সবে,
আমা হতে রাণাগিরি হবে কি না হবে!

(সৈন্যগণ সহ বেগে বিক্রমাজিতের প্রবেশ)

বিক্রমাজিৎ। আরে আরে বিদ্রোহিরদল? রাণাগিরি
করিব সফল। আগে চল্ কারাগৃহে।
আজ এই একলিঙ্গ মন্দির সম্মুখে
দিব বলি মেবারের পাপ। ওমরাহ-
রক্তে গঠি পরিখা চৌদিকে, বাঁচাইব
মেবারেরে, দুষ্টজন অত্যাচার হতে।

বনবীর। বন্ধুগণ! মিলেছে সুযোগ। প্রতিশোধ
আসিয়াছে আপনি দুয়ারে! ধর অস্ত্র
সবে; বাঁধি পশু বিক্রমাজিতেরে, চল
সবে মিলি, মেবারের সিংহাসন করি
অধিকার।

ওমরাহগণ। 　জয় রাণা বনবীরের জয় !

(উভয় পক্ষে যুদ্ধারম্ভ)

(বিক্রমাজিতের সৈন্যগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল।)

বনবীর। 　(বিক্রমাজিৎকে অস্ত্রহীন করিয়া)
এইবার ? এইবার কোথা মল্লসৈন্য
সব ? ছিল যারা মহাযোদ্ধা ? ছিল
যারা, মহাবীর ওমরাহগণ হতে
বীরত্ব-আধার ? ডাক্ তাহাদের, দেখা
যাক্ কেবা ভীরু ! ওমরাহগণ কিম্বা
মল্লগণ ?

কাণোজী। 　বাঁধ তারে, রাখ গিয়া অন্ধ
কারাগারে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জীবনের
আয়ুঃ তার, পদাঘাত করুক্ তাহারে !
যতদিনে মৃত্যু আসি নাহি দেয় দেখা,
থাক্ বন্দী মেবারের কারাগারে।

দয়াল। 　কিম্বা
লহ বধ্যস্থানে। রক্ত দিয়া পামরের,
পদাঘাত করো প্রত্যাখ্যান।

নয়ান সা। 　কিম্বা তারে
ভেকের গরলময় থুৎকার-সংযোগে
করো প্রাণবধ। যে থুৎকার করিয়াছে
অঙ্গে আমাদের, ঘৃণ্য ভেকের বমনে
বুঝিবে সে উপাদানে কত আছে জ্বালা !

THE ... ESTD. 1900

জয়সিংহ। কম্মিচাঁদ ! আগে তুমি করহ প্রহার,
যাতে অঙ্গহ'তে মাংসগুলি ছিন্ন হয়ে
প'ড়ে ধরণীতে। পরে রক্তের নদীতে
ভাসাইয়া অস্থি তার, লয়ে যাও যেথা
আছে কারাগার

কম্মিচাঁদ। অসম্ভব কহ বাণী।
রাণা সে, আজন্ম তারে করিয়াছি প্রতি-
দিনে মর্য্যাদা-প্রদান। যদি করে থাকে
অপমান মোরে,—প্রজা আমি,—উচিত কি
মম, ঘৃণ্য প্রতিদানে ব্যথা দিতে তারে ?
ছেড়ে দাও বিক্রমাজিতেরে, সিংহাসন
শুধু, লহ কাড়ি হস্ত হতে।

কাণোজী। রাজ-পুত-
রক্ত নহেক শীতল এত ! বার্দ্ধক্যের
হিমরাশি বিফল করেছে, তব দেহে
অপমান-তাপ।

বনবীর। জনসভামাঝে তার
করিয়া বিচার, স্থির হবে কিবা শাস্তি
হবে। এবে শুধু রাখা যাক কারাগারে।
চল রাণা, স্বকৃত কর্ম্মের ফল, ভুঞ্জ
এইবার।

(বিক্রমাজিৎকে লইয়া সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—বনবীর-গৃহ।

স্থুরেখা একাকী

স্থুরেখা। একি দৌর্ব্বল্য মনের! মেবারবাসীরা
আপামর চাহে তাঁরে সিংহাসন পরে ;—
যত ওমরাহগণ, মুকুট লইয়া
উপস্থিত দুয়ারে তাঁহার, করাঘাত
করে শতবার, রুদ্ধ বিবেক-কবাটে
তাঁর ; কিন্তু তিনি বধির শ্রবণে, অন্ধ
দু নয়নে, জানান সকলে, অপারগ
সিংহাসন-ভার লভে!
একি নির্ব্বুদ্ধিতা!
একি ঐশ্বর্য্যে সন্ন্যাস! বীরত্ব-প্রস্তর
এত শুষ্ক, এত প্রাণহীন, এত প্রকৃতির
শাসন হইতে মুক্ত দেখি নাই কভু!
অধর্ম্ম অধর্ম্ম বলি ভয়েতে কাতর,
কিন্তু একি অধর্ম্মের সংস্কার! ক্ষত্রিয়
যে জন, সিংহাসন লাভ তার অসির

গৌরব! কৃপাণের মোক্ষলাভ! বুঝি না,
এ দুর্ব্বুদ্ধি হ'তে কেমনে ফিরাই তাঁরে!

(বনবীরের প্রবেশ)

বনবীর। জীবন-সঙ্গিনি! আসিয়াছি পরামর্শ
হেতু! তুমি বুদ্ধিমতী, কৃপাণের ধার
সম, অতিতীক্ষ্ণ যুক্তি তব! কহ প্রিয়ে
কি করি উপায়! কুমার উদয়ে করি
প্রবঞ্চিত, সিংহাসন-আরোহণ, বল
প্রিয়ে কেমনে করিব?

সুরেখা। বিস্মিত হইনু
আমি শুনি তব কথা প্রভু! ক্ষত্রবীর
তুমি,—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যাহা, কহ তারে
অধর্ম্ম কেমনে? বীর যোঝে রণে, শত্রু
সনে, দেশের কল্যাণ হেতু! যেই জন
সক্ষম করিতে দেশের কল্যাণ, বসে
যদি সেইজন সিংহাসনে, সক্ষমতা
তার, বাড়ে শতগুণ! প্রভু! বুঝি না
কেন তুমি বিমুখ তাহাতে!

বনবীর। কিন্তু
উদয়েরে করি প্রবঞ্চিত,—

সুরেখা। প্রবঞ্চনা
কিসে! যদি তাই হয়, উদয় হইবে
যবে সাবালক,—বয়স তাহার, হবে

যবে রাজ্য সুশাসনে মন্ত্রী, দিও
তায় রাজ্য ফিরাইয়া ।

বনবীর । যদি আজি হতে
তারে বসাইয়া সিংহাসনে, থাকি আমি
মুষ্টিবদ্ধ উন্মুক্ত কৃপাণ সম তার,
রাজ্য-সুশাসন কেন না হইতে পারে ?

সুরেখা । অসম্ভব প্রভু ! তুমি বীরত্বে সরল,
তাই কহ হেন কথা ! উত্তাল তরঙ্গ,
যেই নদীবক্ষ করে খান খান, সেই
লাঞ্ছনার রাশিমাঝে, কেমনে সক্ষম
হবে, শিশু এক হতে কর্ণধার ! তরি
হবে খান খান ।

বনবীর । দাঁড়ী যদি হয় পটু ?

সুরেখা । একা দাঁড়ি পারে না রাখিতে তরি, অতি
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নদী বক্ষ পরে ।

বনবীর । তবে তাই
হোক । তুমি বুদ্ধিমতী । বহু প্রয়োজনে
দেখিয়াছি তববুদ্ধি লভিয়াছে সুখে
সাফল্য-মুকুট । যুকতি তোমার প্রিয়ে
করিব না অবহেলা ।
ওমরাহগণে
বলি গিয়া, "স্বীকার করিনু বসিবারে
মেবারের সিংহাসনে ।"

সুরেখা। যাও প্রভু! সাধ
গিয়া বিশ্বের কল্যাণ! বিশ্বকর্ম্মা সম
প্রকৃতিরে নবচিত্রে করহ গঠিত!
সুকঠিন পর্ব্বতেরে করিয়া কোমল,
গঠ সেথা সুন্দর নগর। আমি রব
কুঠারের মত।

দ্বিতীয় দৃশ্য—রাজপথ।

দুইজন ভেরীবাদকের প্রবেশ।

১ম ভেরী বাঃ। শুন সবে মেবারের অধিবাসিগণ!
রাণা বিক্রমাজিৎ করিলেন অপমান
ওমরাহগণে, তাই তাঁরে রাজ্যচ্যুত
করি, বনবীর বসিলেন সিংহাসনে।
দেশের কল্যাণ হেতু ওমরাহগণ
যুক্তিকরি বসালেন বীর বনবীরে।

২য় ভেরী বাঃ। আজি তাঁর অভিষেক দিন, কর সবে
আনন্দ-উৎসব! প্রজাদের যুক্তকণ্ঠ,
উচ্চরবে আকাশ ভেদিয়া, দেবতার
আশীর্ব্বাদ আনুক যাচিয়া।

(প্রস্থান)

(খুড়োর প্রবেশ)

খুড়ো। (স্বগতঃ) অ্যাঁ কালে কালে এ হল কি! সেই বনবীর,—সেই পেট-ড্যাবরা, হাড়-জিরজিরে ছেলেটা একেবারে মেবারের মসনদে গিয়ে বসল! অবধারণ করগে—ভাইভ! ব্যাটাকে যে এই সেদিন ন্যাংটো হয়ে ছেলে ডিগ্ ডিগ্ খেলতে দেখলুম। কালে কালে এ হল কি!

কিন্তু আমার ত বাবা এ সইবে না! সত্তরেই পা দেই, আর বাহত্তুরে দশাই পাই, আমি বেঁচে থাকতে এ দেখতে পারব না। একটা কুলটার ছেলে,—আরে রাম, রাম! এ কোনও ভদ্রলোক সইতে পারে! তার ওপর আবার দাসীর ছেলে! শীতলসেনীটা কি শুধু কুলটা ছিল, তার ওপর আবার দাসী ছিল,—তার ছেলে ওই বনবীরটা, সে কিনা আজ মেবারের রাণা! আরে ছ্যা! ছ্যা!

(নাগরিকগণের প্রবেশ)

১ম নাগ। কি খুড়ো! একা কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

খুড়ো। কে রঘুদয়াল! আহা—তুই বড় ভাল ছেলে! তোর বাবা আমার সঙ্গে শীকার করতে যেতো! আহা তুই তার ছেলে! আজ তোকে দেখে আমার ফের শীকার করতে যেতে ইচ্ছে যাচ্চে।

২য় নাগ। শীকারে যাবে নাকি খুড়ো?

খুড়ো। আর বাবা, অবধারণ করগে, বুড়ো হয়েচি। এখন আর কি শীকার কর্ত্তে পারব? তার চেয়ে, বাবা, আমাকে এই আফিমের দোকানটা অবধি এগিয়ে দিয়ে যা। আহা রঘুদয়াল! রঘুদয়াল বড় ভাল ছেলে। দেখ্—আমাদের বাড়ীতে খুব পাকা পাকা পেঁয়ারা হয়েছে,

যাস্, তোকে ছুটো দেব' এখন। আমার হাত ধ'রে, বাবা, আফিমের দোকানটা অবধি যদি নিয়ে যাস্।

১ম নাগ। ও হরি! খুড়ো! তাও জান না। আফিমের দোকান যে বন্দ!

খুড়ো। বন্দ? না—না—বন্দ কেন হবে? রঘুদয়াল—রঘুদয়াল বড় ভাল ছেলে! তোর বিয়ে হয়েচে রে?—না হ'য়ে থাকেত, এইমাসেই তোর সঙ্গে একটা পরমাসুন্দরী পরীর বিয়ে দিয়ে দেব! চল্না বাবা, এই আফিমের দোকানটা অবধি এগিয়ে দিবি!

১ম নাগ। খুড়ো! পরীর সঙ্গেই বিয়ে দাও, আর পাকা পেয়ারাই খাওয়াও, আফিমের দোকান গিয়ে আফিম গাছে উঠেছে।

খুড়ো। দূর ছোঁড়া হতভাগা। শালা,—শালা পাজির পা ঝাড়া। যা, বেটা গল্লাকাটা, তোকে যেতে হবে না। আমি একাই যাচ্চি।

২য় নাগ। খুড়ো! রঘুদয়াল মিথ্যে বলে নি। সত্যিই আফিমের দোকান মেবার থেকে উঠে গেছে।

খুড়ো। উঠে গেছে. গেছে। তোর কিরে, শালা? তোকে কে ফোঁপলদালালি কর্‌তে বলেছে?

২য় নাগ। ওইত খুড়ো, সত্যিকথা বল্লে চটে যাও! মানুষকে বাবা বলতে শালা বল! সত্তর বচ্ছর বয়স হ'ল, এখন মুখে লাগাম দিতে শিখলে না!

খুড়ো। তোর বাবার সত্তর বচ্ছর বয়স হোক, আমার কেন হবে? নিপাত যাও—নিপাত যাও সব!

৩য় নাগ। খুড়ো, শুধু শুধু কষ্ট ক'রে কেন অতদূর হাঁটবে! আমার কথা বিশ্বাস করো; রাণা বনবীর সিংহাসনে বসবার আগেই দেশ থেকে

আফিমের দোকান, মদের দোকান সব তুলে দিয়েছেন। নেশার জিনিষ আর রাজ্যে পাবার যো নেই।

খুড়ো। তুই ঠিক বলছিস্! না, ঠাট্টা করছিস!

৩য় নাগ। না খুড়ো, তোমার গা ছুয়ে বলচি, ঠাট্টা নয়!

খুড়ো। কেন, নেশার দোকান সব তুলে দিলে কেন?

২য় নাগ। দেবে না তোমরা সব নেশা করে ঝিম্ হয়ে পড়ে থাকবে, আর রাজ্যটা দেখে কে? তোমাদের জন্যেইত বাহাদুর সা মেবার রাজ্যে ঢুকতে পেরেছিল!

খুড়ো। আমাদের জন্যে? আমরা ছিলুম ব'লে বাহাদুর সা তোদের কচুকাটা করতে পারে নি। তা না হ'লে,—সব মামার বাড়ীর রাস্তা দেখিয়ে ছেড়ে দিত। বুঝলি? দেখ বাবা গোবর্দ্ধন, যখন বাহাদুর মেবার রাজ্যে এসে বস্‌ল,—তখন ত বস্‌লই; তখন আর কি করি! ব্যাটার সঙ্গে একটু একটু ক'রে ভাব করলুম। ভাব না ক'রে,—অবধারণ করো—বেটাকে একটু একটু ক'রে আফিম ধরালুম। যেমনি আফিম ধরা, অমনি আর বেটা হাতও তোলে না, অস্ত্রও ধরে না। আমায় বল্লে "আমি ঘুমাব"। আমি বল্লুম "ঘুমোও"। "কিন্তু এখানে নয়, বাবা। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গিয়ে ঘুমোও"। তাইত, বেটা আফিমের নেশাতে ঘুমোবার জন্যে, গুজরাটে ফিরে গেল। তা না হলে কি যেত? তোদের সাধ্যি কি! তোর ঐ বনবীরের সাধ্যি কি যে তাকে হটায়!

২য় নাগ। যা হোক্ বাবা! তবু এখনও আফিমের দোকান পর্য্যন্ত পঁহুছওনি খুড়ো! ওঃ! কি আজগুবি গল্পই মাথার ভেতর থেকে বার কর্ত্তে পার খুড়ো?

খুড়ো। আজগুবি গল্প! তুইত ভারি ডেঁপো দেখতে পাই। বাহাদুর

সাকে আফিম ধরিয়ে ছিলুম কি না, প্রমাণ চাস? চল্ তোর জ্যেঠা-মহাশয়ের কাছে।

২য় নাগ। থাক্ বাবা! আগে খুড়োমশাই হোক্,—তার পরে জ্যেঠামশায় হবে!

খুড়ো। তা হলে আফিম সত্যিই পাব না? এঃ! এ তোমাদের নূতন রাণা কি কাণ্ডটা ঘটালে দেখ দেখি! আমরা বুড়ো মানুষ, আফিম খেয়ে দুদণ্ড ঘুমিয়ে বাঁচতুম! এ ছি! ছি! ছি! ছি! তোমাদের নূতন রাণা এ কি কর্‌লে!

২য় নাগ। ভাল করে নি কি? আমি ত বলি খুব ভাল কাজ করেছে। দেশের লোকগুলো নেশা ক'রে পড়ে থাকবে,—ত, শত্রুর হাত থেকে দেশ রক্ষা করে কে?

খুড়ো। নাঃ। এতদিন ত দেশ রক্ষা হয় নি, আজ তোর বনবীর এল দেশ রক্ষা করতে! পৃথ্বীসিং যখন রাণা ছিল,—অবধারণ করো,—এক তীরেতে পাঁচটা পাঁচটা মুসলমানকে দেওয়ালে গিঁথে মেরে ফেলেচে! আবার যুদ্ধের থেকে ফিরে এসে, পাঁচ বোতল মহুয়া খেয়ে, ঐ শীতলসেনীর আঁচলে গড়াগড়ি দিয়েছে।

১ম নাগ। শীতলসেনী কে খুড়ো?

খুড়ো। শীতলসেনীকে চিনিস না? তোদের নূতন রাণার গর্ব্ভধারিণী; পৃথ্বীসিংহের রোজগেরে পরিবার।

(সকলে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিলেন)

৩য় নাগ। খুড়ো! চৌমাথায় দাঁড়িয়ে রাণা বনবীরের নামে অমন খেয়ুড় গেও না। শেষকালে বুড়ো বয়সে হাতে হাতকড়ি পড়বে?

খুড়ো। আরে রেখে দে তোর হাতে হাতকাড়! অমন ঢের ঢের রাণা দেখেছি। যে বছর আমার প্রথম বিয়ে হয়,—অবধারণ করগে,—সেই মাড়বারে; বিয়ের দিন রাত্রে, চারটে সিংহি এসে আমার শ্বশুরবাড়ীর কাণাচে উকি মারছিল,—অবধারণ করগে,—আমি না তাই দেখতে পেয়ে, এক লাফ দিয়ে,—চার ব্যাটা সিংহির ল্যাজে ধরে এমন বন্ বন্ ক'রে ঘুরিয়ে ছেড়ে দিছ্‌লুম,—অবধারণ করগে,—চার বেটাই কোথায় আরাবলি পাহাড়, সেইখানে গিয়ে ঠোক্কর খেয়ে মারা পড়ে! বুঝলি গোবর্দ্ধন! এমনি আমার গায়ে ক্ষমতা ছিল! হলেই বা বুড়ো! ও তোর রাণা-টানাকে আমি ভয় ক'রে চলি?

১ম নাগ। তা বলে কি, খুড়ো, রাণা বনবীরের মত বীরের সঙ্গে পার?

খুড়ো। রেখে দে তোর রাণা বনবীর! এক থাবড়ায়, দ্বিতীয়পক্ষের শ্বশুর বাড়ীর জল খাইয়ে ছেড়ে দিতে পারি।

২য় নাগ। নাঃ! খুড়ো বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে। চলহে, এখনি কে কোথায় শুন্‌তে পাবে, আর আমাদের শুদ্ধ সাতঘাটের জল খেয়ে বেড়াতে হবে।

খুড়ো। বনবীর! বনবীর দেখাতে এসেছে! আমার যখন প্রথম বিয়ে হয় বিকানীরে,—বুঝলি গোবর্দ্ধন,—তখন একদিন রাস্তায় যেতে যেতে, দশ বেটা ডাকাত· ......

২য় নাগ। খুড়ো, তোমার কোন কথাটা সত্যি বাবা! এই বল্লে আমার প্রথম বিয়ে হয় মাড়বারে,—আবার এখন বলচ বিকানীরে!

খুড়ো। বিরক্ত করিস্‌নে। কালকের ছোঁড়া তুই, কি বুঝবি? হাঁ, কি বলছিলুম! হাঁ—অবধারণ করগে,—পনের, ষোলটা ডাকাত

সেখানে হাজির।—সেই রাস্তা দিয়ে তোদের বনবীর যাচ্ছিলো,—এমন সাহস হ'ল না তার,—যে ঐ ডাকাতগুলোর গলায় গামছা দেয়! ভাগ্যিস, আমি সেই রাস্তায় যাচ্ছিলুম,—অমনি টপ করে এমন একটা বাণ ছুড়ে দিলুম,—অবধারণ করো—বিশ বেটা ডাকাত একসঙ্গে গিঁথে না গিয়ে, লট পট ক'রে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

১ম নাগ। খুড়ো, এটা কি বাবা সকাল বেলাকার খোঁয়াড়ি চলেছে। প্রথমে হ'ল দশটা ডাকাত; তার পর হ'ল্ল পনের ষোল; তার পর দেখচি বিশটা ডাকাত।

২য় নাগ। তা হ'লে খুড়ো তুমি রাণা বনবীরের চেয়ে বীর?

খুড়ো। আরে রাণা বনবীর আবার বীর নাকি! একটা বেশ্যার ছেলে,—একটা চাকরাণীর বেটা,—ভীরু, কাপুরুষ, লম্পট,—

(বনবীরের প্রবেশ)

খুড়ো। আস্তে আজ্ঞা হয়, রাণা—আস্তে আজ্ঞা হয়,—আপনার মত বীর, সাহসী, মহাপুরুষ শুধু মেবার দেশে কেন, এ ভারতবর্ষে আছে কি না সন্দেহ! এই বৃদ্ধ ভক্তের মর্য্যাদা গ্রহণ করুন।

(সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)

বনবীর। কর কি, কর কি বৃদ্ধ? বয়োবৃদ্ধজন
কনিষ্ঠেরে করিলে প্রণাম, পুণ্যগ্রাম
চলে যায় গৃহ ছাড়ি। উঠ, উঠ ভূমি
ত্যজি।

(খুড়োকে ভূমি হইতে তুলিয়া)

হে সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণ ! আসি
নাই হেথা কুড়াইতে ভয়ার্ত্ত প্রণাম,
কিম্বা পশু-শক্তিবলে রুদ্ধকণ্ঠ, ভীত,
রাজ-পদে বশ্যতা স্বীকার ! আসিয়াছি
স্বেচ্ছায় প্রদত্ত, উল্লসিত অনুমতি
লইবারে তোমাদের ! রাণা বিক্রমাজিৎ
প্রজাপরে অত্যাচার দোষে, রাজ্যচ্যুত
আজি ! তোমরাই করিয়াছ রাজ্যচ্যুত
তারে। কৃপাকরি তোমরাই করিয়াছ
মনোনীত মোরে। তাই সিংহাসন প'রে
বসিবার আগে, ওহে জনমত !: ওহে
ভূপতির পতি ! চাহে দাস অনুমতি।

নাগরিক। আমরা সকলেই সানন্দচিত্তে আপনাকে সিংহাসনে আহ্বান কচ্চি।

বনবীর। কর তবে ধন্যবাদ গ্রহণ আমার।
কহি আজি প্রজাগণে সাক্ষ্য করি ; যদি
কভু রাজ-কার্য্যে মম, নেহার স্খলন,
করিও জ্ঞাপন ; দাস আমি তোমাদের,—
ন্যায় মৃত্তিকায় অবশ্য পূরাব সেই
স্খলনের কূপ ! পাপ-কার্য্যে যদি রত
হই, বিষদুষ্ট অঙ্গুলির প্রায়, স্নেহ
ত্যজি করিও ছেদন মোরে। আসি তবে ;
সিংহাসন-আরোহণ করিবার আগে

নমি আমি জনমতে মঙ্গল-দেবতা
সম।

(প্রস্থান)

সকলে। জয় রাণা বনবীরের জয়।

৩য় নাগ। আচ্ছা খুড়ো! বাহাদুরী আছে বাবা তোমার! রাণার নামে ত বেশ খেঁউড় গাইছিলে; গাইতে গাইতে, যেম্‌নি রাণা এসে পড়েছে অম্‌নি সুর বদ্‌লে ফেল্লে। তুমি বাবা দিনকে রাত করতে পার।

খুড়ো। হেঁ হেঁ লছ্‌মন সিং। তুমি ছেলে মানুষ, এ সব বুঝতে পারবে না। এ সব হল রাজনীতি। বুঝলে লছ্‌মন সিং, রাজ-নীতি। এতে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সুর বদলাতে হয়। রাজ-নীতিতে এক সুর চলে না, কেবল মিশ্র রাগ রাগিণী।

৩য় নাগ। ও সব রাজ-নীতি তোমার জন্যে থাক্ খুড়ো। আমাদের জন্যে মুখ আর মন এক সুরে বাজনা বাজাতে থাক্। আমাদের নীতি টিতি দরকার নেই, আমাদের রীতিই ভাল।

খুড়ো। দেখ বাবা ভাইপো, রাজনীতির সঙ্গে পীরিতি হ'লে, ও কোনও রীতি ভাল লাগবে না। সব রীতি অরাতি হয়ে দাঁড়াবে।

২য় নাগ। চল, চলহে যাওয়া যাক্। খুড়োর সঙ্গে বাক্যে পারবে না। আজ আমাদের নূতন রাণা হচ্চে। আজ বড় আনন্দের দিন। চল, উৎসবে যোগ দান করা যাক্ গে।

৩য় নাগ। হাঁ, হাঁ, চল।

(সকলের প্রস্থান)

চারণ চারণীগণের প্রবেশ ও গীত।

উভয়ে। বাজাও বাজাও ভেরী বাজাও, শঙ্খ রবে পূরাও দেশ।
উলুধ্বনি দাও কামিনী, পর সবাই উজল বেশ।

চারণী। আলপনা দেও ঘরে ঘরে,
রম্ভা তরু বসাও দ্বারে,
ফুলের মালা গৃহের চূড়ে, নগর মাঝে শোভা অশেষ।

চারণ। বনবীর আজ হলেন রাজা,
বীরের কেতন মহা তেজা,
সাজারে ভাই নগর সাজা, দূর করে দে বিষাদ লেশ।

চারণী। অগ্নি দাহ হ'ল শীতল,
মরু মেবার হল সজল,
থামল বিরোধ, শান্তি এল, ঘুচ্‌ল প্রজার দুঃখ ক্লেশ।

চারণ। অত্যাচারের হ'ল অন্ত,
হিংসা ঘৃণা হ'ল শান্ত,
ভ্রান্ত দেশের মোহ টুটে, হল সেথায় জ্ঞানোন্মেষ।

তৃতীয় দৃশ্য—বিশ্রামাগার।

বনবীর।

বনবীর। প্রথম যৌবনে, ছিল মন মুকুরের
প্রায়,—স্বচ্ছ, রেখাহীন। অকস্মাৎ তথা

স্নেহময়ী রমণী মুরতি এক, দিল
দেখা, রেখে মাঝে অপরূপ সৌন্দর্য্যের
আলো। আজি মন পরিপূর্ণ প্রতিবিম্বে
তার। নাহি স্থান এ মুকুরে, অন্য ছায়া
করিতে প্রবেশ। স্নেহময়ী বালা, আজি
গড়িয়াছে প্রস্তর হইতে, দিনে দিনে
সুরম্য মূরতি এক।
হেরি অকস্মাৎ
ভেসে গেল শৈশবের তরল জীবন,—
সে তারল্যে মিশিল স্বপন, সে স্বপনে
কত সত্য, কত মিথ্যা করে আনাগোণা।
অদ্ভূত বালিকা,—ভালবাসা মূল্য দিয়া
কিনিয়াছে মোরে! জীবনের যত দার্ঢ্য,
যত ইচ্ছা, যত অঙ্গীকার, সুরেখার
কাছে গিয়ে ফিরে আসে,—তটস্থিত শৈলে
যথা তরঙ্গের রাশি, পেয়ে প্রতিঘাত
ফিরে আসে বারিরাশি পানে। সুরেখার
হাসি, নিমেষে তরল করে, সুকঠিন
যাহা কিছু আছে কঠোরতা এ জীবনে
মম। ক্রমে যত দিন যায়, মনে হয়
অস্তিত্ব আমার অস্ত যায় ধীরে ধীরে
সুরেখাসাগর তীরে!

(সুরেখার প্রবেশ)

সুরেখা। প্রভু! নাথ!

বনবীর। কে সুরেখা? কোথা ছিলে প্রিয়ে?

সুরেখা। শুনিতেছিলাম নাথ, প্রজাদের দুঃখ—
নিবেদন!

বনবীর। দুঃখ-নিবেদন! উপযুক্ত
মন্ত্রী, সেনাপতি, কর্ম্মাধ্যক্ষগণ যেথা
নিয়োজিত দিবানিশি দেখিতে প্রজার
সুখ, কহ প্রিয়ে, দুঃখ সেথা কোথা হ'তে
পাবে অবসর?

সুরেখা। জানিনা'ক।

বনবীর। সুচতুর
প্রকৃতিরঞ্জন কর্ম্মিচাঁদ, সচিবের
রূপে যে রাজ্যের কর্ণধার, সেথা কোথা
প্রজাদের দুঃখ-অবসর?

সুরেখা। জানিনা'ক।

বনবীর। প্রিয়ে? বিস্ময়ে ভরিল হৃদি! বহু যুদ্ধে
উত্তাপে উত্তাপে রক্ত যার হইয়াছে
প্রস্তর-কঠিন, হেন বীর কাণোজীর
সেনাপতি-পদে, প্রজাদের দুঃখ-পঙ্ক
কেমনে রহিবে?

সুরেখা। জানিনা'ক।

বনবীর। কোষমুক্ত
কৃপাণ লইয়া করে, ঘুরে যে রাজ্যেতে
দেশের পালক রাজা,—কিবা দিনে, কিবা
রাত্রে, কভু ছদ্মবেশে, কভু রাজ-বেশে—
সে রাজ্যেতে প্রজাদের দুঃখ কষ্ট, কোথা
হতে হবে প্রিয়ে ?

সুরেখা। জানিনা'ক।

বনবীর। শুনেছ কি
কিবা দুঃখ তাহাদের ?

সুরেখা। কহে তারা, মন্ত্রী
করে অত্যাচার রাজ-কর লয়ে ! প্রভু ?
করো ক্ষমা মোরে ! যা শুনিনু, অকপটে
কহিনু তোমারে। যদি চপলা বালিকা
সম, করে থাকি অপরাধ, ক্ষমা করো !

বনবীর। ক্ষমা ? প্রিয়ে ? জাননাকি, বনবীর হৃদে
তুমি আজ রাজ-রাণী ! আমি প্রজা তব।
প্রেম-মূল্যে কিনিয়াছ মোরে ! আমি দাস !
দাস কভু পারে না প্রভুরে করিবারে
ক্ষমা !

সুরেখা। নাথ ! যদি অধিনীরে করিয়াছ
করুণা প্রদান ! ভিক্ষা মাগি পদে, প্রজা-
গণে দিওনা'ক দুখ। স্বচক্ষে দেখিতে
পার যদি রাজ-কার্য্য, প্রজাদের লহ

ভার ; নহে শুধু কুড়াইতে অপযশ,
বসিওনা মেবারের সিংহাসনে। দীন
প্রজাদের বাড়াওনা দীনতার বোঝা।

বনবীর। প্রিয়ে ? সত্য কহি বুঝিতে পারি না কিছু
আছে মম আজন্ম বিশ্বাস, কর্ম্মচাঁদ
ধর্ম্মভীরু, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান অতি ; অতি
দয়ার্দ্র-হৃদয় ! নিষ্ঠুরতা ফিরিয়াছে
বহুবার বিফল হইয়া, বরমাল্য
লয়ে। বিমাতার মত হেরে তারে জ্ঞানী
কর্ম্মচাঁদ। সেজন কেমনে, প্রজাদের
পরে, করে অত্যাচার রাজ-কর লয়ে ?

সুরেখা। স্বামি ? প্রভু ! যদি অপরাধ নাহি লও
মোর ! দাও মোর রসনারে, ক্ষণেকের
স্বাধীনতা ! সরল মানস তব। জন্ম-
কাল হ'তে শুধু করিয়াছ তরবারি-
সেবা ! কিন্তু দেখিবার পাও নাই ক্ষুদ্র
অবসর, এই মানব-হৃদয়ে থাকে
সহস্র অরাতি সুপ্ত, থাকে সহস্রেক
তরবারি লুক্কায়িত তথা ! কবে কার
হৃদয় হইতে কয়টি অরাতি, কিম্বা
কয়টি তরবারি ছুটে আসে অলক্ষিতে
অসতর্ক সরল মানব-বক্ষে, তুমি
কি বুঝিবে ?

বনবীর। কিন্তু আমি ত হেরিনি কভু
কম্মিচাঁদ-হৃদয় হইতে, একদিন
তরে, একটি অরাতি, কিম্বা তীক্ষ্ণ কোনও
তরবারি, ছুটিয়া আসিতে বনবীর-
বক্ষঃ লক্ষ করি!

সুরেখা। করো ক্ষমা নাথ, নিজ
কর্ণে করো অবধান প্রজাদের দুঃখ—
রাশি!

বনবীর। কেমনে বিশ্বাসি, যদি শুনি প্রিয়ে
তুষার হইতে উঠে উত্তাপের রাশি?
কেমনে বিশ্বাসি, যদি শুনি কক্ষচ্যুত
হইয়াছে চন্দ্র সূর্য্য গগন হইতে
ভূতল উপরে? কেমনে বিশ্বাসি, যদি
শুনি পিতা করে পুত্রেরে ভক্ষণ?

সুরেখা। ক্ষমা
করো নাথ! আর কভু তুলিব না হেন
কথা!

বনবীর। না—না প্রিয়ে! ত্যজ রোষ, অপরাধ
করিয়াছি তোমার উপরে! বুদ্ধিমতী
স্বামি-ভক্তি পরায়ণা তুমি, তাই দয়া
করি সুযুক্তি প্রদানে রক্ষিয়াছ মোরে
বহুবার। বহু ঋণে ঋণী আমি তব
কাছে! আজি দয়া রূপে অবতীর্ণা হয়ে

প্রজাদের কুশল মাগিছ? এ কি, প্রিয়ে
অদেয় আমার! বহু ভাগ্যে পাইয়াছি
তব সম গুণবতী জীবন-সঙ্গিনী!
মূর্খ আমি! বুঝিতে পারি না তোমা! এস
প্রিয়ে, শুনি প্রজাদের দুখ-গাথা।

চতুর্থ দৃশ্য—মেবারের নগর মধ্যে একটী নিভৃত গৃহ।

চৈতরা, গণক ও খুড়ো।

চৈতরা। আপনার নাম কি?

খুড়ো। আজ্ঞে—নাম!—নাম!—আজ্ঞে আমার নাম বোকা।

গণক। বাঃ! বেশ নামটি! আপনি বুঝি ছেলে বেলায় খুব বোকা ছিলেন?

খুড়ো। ছেলে বেলায়ও ছিলুম, এখনও আছি! বোকা নইলে, এই দেখুন না, দুনিয়ার লোক করে খাচ্চে, আর আমি দুটি খেতে পাইনে! আবার শুধু আমি নই;—আমার পিঠে একটি ছোট খাট কুঁজ আছে, সেটিও খেতে পায় না।

গণক। কুঁজ কি রকম? এই ত দেখচি, আপনার পীঠ বেশ চোস্ত সমতল?

খুড়ো। আজ্ঞে—সমাজের নিয়ম হচ্চে, পিঠের কুঁজ বাড়ীতে রান্নাঘরে বা শোবার ঘরে তুলে রেখে, বাইরে বেরুতে হবে! শাস্ত্রে আছে "পথে নারী বিবর্জ্জিতা!" তাই আমার কুঁজটিকে ঘোমটা দিয়ে, রান্নাঘরে তুলে রেখে এসেছি।

গণক। আপনি বেশ সুরসিক দেখছি। কিন্তু আপনার রসটা, কড়া জ্বাল হয়েছে ব'লে ভাল হজম কত্তে পারছি না।

খুড়ো। পারছেন না? তা আমি আগ্নেয় ভস্ম খাইয়ে হজম করিয়ে দিচ্চি। পরিবার পিঠের কুঁজ ছাড়া আর কি বলুন দেখি? বিদেশে যেতে হ'লে পিঠে করে যেতে হবে। সর্ব্বদাই পিঠে চড়ে আছেন ব'লে, স্বামী বেচারী সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না। স্বামী বেচারী যা খেতে পান, তার অর্দ্ধেক দিতে হবে পরিবারকে,—আবার এক এক সময়ে তার বেশীও দিতে হয়; এমন কি, সময়ে সময়ে তিনি সর্ব্বগ্রাস করতেও উদ্যত হন। তবে আর পরিবারকে পিঠের কুঁজ ছাড়া আর কি বলব?

চৈতরা। বাঃ! বাঃ! আপনি একজন কবি দেখচি।

গণক। তা যাই হ'ক। কবি মহাশয়! এখন ত শুনলুম, আপনি খেতে পান না। তার পরে শুনলুম, আপনার পিঠের কুঁজও খেতে পান না। এখন উপায়?

খুড়ো। উপায় আপনারা পাঁচ জনে।

গণক। দেখুন, আমরা আপনাদের দুজনের যাবজ্জীবন খাবার ভার নিতে পারি। কিন্তু পরিবর্ত্তে আমাদের কি দেবেন?

খুড়ো। কি দেব? সম্পত্তির মধ্যে আছে ত এই মুখ খানা, আর আছে এই মাথাটার ভেতর কতকগুলো বোকা বুদ্ধি।

গণক। ব্যস! ঐ দুটো জিনিস দিলেই হবে। আর আমরা কিছু চাই না। আমরা শুধু আপনার মুখখানা আর বুদ্ধি টুকু চাই।

খুড়ো। কিন্তু তার বদলে আমাদের স্ত্রীপুরুষকে যাবজ্জীবন খেতে দিতে হবে?

গণক। নিশ্চয়।

খুড়ো। গোড়াতে বলে রাখাই ভাল। বিশেষ যখন বোকা লোক,—ভবিষ্যতে কখন কি গোলমাল হয় বুঝতে পারি না। দেখুন মশায়, আমি রোজ—এই বেশী নয়,—আধ ভরি ক'রে আফিং খেয়ে থাকি।

গণক। বেশ ত, বেশ ত, তার জন্যে কিছু আসে যাবে না। আফিং গাঁজা, গুলি, চরস, যখন যা চাইবেন, সব পাবেন। কেবল আপনার বুদ্ধি টুকু আর মুখখানা আমাদের কাছে বন্দকী রেখে দিতে হবে।

খুড়ো। জয় মা ভবানী! আজ অনেক দিনের পরে আশ্রয় নেবার মত একটা বটবৃক্ষ খুঁজে পেলুম।

গণক। দেখুন, আপাততঃ আমরা আপনাকে এই হীরের আংটিটা বায়না দিচ্চি। তার পরে আবার কাজ আরম্ভ হলে,—বুঝলেন?

খুড়ো। বুঝেছি। এখন বলুন কি করতে হবে? আজ থেকেই কাজ আরম্ভ করে দিই।

গণক। বেশী কিছু নয়। আজ একবার রাণার দরবারে গিয়ে আপনাকে বলতে হবে, যে, যে রাজ-কর আমার উপর নির্দ্ধারিত হয়েছে, তাতে আমি "ভিটস্থ ঘুঘুস্থ" হবার মত হয়েছি।

খুড়ো। এই টুকু কথা! ও আমি খুব পারব।

গণক। তার পরে আরও কাজ দেব। তাতে আপনারও দুপয়সা

থাকবে, আর আমাদেরও—বুঝলেন কি না! যাক্! আজ এই কাজটা করুন। দেখি আপনি কেমন কাজের লোক।

ঘুড়ো। চললুম। এ অতি সহজ কাজ। কাল সকালে শুনবেন, আপনাদের কাজ হাসিল। হাঁ, ভাল কথা, কাল আবার কোথায় আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে?

গণক। এই জায়গায়।

খুড়ো। আর একটা কথা ছিল। যদি কিছু মনে না করেন। আমার মনিবের নামটি যদি শুনতে পাই!

গণক। কাল সকালে একটা সোণার আংটি দিয়ে নাম শুনিয়ে দেব।

খুড়ো। জয় হ'ক বাবা জয় হ'ক। আমার নাম শুনে কাজ নেই। তুমি বাবা আমার বেনামী বাবা।

গণক। আরও একটা কথা আছে। আপনি একবার ভেতরে আসুন। সব খুলে বলচি।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য—বনবীরের মন্ত্রণাগার।

বনবীর উপবিষ্ট—সম্মুখে খুড়ো ও ছদ্মবেশী গণক।

বনবীর। (খুড়োর প্রতি) আপনার নাম কি ?

খুড়ো। (করযোড়ে) আজ্ঞে আমার নাম জগৎ সিংহ!

বনবীর। আপনার পরিচয় ?

খুড়ো। আমি রাণার একজন ভক্ত প্রজা। আমার এই মাত্র পরিচয়। এই পরিচয়টাকেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান উপাধি ব'লে বিবেচনা করি। ঊর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ বরাবরই মেবার রাজ্যে বাস ক'রে, বাপ্পারাও বংশীয় রাণাদের ভক্তি-অর্ঘ্য দান করে এসেছেন। এ দাসও জন্মাবধি বাপ্পারাও কুলতিলক স্বর্গীয় রাণা পৃথ্বীসিংহকে বরাবর ভক্তি-অর্ঘ্য দান করে এসেছে। আজ আমি হতভাগ্য, তাঁকে স্বর্গে পাঠিয়ে এখনও পৃথিবীর ঘূর্ণীপাকে ঘুরে মরচি।

বনবীর। রাণা পৃথ্বীসিংহ অনেক দিন স্বর্গগত হয়েছেন! আপনার তাঁর কথা মনে আছে ?

খুড়ো। মনে আছে কি না জিজ্ঞাসা করচেন, রাণা? তাঁর কথা আমার মনের মধ্যে ইষ্টদেবের মন্ত্রের মত বিরাজ করছে। স্বর্গীয় রাণা পৃথ্বীসিংহ আমায় বড় ভাল বাসতেন। আমাকে কনিষ্ঠ সহোদরের মত স্নেহ কর্ত্তেন। আমরা এক সঙ্গে মৃগয়া কর্ত্তে যেতুম, এক সঙ্গে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে শত্রুর সঙ্গে লড়াই কর্ত্তুম। আজ আমি বড় ভাগ্যহীন, তাই আজ আমি আমার এমন "দাদা"কে হারিয়েছি। সে যে কি "দাদা" ছিলেন, কতবড় মহাত্মা, তা আর আপনাকে কি বলব ?

বনবীর। তা হ'লে আপনি আমার পিতৃবন্ধু।

খুড়ো। রাণা! বড় বীর মেবার-রাজ্য থেকে চলে গিয়েছেন। তিনি বেঁচে থাকলে, আজ আমার ভাবনা কি? আমার এমন দুর্দ্দশা হবে কেন?

বনবীর। কেন, আপনার কি দুর্দ্দশা হয়েছে?

খুড়ো। রাণা, আপনার সামনে আমি বলতে ভয় পাচ্চি! যদি অভয় দেন, তবেই বলতে পারি।

বনবীর। আপনাকে আমি সম্পূর্ণ অভয় দিচ্চি।

খুড়ো। রাণা, আপনার রাজত্বে আমরা যথেষ্ট সুখে ছিলুম সত্য। কিন্তু ইদানীং আমাদের বড়ই অসুবিধা ঘটেছে। মন্ত্রী মহাশয় এত অধিক কর বৃদ্ধি করেছেন, যে আমাদের পল্লীতে হেন প্রাণী নেই, যে, রাজ-কর দিয়ে, দুই বেলা অন্ন সংস্থান কর্ত্তে পারে।

বনবীর। বলেন কি? কই, আমি ত একথা শুনিনাই।

খুড়ো। আপনাকে কি মন্ত্রী মহাশয় একথা শোনান? শোনালে তাঁর "উপরি"টা কেমন ক'রে বজায় রাখেন?

বনবীর। হে সম্ভ্রান্ত পিতৃবন্ধু মম! শুনাইলে
অদ্ভুত বারতা। ন্যায়পরায়ণ বলি
রাখিয়াছি কর্ম্মিচাঁদে সচিবের পদে।
বিশ্বাস আমার, কর্ম্মিচাঁদ লোভ হীন,
দয়াবান, অতি বিবেচক। অর্থ লোভ
নাহি তার॥ কিন্তু শুনি নাই, হেন
রাজ-কর বৃদ্ধি করি, করে অত্যাচার
অজ্ঞাতে আমার, পুত্র স্নেহ-অধিকারী
প্রজার উপরে। যদি সত্য হয়, বৃথা
তবে রাজ-দণ্ড করেছি ধারণ, বৃথা

জন্ম পৃথ্বীসিংহ বীরের ঔরসে! বৃথা
করি ভাণ, মেবারের ন্যায়-পরায়ণ
রাণা আমি! হে সম্ভ্রান্ত নাগরিক, কহ
তুমি পিতৃ বন্ধু মম। পিতৃ বন্ধু মিথ্যা
নাহি কহে। সত্য কহ, কোন্ কোন্ প্রজা
জর্জ্জরিত রাজ-করে!

খুড়ো। ঠক্ বাচতে গাঁ উজড়। কত আর নাম করব রাণা? মেবার রাজ্যের অধিকাংশ প্রজা মন্ত্রীর অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে উঠেচে। এই আর একজন রাজ-ভক্ত প্রজা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, এঁকে বরং জিজ্ঞাসা করুন।

বনবীর। কহ মহাশয়, রাজ-করে প্রপীড়িত
যদি!

গণক। যেই দিন হতে রাণা বনবীর
লইয়াছে নিজ করে মেবার-রাজ্যের
পালনের ভার, সেই দিন হতে, সুখ,
শান্তি, সুবিচার, সুনিয়ম, বাঁধা
ছিল অটুট শৃঙ্খলে প্রজাদের গৃহে
গৃহে। বসন্তের বায় লেগেছিল প্রতি
মেবার তরুর শাখে। স্নিগ্ধ বনবীর-
চন্দ্রোদয়ে, অন্ধকার মেবার আবার
হয়েছিল আলোকিত কৌমুদী প্রকাশে।
কিন্তু অকস্মাৎ সেই চন্দ্রে গ্রাসিয়াছে
কেতু। অকস্মাৎ বসন্ত-অনিল স্তব্ধ
হল হিমস্রাবী পবনের বেগে। রাণা?

THE BAGBAZAR READING LIBRARY. ESTD. 1883 CALCUTTA.

অকস্মাৎ রাজ-কর, বন্যা সম আসি
করে উৎপীড়ন প্রজাগণে জনে জনে।
তুমি বিপদ তারণ রাজা, রক্ষা কর
প্রজাকুলে বিপদের প্রহার হইতে।

বনবীর। বুঝিলাম, অপারগ বৃদ্ধ মন্ত্রী মম
পালন করিতে প্রজা। যাও আজি সবে;
অবিলম্বে প্রতিকার করিব ইহার।
জেনো স্থির, যেই হস্তে করেছি ধারণ
ক্ষত্রিয়ের পূত তরবারি, সেই হস্তে
ধরিব না অসুরের নিষ্ঠুর কুঠার!
সুপালন, অত্যাচার, সপত্নী-তনয়,
পরস্পরে চির শত্রু। যদি সুপালনে
করেছি আশ্রয়, অত্যাচারে অবশ্যই
দিব বিসর্জ্জন। প্রাণ পণ, বাক্য কভু
ব্যর্থ নাহি হবে।

(প্রস্থান)

খুড়ো। লাগ্ লাগ্ ভেল্কী লাগ্—ভেল্কী লাগ্। খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছি। গণক ঠাকুর, এবার দেখ দেখি আমার হাতখানা, মন্ত্রী যোগ আছে কি না।

গণক। খুব আছে, খুব আছে।

খুড়ো। তবে আর কি! তোমার কাজ ত কতে হল, এখন-চল দেখি চাঁদ, তোমার সোণার আংটিটা দেবে।

ষষ্ঠ দৃশ্য—বনবীরের কক্ষ ।

স্মরেখা ও বনবীর ।

সুরেখা । স্থপালন চাহ যদি মেবার-রাজ্যের,
পুরাতন কর্ম্মচারিগণে দাও প্রভু
অচিরে বিদায় ! চাহ যদি দৃঢ়তম
অট্টালিকা, বাদ দাও যত শিলাক্ষত
বৃষ্টিধৌত ইষ্টক নিচয়ে । ইষ্ট তরে,
নব দ্রব্যে গঠ হর্ম্ম । রাজ্য সুশাসন
নাহি হয় জীর্ণ-মন কর্ম্মচারী লয়ে ।
আন রাজ্যে নূতন শোণিত, ভিন্ন দেশ
হ'তে ন্যায় পরায়ণ কর্ম্মবীর, ধীর
ন্যায়পন্থীগণে প্রভু, করো নিয়োজিত ।

বনবীর । জানিতাম মন্ত্রী মম বীর কর্ম্মচাঁদ
লোভহীন, ন্যায় পরায়ণ । জন্ম হতে
হেরি নাই তারে অন্যায় অটবী মাঝে
করিতে প্রবেশ, ন্যায় পথ ত্যজি । আছে
দয়া গুণ দাস হয়ে বীরত্বের পদে ।
কিন্তু শুনি আজি, বার্দ্ধক্যের তন্দ্রাঘোরে,
অর্থলোভ, অত্যাচার করেছে প্রবেশ
দস্যু সম, অরক্ষিত হৃদয়-পুরীতে
তার ! আর না উচিত মম মুক্ত আঁখি

নিমেষিতে ! দিব বিদায় তাহারে। রাজ্য
যদি করেছি গ্রহণ, তার সুপালন
অবশ্য উচিত মম।

সুরেখা। কেন এ শোচনা
তব ? অত্যাচারী যদি কর্ম্মচারী,—হোক্
অতি বিশ্বস্ত সেজন,—উচিত রাজার,
গোময় দূষিত দুগ্ধ সম তেয়াগিতে
তারে !

বনবীর। কিন্তু,—কহ প্রিয়ে,—

সুরেখা। নাহি 'কিন্তু' পশ্চাতে ইহার। যদি থাকে,
পাপের সেবক তাহা।

বনবীর। জান না; সুরেখা।
বহু ঋণে ঋণী আমি তাঁর কাছে। বাল্যে
অস্ত্র শিক্ষা লভিয়াছি জানু দেশে তাঁর।
কৈশোরে সমরে সেনাপতি রূপে, মম
সমর কৌশল শিখালেন তিনি। তার-
পর,—তারপর এই সিংহাসন—এই
মেবারের স্বর্ণ সিংহাসন, যার পরে
শতচক্ষু আছে চেয়ে, ক্ষুধিত কেশরী
সম,—সেই সিংহাসন দিয়াছেন মোরে
শুধু অকৃত্রিম স্নেহ বশে। না থাকিলে
কর্ম্মচাঁদ, মেবারের রাজ-সিংহাসন
হত না আমার। স্থির এ বিশ্বাস মম।

সুরেখা। ভুল, অতি ভুল করিয়াছে কর্ম্মচাঁদ
সিংহাসন প্রদানি' তোমায়। যার এত
কোমল পরাণ, উচিত না হয় তার
রাজ্যভার করিতে গ্রহণ। প্রিয়তম ?
কঠোর হস্তেতে হয় রাজ্য সুশাসন।
পাষাণ-কঠিন হৃদয় যাহার, সেই
পারে ন্যায়মতে রাজ্য পালিবারে।
শুন নাথ,
হওনা অবোধ, প্রজাগণ যাচে আজি
বর্ত্তমান সচিবেরে করিতে বিদায়।
রাজা প্রজাদের দাস, প্রজার কামনা
গুরুর আদেশ তার। দাও কর্ম্মচাঁদে
অচিরে বিদায়। দিব তার স্থানে আমি
মন্ত্রী এক, রাজ কার্য্যে অতি সুপণ্ডিত।

বনবীর। তবে তাই হোক।

সুরেখা। হাঁ, তাই হোক।
পিতা মম বহুদর্শী, প্রবীণ পণ্ডিত,
বসাইব মন্ত্রিপদে তাঁরে আনি। যদি
চাও রাজ্য সুশাসন, সুপালন,—বিনা-
বাক্যে দেখ কিবা করি। নির্ব্বোধ যে জন
উচিত তাহার, সুবোধে সুযোগ দিতে।

বনবীর। কিন্তু,
প্রজাগণ কি কহিবে, শুনিবে যখন,

কর্ম্মিচাঁদে করিয়া বিদায়, বসায়েছি
আপন শ্বশুরে, দায়িত্বের উচ্চ বেদী
সচিব আসনে ?

সুরেখা। হওনা চঞ্চল! নাথ!
সিংহাসনে বসিবার আগে, নৃপতির
উচিত সতত, লজ্জা, ভয়, কোমলতা,
ভুমি পরে তেয়াগিতে। তুমি কর নাই
তাহা! তাই প্রতি পদে আসে শঙ্কা তব!
ভয় নাই,—লজ্জা ভার দাও মম 'পরি।

বনবীর। তব হস্তে শিশু সম হয়েছি দুর্ব্বল,—
প্রিয়তমে, দাও শক্তি ফিরাইয়া মোর!
গৃহ-দস্যু সম—তিলে তিলে করোনা'ক
অন্তঃসার হীন! ভিত্তি হীন গৃহ সম
সামান্য পবন-ঘায় চুমিব ভূতল।

সুরেখা হওনা চঞ্চল।

সপ্তম দৃশ্য—উদ্যান।

রাণা বনবীর ও খুড়োর প্রবেশ।

খুড়ো। অ্যাঁ! বলেন কি রাণা? আপনি বিক্রমাজিতকে এখনও জীবিত রেখেছেন? এঃ! আপনি দেখছি অতি কোমল-প্রাণ লোক।

বনবীর। কেন? বিক্রমাজিৎ জীবিত থাকতে আমার ভয় কি? সেত কারাগারে বন্দী হয়ে রয়েছে।

খুড়ো। আপনি দেখছেন, সে কারাগারে বন্দী হয়ে রয়েছে, কিন্তু আমি দেখছি সে বাঘের মত, মুখ ব্যাদান ক'রে সারা রাজ্যময় অবাধে ঘুরে বেড়াচ্চে।

বনবীর। কেন, তোমার এরূপ দেখবার কারণ?

খুড়ো। এটা আর বুঝতে পারলেন না রাণা! ও কারাগার টারাগার দুটো পয়সার খেলা। আপনি গোটাকত স্বর্ণমুদ্রা ঐ কারাগারের দরজায় ছুঁইয়ে দেন, দেখবেন ঐ লোহার দরজা আপনি ফাঁক হয়ে যাবে। কিছু নয়, রাণা, কিছু নয়; কারাগারের পাথরের দেওয়াল, পয়সার কুঠারে কতক্ষণ টেঁকে থাকতে পারে?

বনবীর। বিক্রমাজিতের এত পয়সার জোর কই?

খুড়ো। আছে বই কি রাণা, যথেষ্ট আছে। তার না থাকে তার বন্ধু বান্ধব, সহচর বর্গের ত আছে। তার না থাকে, তার সহানুভূতি-ওয়ালাদের ত আছে। হাঁ, ভাল কথা, বিক্রমাজিতের স্ত্রী, পুত্র কন্যা-গুলোকেও কারাগারে রেখে দিয়েছেন ত?

বনবীর। ছি! ছি! এ আপনি কি বলচেন?

খুড়ো। ওঃ! আপনার কাজ নয় মেবারের রাণাগিরি করা। এ মেবারের লোকগুলোকে আপনি চেনেন নি। এ অতি ভয়ানক জাত! ঐশ্বর্য্য, প্রভুত্বের জন্যে এরা নিজের বাপের বক্ষে ছুরি বসিয়ে দিতে পারে,—একটু জায়গিরের জন্য নিজের স্ত্রীকে বাজারে বিক্রি করে আসতে পারে।

বনবীর। না, আমি এ বিশ্বাস করিনে।

খুড়ো। বিশ্বাস করেন না! হা! হা! আচ্ছা, আপনাকে একদিন বিশ্বাস করাবো! একদিন দেখাব, কি ক'রে একভাই অপর ভাইয়ের বুকে ছুরি বসিয়ে দিচ্চে! স্বামী, স্ত্রীকে হাটে এনে বিক্রয় কচ্চে। বন্ধু, বন্ধুর মাংস অবাধে চিবিয়ে খেয়ে বেড়াচ্চে। হাঁ, হাঁ, রাণা! আপনার চেয়ে আমার অনেক বয়েস হ'য়ে গিয়েচে। আমি অনেক দেখেচি।

বনবীর। না-না-এ আপনি কি বলচেন? মেবার দেশ কি নরক?

খুড়ো। হাঁ নরক! সত্যি তাই, নরক। আজ আমি এখানে আপনার সুমুখে দাঁড়িয়ে কথা কচ্চি, ভোঁ ক'রে হয়ত একটা ছুরি বার ক'রে আপনার বুকে বসিয়ে দিতে পারি! এ ঘটনা ত একচার। শুধু মেবারে কেন? সমস্ত তুনিয়া জুড়ে কি শুধু এই ঘটনাটাই পুনঃ পুনঃ ঘুরে ফিরে আসচে না রাণা?

বনবীর। না-না! আমার জন্মগত বিশ্বাসটা আপনি নষ্ট করবেন না।

খুড়ো। ভাল; আপনার জন্মগত বিশ্বাস ধুয়ে ধুয়ে, সেই জলে আপনার রাজত্বের আয়ু বৃদ্ধি করুন। কিন্তু মনে রাখবেন রাণা, শঠ লোকদের দমনে রাখতে গেলে শুধু যুধিষ্ঠিরের বিশ্বাস নিয়ে কাজ হয় না; শকুনির নিঃশ্বাস প্রশ্বাসেরও মাঝে মাঝে দরকার হয়।

বনবীর। আপনি আমাকে করতে বলেন কি ?

খুড়ো। আমি বলি, যদি নির্ঝঞ্ঝাটে রাজত্ব করতে চান, তাহ'লে ঝঞ্ঝাটের খনিগুলোকে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলুন। রোগের শেষ আর শত্রুর শেষ কখনও রাখতে নাই। রাণা বিক্রমাজিতকে শুধু কারাগারে বদ্ধ না রেখে—একেবারে—বুঝলেন রাণা (হত্যার ইঙ্গিত করিলেন) ......কি ভাবচেন রাণা ?

বনবীর। ভাবি মনে, কিবা প্রয়োজন তার ? বদ্ধ
আছে লৌহের শৃঙ্খলে ; সাধ্য কি মানব
হয়ে টুটে সেই কঠিন শৃঙ্খল ? মদ-
মত্ত হস্তী যাহা পারে না টুটিতে ! কেন
বিনা প্রয়োজনে, নরের শোণিতে করি
রঞ্জিত আপন কর ? যদি কভু হয়
প্রয়োজন, আপদের শান্তি সম্পাদিতে,—
ভাসাইতে মেবার রাজ্যেরে সদ্যঃস্রুত
নরের শোণিতে, নিমেষে লম্ফিতে পারে
কোষ হতে খড়্গ মোর ! তবে কেন শুধু
বিনা প্রয়োজনে রক্তপাত ?

খুড়ো। রাণা ? বড় বড় বীরপুরুষদের সঙ্গে শুধু যুদ্ধই করেছেন বইত নয়, শঠ লোকদের সঙ্গে ত কখনও ব্যবহার করেন নি ! আপনাকে আর কি বলব ? আমি আপনার হিতার্থী—অবধান করুনগে,—যখন রাণা পৃথ্বীসিংহ বেঁচে ছিলেন, তখন কি ক'রে সংগ্রামসিংহকে মেবার দেশ থেকে তাড়িয়েছিলেন, তাত আপনি জানেন না !

বনবীর। আমিত জানি, তিনি তরবারীর সাহায্যে রাণা সংগ্রাম-সিংহকে মেবার থেকে তাড়িয়েছিলেন।

খুড়ো। হাঁ, হাঁ, তরবারির সাহায্যে বটে। তবে সে তরবারি অত তীক্ষ্ণ করে দেয় কে? সে এই খুড়ো মশায়। বুঝলেন রাণা! এই খুড়ো মশায়ের ক্ষুরধার বুদ্ধি একা একশ তরবারির কাজ করেছিল। বুঝলেন রাণা! তবে শুনুন একটা ঘটনার কথা। একবার মহারাণা পৃথ্বীসিংহ বড় মুস্কিলে পড়েন। একটা বনে রাণা পৃথ্বিসিংহকে, সংগ্রামসিং একেবারে ঘেরোয়া করে ফেলেছে। রাণা পৃথ্বিসিংহের সঙ্গে শুধু ছিলাম আমি, আর জনকতক সৈন্য। আর সংগ্রামসিংহের প্রায় পাঁচ, সাতশো সৈন্য। আমি দেখলুম রাণা পৃথ্বিসিংহ ত কুপোকাত হলেন। কি করি,—আমি হলুম রাজভক্ত প্রজা! রাজার নেমক খেয়েচি; সুতরাং অধর্ম্মত করতে পারব না। আর অধর্ম্ম জিনিষটা আমার সাতপুরুষের মধ্যে—বুঝলেন কিনা রাণা—একপ্রকার অজ্ঞাত বললেই হয়। যাহ'ক রাণাকে ত বাঁচাতে হবে। ভোঁ ক'রে একটা বুদ্ধি রাণাকে বাৎলে দিলুম। বললুম দেখুন, আপনি সংগ্রামসিংহকে বলুন, আজ আমাদের বাপের শ্রাদ্ধের দিন; আজ ভাই হয়ে, ভাইয়ের রক্তপাত করতে নেই! আজ যুদ্ধ বন্ধ থাক, কাল তখন দেখা যাবে"! রাণা পৃথ্বিসিংহ আপনার মত অত বোকা ছিলেন না; তাঁর বড় বুদ্ধি ছিল। তিনি আমার বুদ্ধি নিয়ে সংগ্রামসিংহকে সেই কথা বললেন। যেমনি সংগ্রামসিংহের সেই কথা শোনা, অমনি পিতৃভক্ত যুবাপুরুষ, তরবারি খানি ধুয়ে মুছে খাপের মধ্যে পুরে ফেল্লেন, আর সৈন্য-দেরও বল্লেন "যাও সব, বাপের শ্রাদ্ধ করো গে"। সৈন্যগুলোও তরবারি খাপের মধ্যে পুরে,—বাপের না হ'ক মামার শ্রাদ্ধ করতে সরে পড়ল। আর রাত্রিবেলা, যখন সব সৈন্যগুলো মামারবাড়ীর খেজুররস খেয়ে,

বেঘোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্চে,—অমনি রাণা পৃথ্বিসিংহ আর আমি দুজনে গিয়ে টকাটক্ সৈন্যগুলোকে বেঁধে ফেল্লুম—আর রাণা সংগ্রামসিংহকে একটা তালগাছের সঙ্গে না বেঁধে, বল্লুম—"খুব কষে বাপের শ্রাদ্ধ করো।" বুঝলেন রাণা, একটা বাপের শ্রাদ্ধর দোহাই দিয়ে একটা অতবড় বীরকে একমুহূর্ত্তে জয় ক'রে ফেলা গেল ;—যেখানে, পাঁচ, সাতশো সৈন্য একেবারে হিমসিম খেয়ে যেত। কূটবুদ্ধিতে হয় না কি রাণা! কূটবুদ্ধির চেয়ে কি আর অস্ত্র আছে ?

বনবীর। কিন্তু,—

খুড়ো। আবার কিন্তু! কিন্তু টিন্তু নয় রাণা! একেবারে মা দুর্গা ব'লে আমার এই বুদ্ধিসাগরের মধ্যে ডুব দিয়ে ফেলুন, দেখবেন তাতে অনেক রত্ন খুঁজে পাবেন।

বনবীর। (স্বগত) বুঝিতে না পারি, কিবা কহে এই জন ?
ভাবনায়, ঘূর্ণমান মস্তিষ্ক আমার !
কল্য রাত্রে, সুরেখা কহিল যেই বাণী,
সেই বাণী কহে হিতার্থী এজন ? সবে
কহে এক কথা ! সন্দেহ বাড়িছে মনে,
আছে বুঝি প্রয়োজন, বিক্রমাজিতের
লইতে জীবন ! অতি কূট রাজনীতি !
ধর্ম্মনীতি পর্য্যুষিত শব হেথা !

খুড়ো। রাণা! আপনার বিক্রমাজিতের উপর বড় স্নেহ দেখতে পাচ্চি। তাত হবেই। আপনার কোমল প্রাণ! কুমার উদয়সিংহের উপরও বোধহয় খুব স্নেহ ? তা ত হবেই। আহা, রাণা আমার, ভাই টাই

নিয়ে বড়ই স্নেহের সংসারে বাস করচেন। তবে কি জানেন রাণা! আমরা ভয় করি এই স্নেহটাকে। এই স্নেহেতে যখন আগুন লাগে, তখন স্নেহযোগে অগ্নির দাহটা আরও তীব্রতর হয়ে পড়ে। বুঝলেন রাণা। (উত্তরীয় হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া) আচ্ছা, এই পত্রখানা পড়ে দেখুন ত রাণা।

রাণা। এ কার পত্র? আপনি পড়ুন, আমি শুনচি।

খুড়ো। যারই হোক্, আপনি একবার কষ্ট ক'রে একটু শুনুন। (পত্র লইয়া পড়িতে লাগিলেন) "মহামহিম দেবলরাজ সিংহ রায় রাপুতকুলসিংহ সমীপেষু; সতত শুভানুধ্যায়ী শ্রীকর্ম্মচাঁদ বিজ্ঞাপয়তি ঃ—প্রিয় সখে! বোধ হয় আপনার অবিদিত নাই যে, রাণা বনবীর, আমাদের দলস্থ সমস্ত ওমরাহদিগের সাহায্যে সিংহাসনে আরোহণ ক'রে, ভয়বশতঃ আমাকেই মন্ত্রিপদে নিয়োজিত করেছিলেন।

এক্ষণে কতিপয় দুরভিসন্ধিপরায়ণ প্রজার প্ররোচনায়, ঔদ্ধত্য বশতঃ আমার মত কর্ম্মিষ্ঠ সচিবকে, অপমান করে, সচিব পদ হতে বিতাড়িত করেছেন। এবং আমাদের দলস্থ অন্যান্য ওমরাহগণকেও বিনা দোষে রাজকার্য্য হতে অবসর দান করেছেন। সুতরাং মেবারের সমস্ত ওমরাহ একত্রিত হয়ে, সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য উৎসুক হয়েছেন। প্রতিশোধ লওয়া অতি সহজ। একদিকে সমস্ত ওমরাহ সঙ্ঘবদ্ধ, অপর দিকে বনবীর একাকী। তাহার উপর, রাজপুত সৈন্যগণ সমস্তই আমার ও কাণোজীর আদেশমত, আপনাদিগের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ গঠন করে। সৈন্যগণের মধ্যে কেহই বনবীরের বাধ্য নহে।

সকলে যুক্তি করিয়াছি, বনবীরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, মেবারের সিংহাসন পুনরায় বিক্রমাজিৎকে প্রত্যর্পণ করিব; অথবা যদি বিক্রমাজিৎও

বশ্যতা স্বীকার না করে, তাহা হইলে কুমার উদয়সিংহকে এই নাবালক অবস্থাতেই, সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিব। এতদর্থে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করি। আশা করি, আপনি এই দেশহিতকর কার্য্যে যোগদান করিয়া আপনার সখ্যের নিদর্শন দান করিবেন। ইতি"—

বনবীর।　বৃদ্ধ কর্ম্মিচাঁদ! নহে অতীব সহজ
বনবীরে রাজ্যচ্যুত করা! পার যদি
হিমাচলচূড়া ডুবাইতে সুগভীর
ভারত-সাগরে, পার যদি চন্দ্রসূর্য্যে
আকাশের সিংহাসন হতে, নামাইতে
ধরণীর পঙ্কভূমিমাঝে,—পার যদি
জ্যোতিষ্ক নিকরে কক্ষচ্যুত করিবারে,—
তবেই পারিবে বনবীরে উপাড়িতে
মেবারের সিংহাসন হতে। যে প্রস্তর
বসিয়াছে সিংহাসন প'রে, সাধ্য কার
করে তার অপকার!—সাধ্যকার, পারে
তারে বিন্দুমাত্র হটাইতে নিজস্থান
হতে! আসে যদি ইন্দ্র, চন্দ্র, মরুত, বরুণ,
আসে যদি এ বিশ্বের যত শক্তি, হয়ে
একত্রিত, তথাপিও—তথাপিও—কেশ
মম পারিবে না পরশিতে উচ্চশিরঃ
পরে। দেখি, কোথাহতে লয় কর্ম্মিচাঁদ
প্রতিশোধ তার!

(প্রস্থান)

খুড়ো। (স্বগতঃ) কটমট্ ক'রে চোথ রাঙিয়ে চলে গেল যে! তা'হলে দেখচি আগুন লেগেচে, লেগেচে। তবে আর কি! এ জতু-গৃহদাহ হতে আর কতক্ষণ! যাই, গণকঠাকুরকে খবর দিইগে! হীরের আংটীটা দেখচি, সত্যি সত্যিই আমার আঙ্গুলে জ্বল্ জ্বল্ করচে!

(সম্মুখে দেখিয়া) একি! এযে দেখচি, স্বয়ং রাজরাণী ঠাকরুণ এদিকে আগমন কচ্চেন। তাহ'লে একটু বিলম্ব কর্ত্তে হ'ল; রাজভক্ত প্রজার কুর্ণিশটা না দিয়ে যাই কেমন করে?

(সুরেখার প্রবেশ)

এই যে, স্বয়ং মা লক্ষ্মী ভক্তের উপর কৃপাপরবশ হয়ে দেখা দিলেন! মা লক্ষ্মী, মা জগজ্জননী, মা অন্নপূর্ণা, ভক্তের কোটি কোটি প্রণাম গ্রহণ করো মা! (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)

সুরেখা। জগৎসিংহ! রাণাকে কি পত্র দেখিয়েছেন?

খুড়ো। এই যে মা, এই যে মা, আমার হাতেই সে পত্র রয়েছে। (পত্র দান) (স্বগতঃ) ভালই হল, রাণীকেও একবার পত্রখানা দেখান হ'ল! যদি আগুণের সঙ্গে বায়ুর যোগদান হয়, তাহ'লে আগুণ আরও দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠবে।

(পত্র দান)

সুরেখা। (পত্র পড়িয়া) বিদ্রোহ সূচনা! করি সিংহাসনচ্যুত
স্বামীরে আমার, চাহে দুষ্ট বিতাড়িত
কর্ম্মচারীগণে, বিক্রমাজিতেরে পুনঃ
বসাইতে সিংহাসনে; অথবা তাহার
নাবালক কনিষ্ঠ ভ্রাতারে দিবে তুলি

রাণার মুকুট ! আরে আরে পাপবুদ্ধি
কর্ম্মচারিগণ ! ভাবিয়াছ সিংহাসনে
করি আরোহণ, বনবীর সুখশয্যা
করেছে আশ্রয় ! জান না তাহার জায়া,
বিপদের বোধন সঙ্গীত শুনিবারে,
জ্যারোপণে রাখে কর্ণ সর্ব্বদা প্রস্তুত।
সঙ্ঘবদ্ধ ওম্‌রাহগণে, তুচ্ছ বুদ্ধি
ধরে ! তুচ্ছ বুদ্ধি ধরে কর্ম্মচাঁদ ! তুচ্ছ
বুদ্ধি রাণা বনবীরে ! তার চেয়ে কোটি
গুণে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরে নারী, মেবারের
রাণী ! শুষ্কপত্র যেমতি উড়ায়, ঘোর
প্রভঞ্জন, সেইমত উড়াইব দূরে
ক্ষুদ্র এক নিঃশ্বাসের বলে, সবাকারে
রসাতল পানে ! দেখি কার সাধ্য, যুঝে
নারীবুদ্ধি সনে !

জগৎসিংহ ? এই পত্র কোথা হতে পেলে ?

খুড়ো। মা, আপনাদের এই রাজোদ্যানে একটু সান্ধ্যসমীরণ সেবন করছিলুম, আর একটু ভগবানের নাম গান করছিলুম, এমন সময়ে দেখলুম একখানা কাগজ পড়ে রয়েছে। তাই কুড়িয়ে নিয়ে, কাছে রেখে দিছলুম। মুরুখ্যু সুরুখ্যু মানুষ, পড়াশুনা করতে ত জানি না মা। তাই রাণাকে দেখালুম, ভাবলুম, যদি রাণার কোনও জরুরি কাগজ-পত্র হয় ! তাহ'লে এ অধমের দ্বারা একটুও ত রাণার উপকায় হবে ! কাঠবেড়ালীও ত সাগর বেঁধেছিল মা !

সুরেখা। চতুর বান্ধব! এই লও ক্ষুদ্র পুরস্কার!
আসি আজ! প্রয়োজনে পুনঃ দেখা হবে!

(কঙ্কণ প্রদান ও প্রস্থান)

খূড়ো। বারে খুড়ো মশায় বারে! বারে তোমার বুদ্ধি! কি বুদ্ধি নিয়েই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলে! এ যে দেখচি একেবারে বৃহস্পতি! তার ওপর রাহু কেতুরও যোগ আছে দেখতে পাচ্চি। যাহ'ক, এদিকে সুবর্ণ কঙ্কণ, ওদিকে হীরক অঙ্গুরীয়, মাঁঝখানে খুড়োমশায়ের তাম্রময় প্রতিহিংসা! যাহ'ক, এই বুদ্ধিটার জোরে পৃথ্বিরাজের ধর্ম্ম-বেটাকে ল্যাজে গোবরে ক'রে ছাড়ব। যদি না পারি, তা'হলে আমার নাম খুড়োই নয়, জ্যাঠা জ্যাঠা!

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—কক্ষ।

বনবীর ও সুরেখা।

সুরেখা। চাহ যদি সিংহাসন সুদৃঢ় করিতে,
কর আগে নিজ মন প্রস্তর-কঠিন।
দয়া, মায়া, যাহা কিছু আছে তরলতা,
শুষ্ক করো স্থির বুদ্ধি রৌদ্র-তাপে; লজ্জা
ভয় যাহা কিছু আছে গুল্মলতা, কেটে
দাও মূল তাহাদের; ভবিষ্যৎ-চিন্তা
বলি থাকে যদি তরুবীজ, বন্ধ করো
জলসেক তাহাদের। এইরূপ মরু
ক্ষেত্রে, আসে বীর আকাঙ্ক্ষিত ফল; আসে
নৃপতির শির-শোভা মুকুট সুন্দর,
উৎস রূপে মরু ভূমে।

বনবীর। কি করিতে বল
তুমি?

সুরেখা। কি করিতে বলি? সেই পত্র হতে
বুঝিয়াছ ভাল মতে, ঘোর ষড়যন্ত্র

চলে বিরুদ্ধে তোমার ; কণ্ঠ রোধ কর
আগে তার। এই রাজপুরী জেনো, স্বামি,
পরিপূর্ণ শত্রুদলে তব। বহিশ্ছদ্মে
দেখায় আপন, কিন্তু বিশ্বাস ঘাতক,
আত্মীয়ের বেশে দেয় অনাত্মীয় ব্যথা।
যেই দণ্ডে অসতর্ক হেরিবে তোমায়,
সেই দণ্ডে গুপ্ত শত সতর্ক ছুরিকা
নিভৃত হৃদয়ে তব, লবে প্রতিশোধ।
যেই দণ্ডে অনুচর-অল্পতায় ক্ষীণ
হেরিবে তোমায়, সেই দণ্ডে শোণিতের
শেষবিন্দু শুষিবে তোমার, নদী হতে সুবিচ্ছিন্ন
পল্বল-সলিল যথা শুষে গ্রীষ্মতাপ।
সময় থাকিতে প্রভু হও সাবধান।
লহ বাক্য মম। যে যে আছে তাকাইয়া
সিংহাসন পানে, শীঘ্র প্রের তাহাদের
পৃথিবীর পরপারে। গুপ্ত হত্যা,—শুধু
গুপ্তহত্যা পারে তব রাজ-সিংহাসন
করিবারে কণ্টক বিহীন। শতবর্ষ
চাহ যদি অবাধে রহিতে মেবারের
স্বর্ণ গদি পরে, করো উপায় তাহার।

বনবীর। শিহরে পরাণ, শুনি এ যুক্তি ভীষণ!
সুরেখা? না জানি কি ধাতু দিয়া প্রস্তুত
তোমার হিয়া? যে যুক্তি কহিলে, স্মরিলে

আতঙ্ক আসে পরাণে আমার! মস্তিষ্ক
চঞ্চল! সুরেখা! নারী তুমি! পরাজয়
মানি সাহসে তোমার কাছে! কিন্তু ক'রো
ক্ষমা! হেন কার্য্য হবেনা সাধিত আমা
হতে।

সুরেখা। এ সাহস হয় না তোমার? স্বামিন্?
প্রয়োজন হলে নারী পারে, স্তন্যপায়ী
শিশুরে তাহার বক্ষঃ হতে ছিন্ন করি',
বিঘূর্ণিত করি' শিরোপরি, আছাড়িতে
কঠিন প্রস্তরে। পরে যবে চূর্ণ হয়
অস্থি তার,—যবে শোণিতের উৎস ছোটে,-
নারী পারে নিজ চক্ষে সে দৃশ্য দেখিতে!
প্রয়োজন হলে, মাতা পারে নখাঘাতে
ছিন্ন করি সন্তানের বুক, তপ্ত রক্তে
উদ্দেশ্যের করিতে তর্পণ। প্রয়োজন
হলে, সতী পারে প্রিয়-পতি বক্ষে দিতে
ছুরিকার গাঢ় আলিঙ্গন। আর তুমি?
সাহস না হয় তব, সমাধিতে নারী
যাহা পারে?

বনবীর। করিয়াছি বহু প্রাণি-নাশ,
বহু যুদ্ধে শোণিতের স্রোতে করিয়াছি
সন্তরণ, হেরিয়াছি মনুষ্যের বক্ষ
হ'তে বাহিরিতে শোণিতের স্রোত,—যেন

গোমুখীর মুখ হতে, কল কল নাদে
পড়ে নিয়ে জাহ্নবীর অগাধ সলিল !
নিমেষের মাঝে অস্ত্রাঘাতে নাশিয়াছি
শতেক যোদ্ধায়। সে সকল বিভীষণ
দৃশ্য হেরি, বারেকের তরে, কাঁপে নাই
বক্ষঃ মম। লক্ষ লক্ষ মুমূর্ষু সৈন্যের
আর্ত্তনাদ কভু যায় নাই কর্ণ ভেদি'
মনের দুয়ারে ! কিন্তু বুঝি না সুরেখা ;
শীতল শোণিতে কেমনে উত্তপ্ত করি
মৃত্যুর কটাহ ! বুঝিনা সুরেখা, কোন্
ধর্ম্মভয় রহে আগুলিয়া কোষবদ্ধ
কৃপাণ আমার ? হত্যা,—গুপ্তহত্যা ?—
না—না—সুরেখা ? পারিব না তাহা !

সুরেখা পারিবে না ? হে নির্ব্বোধ ভীরু মেবারের
রাণা !
জাননা কি পাপ-পুণ্য—সূক্ষ্ম-সুবিচার,
ক্ষত্রিয়ের জন্য নহে ? ভুলে গেছ তুমি
একলিঙ্গ মন্দিরেতে পূজ্য পুরোহিত
কিবা উপদেশ তোমা করিলেন দান ?
ভুলে গেছ, "ক্ষত্রিয়ের মহাধর্ম্ম, ছলে
কিম্বা বলে সিংহাসন-লাভ,—সিংহাসন
রক্ষা করা ! ক্ষত্রিয়ের মহাধর্ম্ম, রাজা
হয়ে প্রজার পালন !" হায় রাণা ! কত

আর বুঝাব তোমায়! ভুলে গেছ তুমি
"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা নারী"! কে উদয়?
এক শিশু! শিশু সনে মিলনের সুখ
পায় কভু যুবতী মেদিনী! যেই মঞ্চে
উপস্থিত বীর বনবীর, যেই মঞ্চে
কর্ম্মচাঁদ আদি বীরগণ নিজহস্তে
রাজমাল্য দিল তুলি কণ্ঠে তব,—যেই
মঞ্চে প্রকৃতি নিকর "রাণা বনবীরে"
চাহে,—সেই মঞ্চে প্রতিদ্বন্দ্বী দুগ্ধপোষ্য,
ধাত্রী-ক্রোড়ে শয়ান বালক এক? যাও
বীর! সিংহাসন নহে তব স্থান; যাও
যেথা গহন কানন, বস তপস্যায়,
হরিনাম করো জপ দিবা নিশি! এত
যার ধর্ম্মভয়, সিংহাসন উপযুক্ত
স্থান নহে তার!

বনবীর। চাহি ক্ষমা, ভ্রান্ত আমি!

সুরেখা। কোথায় বিক্রমাজিৎ?

বনবীর। বদ্ধ কারা গৃহে!
সমুচিত শাস্তি তারে করেছি প্রদান!

সুরেখা। এই সমুচিত শাস্তি? যেই জন করে
অপমান শত শত ওমরাহগণে,
তারে শুদ্ধ বন্দিগৃহে রাখ বন্দী করি?

স্বামি! কি কহিব! হাসি আসে তব বাক্য
শুনি! হ'ত যদি মেবার না হয়ে অন্য
কোন দেশ, হত যদি দিল্লী, হত যদি
এ ঘটনা মোগল শাসিত রাজ্যে,—স্থির
জেনো, বিক্রমাজিতের মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত
হ'ত এতদিন। তুমি দয়ায় নির্ব্বোধ,—
তাই রাজ্যে রাজদ্রোহী পাপী রহিয়াছে
জীবিত এখন'! পুনঃ যবে তার হস্তে
হইবে ধর্ষিত, কত ভুল করিতেছ
না বধি' তাহারে, পারিবে বুঝিতে। আজি
ধর্ম্ম-পরিচ্ছদ পরি যে মোহ-পিশাচ
ধাঁধিয়াছে মনের নয়ন তব, দিবে
জ্বালাইয়া, বহু কষ্টে গঠিত তোমার
স্বর্ণ হর্ম্ম্য-রাজি। ধর্ম্মভয়? এত যদি
ধর্ম্মভয়, দাও তবে বিক্রমাজিতেরে
মুক্ত করি! বড় কষ্ট শৃঙ্খলে তাহার!
আহা! আহা! রাজপুত্র কারাগারে বড়
ক্লেশে যাপিছে জীবন! পিতৃব্য-তনয়
প্রাণ হতে প্রিয়তর! দাও মুক্তি তারে!
সমাদরে এনে তারে, বসাও ত্বরিতে
সিংহাসনে! যাও, যাও! কর্ম্মিচাঁদে বলি
অবিলম্বে সমারোহে আনহ তাহারে;
নহে ধর্ম্ম রুষ্ট হবে!

বনবীর। সমস্তই বুঝি!
কিন্তু গুপ্ত হত্যা কেমনে করিব?

সুরেখা। বাল্যে
যবে সিংহ-শিশু সনে করিতাম ক্রীড়া,
ভাবিতাম, "ভয় কারে বলে?" কিন্তু আজি
স্বচক্ষে নেহারি ভয়ের স্বরূপ—মূর্ত্তি।
বাল্য হতে হেরিতে যাহারে, পাই নাই
সুযোগ কখন, আজি তোমার কৃপায়
হল বীর, তারে দেখা!

বনবীর। আমি ভীরু! সত্য
ভীরু আমি! ধর্ম্ম ভয়ে করমুষ্টি মম
হতেছে শিথিল! শরীরের শক্তিরাশি,
ধর্ম্মের বিশাল মূর্ত্তি করি নিরীক্ষণ,
শঙ্কায় নির্ব্বাক্, যেন করে পলায়ন।
কেবা আমি?—সেই বনবীর? যার অস্ত্র
উজ্জ্বল গৌরবে, লজ্জা দিত মেবারের
কোষমুক্ত যতেক কৃপাণে, যার অস্ত্র
গুজরাট-পতি বাহাদুর গুরুসম
করেছে সম্মান.—সেই বনবীর আমি?
হারাইনু আপনা আপনি। প্রিয়তমে?
লও অসি হস্ত হতে মোর, দাও এই
কণ্ঠ মাঝে! যে দুর্ম্মতি বলেছে অবাধে
"সাহস নাহিক মোর!" সাঙ্গ হয়ে যাক্

শঙ্কায় অঙ্কিত তার জীবনাঙ্ক ভাগ !

সুরেখা। তার চেয়ে চল এই অসি লয়ে, যেথা
আছে কারাগারে অপমানকারী ! দাও
নিভৃতে বসায়ে অসতর্ক কণ্ঠে তার !
জীবনের অন্তরায় শেষ হয়ে যাক্ !

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবারিক। দেব ? দ্বারদেশে দাঁড়ায়ে জগৎসিংহ
চাহে অনুমতি, অবিলম্বে রাণাসনে
করিতে সাক্ষাৎ।

বনবীর। আন তারে।

(জগৎসিংহের প্রবেশ)

খুড়ো। এই যে, শিব-দুর্গা একসঙ্গে বিরাজ কচ্চেন ! আহা হা ! কি সুন্দর যুগল মূর্ত্তি রে ! আহা হা ! ওরে নন্দি ! প্রাণ ভরে একবার দেখে জীবন সার্থক কর্, (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম) বলি, বাবা মহাদেব ! তুমি ত বাবা ব্যোম হয়ে কৈলাসেতে বসে রইলে, ওদিকে যে দক্ষরাজ মহাযজ্ঞের আয়োজন কচ্চেন !

সুরেখা। আর কি নূতন সম্বাদ আছে ?

খুড়ো। মা দুর্গা, মা শিবঘরণি, শিবহীন যজ্ঞ তুমি কেমন ক'রে সহ্য করবে মা ? তারা ত এল বলে ! বুড়ো করিমচাঁদ লাঠি ধরে ঠক্ ঠক্ ক'রে পথ দেখিয়ে আস্‌চে—কুঁজো পিঠে তার সোহাগ কত ! ডানদিকে কাণোজী, বাম দিকে দয়াল সা ; আশে পাশে পশ্চাতে নল, নীল, গয়, গবাক্ষ, মায় ঘরের শত্রু বিভীষণ শুদ্ধ ! তাই কি একটা আধটা

বিভীষণ! ভাল ক'রে চোক মিলে চাইলে দশ,—বিশটা বিভীষণ, মেছুনির গামলায় যেমন মাছ কিলবিল করে, তেমনি ক'রে কিলবিল করচে। এ সব দল ত মেবারের সিংহাসন দখল করলে বলে। এতক্ষণ হয় ত কারাগার খুলে বিক্রমাজিৎকে খালাস ক'রে দিয়েছে।

বনবীর। বল, বল, বল আর বার! বল পুনঃ
পুনঃ, মেবারের সিংহাসন, বিদ্রোহীর
দল করিয়াছে অধিকার! বল পুনঃ
পুনঃ, বন্দী বিক্রমাজিৎ কারাগার হতে
মুক্ত আজি! কর্ণদ্বার দিয়া যদি পৌঁছে
মনের সুষুপ্ত কোণে এ সব সম্বাদ,—
জাগাইবে ধীরে ধীরে প্রতিবিধিৎসুতা,
সুষুপ্ত ফণীরে যথা জাগায় বাঁশরী।
রে বিবেক? কতদিন তুমি স'বে এই
পদাঘাত? কতদিন আত্মগরিমায়
আত্মঘাতী হবে? ওগো কঠোর দেবতা!
কতদিন যূপ-কাষ্ঠে পুরোহিত-বলি
দেখিবে নিরশ্রু চক্ষে, ধার করা হাসি
মুখে মাখাইয়া! উঠ, জাগ, ধর অস্ত্র!
নিরাপত্তি শ্বেত চক্ষুঃ করহ অরুণ,
গ্রাসিবারে অত্যাচারে! বসাও ভক্তেরে
কুশাসন হতে,—বীরযোগ্য সিংহাসনে
অক্ষয়, অব্যয়! আর যদি রহ শুধু
পাষাণের মত, বক্ষে স'য়ে অপমান

শত শত,—ভূ-কৃমির মত, যদি সহ
পৃথিবী-বাসীর পদাঘাত,—আমি আর
নহি ভক্ত তব ! এবে নিজেরে পূজিব
আজি হ'তে, দেবত্বে প্রতিষ্ঠা করি !

(জগৎসিংহের প্রতি)

যাও বন্ধু, প্রতিকার করিব ইহার।

খুড়ো। তা হ'লেই হ'ল ; তা হ'লেই হ'ল। আর আমাদের কিসের ভয় ? আপনার শান্তিপ্রিয় প্রজারা সকলে ভয় পাচ্চে, যে যদি ঐ শান্তি-ঘাতক দস্যু বদ্‌মায়েসগুলো, আপনার ন্যায় একজন প্রজারঞ্জক, প্রজাপালক রাণাকে সিংহাসনের তলে তলে গুপ্ত সুড়ঙ্গ ক'রে, পাতালে প্রবেশ করিয়ে দেয়, তা হ'লে এই নিরপরাধী জানোয়ারগুলোর কি গতি হবে? রাণা ? আমাদের মত শান্তিপ্রিয়, সরল প্রজাগুলিকে ঐ কুটিল লোকদের হাতে সঁপে দেবেন না।

বনবীর। তাই হবে, রাজভক্ত হে সুজন। যদি
আমি এত প্রিয় তোমাদের, প্রিয়তার
রাখিব সম্মান। দুষ্ট ওমরাহগণ,
সর্পের আবাস মানস-গহ্বর হ'তে
সর্পরজ্জু লয়ে যদি একতানিবদ্ধ
হয়, ময়ূরের না হবে অভাব ! রাণা
আছে মেবারের সিংহাসনে, অসি
আছে নিরাপৎ কোষ মাঝে, জানে অসি
অভিনয় মূহূর্ত্ত তাহার, দিবে দেখা

প্রয়োজন কালে। অথবা যদ্যপি অসি
অবিশ্বাস-অন্ধকারে হারাইয়া ফেলে
পথ তার,—ছলে বা কৌশলে,—(রাখে রাণা
ভাণ্ডারে তুলিয়া যে সকল অস্ত্ররাজি,
বিনা ব্যবহারে মালিন্য-অঙ্কিত করি,—)
পুনঃ শাণ দিয়া সে সকল অস্ত্ররাজি,
প্রজা রক্ষা তরে করিবে প্রচার। নাহি
ভয়। চিন্তা ত্যজি করহ গমন।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য—দেবল রাজ্য।

রাজ সভা।

দেবলরাজ সিংহরাও ও বনবীর।

বনবীর। আসিয়াছি তব পাশে শুনিতে উত্তর,—
সংগ্রাম সিংহের পুত্র কুমার উদয়,
হইবে ষোড়শবর্ষে উপনীত যবে,
মেবারের সিংহাসনে কাহারে রাখিবে?
মোরে কিম্বা কুমার উদয়ে?

সিংহরাও। সুকঠিন
প্রশ্ন তব রাণা! বহু দিন হতে আছি
মেবার-অধীন সামন্ত নৃপতি। যাহা

বলে মেবারের রাণা, ওজর আপত্তি
বিনা, তাই পালি। কিন্তু যদি মেবারের
সিংহাসন হয় বিচলিত, সঙ্গে সঙ্গে
হবে নাকি বিচলিত সামন্ত নৃপতি?
বৃক্ষ যদি দগ্ধ হয়, কোটর-আশ্রিত
বিহঙ্গম হয় দগ্ধ সেই অগ্নি তাপে!

বনবীর যদি তুমি মেবার-অধীন, আমি সেই
মেবারের রাণা,—আমার অধীন তুমি!
তবে কহ, বিদ্রোহাচরণ করিবে না
কভু! যবে আহ্বানিব সাহায্যের হেতু,
বিনা আপত্তি ওজর, অসি হস্তে বামে
মম, দাঁড়াইবে অধীন সামন্ত সম।

সিংহরাও নিঃসন্দেহ। যবে বহিঃ শত্রু সনে, হবে
বিসম্বাদ মেবার-রাণার, অধীনস্থ
সামন্ত নৃপতিগণ অবশ্য যাইবে,
মেবারের বামপার্শ্ব রক্ষা করিবারে।
কিন্তু যবে অন্তর্ বিবাদে হবে মগ্ন
বাপ্পাবংশজাত বীরগণ,—অধীনস্থ
সামন্ত নৃপতি, ন্যায় ধর্ম্ম আছে যেই
পক্ষে, সেই পক্ষ করিবে গ্রহণ।

বনবীর। অর্থাৎ?

সিংহরাও অর্থাৎ,—

বনবীর। দাও প্রত্যুত্তর। কাল বয়ে যায়!

সিংহরাও। প্রভু? আজি প্রভু তুমি! কিন্তু যদি কাল,
আত্মীয় তোমার কোন'ও করি বিসম্বাদ,
করে আক্রমণ মেবারের সিংহাসন,—
ন্যায়ধর্ম্মে রাণা যেই জন, তার পক্ষ
করিব গ্রহণ! রাণা! এই মাত্র জানি!

বনবীর। বুঝি নাক দ্ব্যর্থযুত কথা, দাও মোরে
সরল উত্তর। ছাড় তব বাক্যচ্ছটা।
উদয় ষোড়শ বর্ষে উপনীত হ'লে
মেবারের সিংহাসনে কাহারে রাখিবে?

সিংহরাও। রাণা? দাস অপারগ দানিতে উত্তর।

বনবীর। অপারগ? ভীরু তুমি,—তাই মন যাহা
কহে, জিহ্বা তারে পারে না'ক ভাষা দিতে?
যদি থাকে তব বিশ্বাসী রসনা, বলো
স্পষ্ট করি, খুলে ফেলি কাপট্য-কবাট,
"ষোড়শ বরষে আসিলে উদয়, শুন
বনবীর, তব স্থান নাহি সিংহাসনে"।
ভীরু! এই নগ্নভাষা বলো বনবীরে!

সিংহরাও। রাণা?

বনবীর। স্তব্ধ হও। চাহিনাক বাক্য কলরব
শুনিতে তোমার।

সিংহরাও। রাণা! যদি কৃপা করি—
আসিয়াছ প্রভু, সামন্ত নৃপতি রাজ্যে,—
করহ গ্রহণ, দরিদ্রের ভেট।

বনবীর। আসি

নাই ভেট হেতু। উদয় আসিবে যবে

ন্যায়ের কুণ্ঠিত এক ভিক্ষাপাত্র লয়ে,

দিও ভেট তারে।

(উভয়ের ভিন্ন দিকে প্রস্থান)।

তৃতীয় দৃশ্য—চৈতরার কক্ষ।

একদিক দিয়া চৈতরা ও গণকঠাকুর ও অপরদিক দিয়া

খুড়োমহাশয়ের প্রবেশ।

খুড়ো। অবধান করুনগে—আজকে রাণার মুখখানা যে রকম গম্ভীর দেখলুম, তাতে আজ একটা কাণ্ড না হয়ে যায় না। শ্বশুর মশায়! আপনি নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোন, আপনার জামাই একশো বছর মেবারের রাণাগিরি কর্ব্বে, এ যদি না হয়, তাহ'লে আমার জিবটা সাতহাত টেনে বার করে দেবেন।

গণক। আজ সন্ধ্যাবেলা বধ্যভূমিতে কি করতে গিয়েছিলেন?

খুড়ো। আপনাদেরই কাজে, আপনাদেরই কাজ ছোট শ্বশুরমশায়! আপনাদের জন্যে কি আর আমার রাত্রে ঘুম আছে, না সন্ধ্যাবেলা সন্ধ্যাহ্নিক আছে! আমি একজন রাজভক্ত প্রজা, সমস্ত দিন রাত ধরে ঐ রাজ-কার্য্যেই জীবন যাপন কচ্চি, আমার কি আর ভজনপূজন আছে,

না আহার বিহার আছে! সেদিন,—অবধান করুনগে—বাপের শ্রাদ্ধটা অবধি করতে ভুলে গেছি।

গণক। তা আর একদিন, তিথি টিথি দেখে শ্রাদ্ধ কল্লে‍ই হবে।

খুড়ো। হাঁ তা ত বটেই, তা ত বটেই! আর মরা বাবা দুদিন পিণ্ড না খেলে ত আর মারা পড়বেন না; কিন্তু রাজ-কার্য্য যে পিণ্ড না পেলে মারা যেতে বসেছে! বাপের শ্রাদ্ধ যত হোক্ আর না হোক্,—রাজার শ্রাদ্ধ আর রাজশ্বশুরের শ্রাদ্ধ,—না, না, এ আমি কি বলচি, কি বলচি! নাঃ, রাণার জন্যে ভেবে ভেবে, বিশেষ এ দুই শ্বশুরের জন্যে ভেবে ভেবে, মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

গণক। যাক্, যাক্, ও সব বাজে কথা ছেড়ে দাও, কাজের কথা ব'ল।

খুড়ো। কাজের কথা! এ সবই ত কাজের কথা। দেখুন ছোট শ্বশুর! কাল রামদাস ব'লে আমার একটি ভক্ত কর্ম্মচারীকে, হাতে পায়ে শিগলি দিয়ে বেঁধে, একখানা চিঠি তার কাছার খুটে বেঁধে দিয়ে, হিড়্ হিড়্ করে টেনে রাণার কাছে হাজির কর্‌লুম। বল্লুম, হুজুর এই লোকটা বন্দী রাণা বিক্রমাজিতের কারাগারের একজন প্রহরী। ঘুস খেয়ে এই বেটা একখানা চিঠি কর্ম্মচাঁদের কাছে নিয়ে যাচ্চে। আমি জানতে পেরে বেটাকে ধরে এনেছি! এখন হুজুর এর দণ্ডমুণ্ডের ব্যবস্থা করুন।" রাণা ত শুনে একেবারে চ'টে লাল। বল্লে দেখি চিঠি। চিঠি বেরুল, তার ভিতর কি লেখা রয়েছে জানেন? বিক্রমাজিৎ লিখচেন "আমি আর কুমার উদয়সিংহ একত্রে ষড়যন্ত্র কর্চ্চি। কাল রাত্রে আমার বিশ্বাসী এক হাজার সৈনিক, গুপ্তভাবে রাজপুরীস্থিত কারাগারের মধ্যে প্রবেশ ক'রে, আমাকে শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে দেবে। পরে আমি শৃঙ্খল মুক্ত হ'লে,

অন্ধকারে অন্ধকারে আস্তে আস্তে বনবীরের ঘরে প্রবেশ ক'রে, তাকে গুপ্তহত্যা ক'রে আসব। পরে সকলে মিলে পরামর্শ করে, কুমার উদয়কে সিংহাসনে বসাব।"

গণক। তারপর? রাণা সে চিঠি পড়ে কি বল্লে'ন?

খুড়ো। রাণা সেই চিঠি না পেয়ে একেবারে খেপে উঠেছেন। বৈশাখমাসের পশ্চিমে মেঘের মত মুখখানা কালো হ'য়ে উঠেছে। আজ রাত্রে দেখবেন, একজন না একজন কুপোকাৎ। হয় বিক্রমাজিৎ, নয় কুমার উদয়!

গণক। চুপ, চুপ। আস্তে কথা কও,—মেবার দেশের হাওয়াগুলোরও হিংসা আছে, দেওয়ালগুলোরও কাণ আছে!

খুড়ো। হেঁ, হেঁ, কেমন বুদ্ধি! একি আর শুধু আমার বুদ্ধিতে হয়েছে ঠাকুর! এবুদ্ধি বেরিয়েছে খোদ রাণী সুরেখার মাথা থেকে। বেচে থাক্ রাণীমা, একশোবছর,—ধনেপুত্রে লক্ষীলাভ হোক্। ওঃ! কি মাথা, যেন বাঙ্গালা দেশের ধানের ক্ষেত, বীজ পুঁততে না পুঁততেই এতখানি করে গাছ হয়ে যায়।

চৈতরা। রাণী সুরেখা এ মতলবটা তোমায় কবে গচ্ছিত কর্ল্লে'ন?

খুড়ো। রাণীর সঙ্গে ত আজকাল আমার রোজই মতলব চলছে। আমি যেরকম তাঁর প্রিয়পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছি, কোনদিন না আমায় পুষ্যি-পুত্তুর নিয়ে বসেন!

চৈতরা। তা বেশ হয়েছে; এখন এসব কথা আর কাউকে বলবেন না। একথা কেউ শুনতে পেলে রাজ্যে আগুন জ্বলে উঠবে।

খুড়ো। আরে রাম রাম। একথা কি কাকেও বলে। এ যা

বলচি, এ আমার মুখের কথা, আমার কানই শুনতে পাচ্চে না। হাঁগো ছোট শ্বশুর! আমি যা বলেছি, তা তুমি শুনতে পেয়েছ?

গণক। না, না কিছু শুনতে পাইনি। কিন্তু মোদ্দা, এসব কথা তোমার পরিবারের কাছেও বলবে না।

খুড়ো। পরিবার! ছোটশ্বশুর, এই রাজকার্য্যের জন্য,—এই দেশের জন্য, আর দশের জন্য,—পরিবারের সঙ্গে আজ একবৎসর দেখা সাক্ষাৎ নেই। তিনি হয়ত এতদিন স্বামিসাক্ষাৎ না পেয়ে কুশপুত্তলিকা দাহ ক'রে শ্রাদ্ধশান্তির ব্যবস্থাই বা করে বস্‌লেন! এখন যেরকম দেশকাল পড়েছে, আবার পরাশরের মতে বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা না কল্লে বাচি।

গণক। আচ্ছা, তা যদি করেন, তোমার আর একটা বিধবা পত্নী জুটিয়ে দিলেই হবে। এখন যাও! কাল সকালে অবশ্য অবশ্য দেখা করবে।

খুড়ো। দাঁড়াও, দাঁড়াও একটা প্রণাম করি। আহা, শ্বশুর ত নয়, যেন একটি পাকা চাটীম কলার গাছ!

(প্রণাম ও সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য—রাজবাটীর অন্তঃপুর।

রাণা বনবীর ও সুরেখা।

সুরেখা। প্রিয়তম! জেনো স্থির, উদয় অথবা
বিক্রম, এ জীবলোকে র'বে যতদিন,—
সিংহাসন, পদ্মপত্রস্থিত নীর বিন্দু
সম, রহিবে চঞ্চল! নিদ্রিতের শিরে
ঝুলিতেছে সূত্রে বাঁধা নগ্ন তরবারি!
অতি ক্ষীণ এ সূত্র হইতে, গুরুভার
তরবারি যে কোন(ও) মুহূর্ত্তে, পড়িবারে
পারে শির 'পরে তব। থাকিতে নয়ন,
অন্ধসম হ'য়োনা'ক দৃষ্টি-জ্ঞানহীন!
থাকিতে উপায়, নির্ব্বোধ অলস প্রায়,
ক'রোনাক উপেক্ষা তাহায়। সুসময়ে
যে কৃষক বীজ উপ্ত করে, ফল তার
আজ্ঞার অধীন। কমলা অচলা হয়ে,
গৃহেতে বন্দিনী তার। আর যেই জন,
বহু-পথ সময় থাকিতে, উপায় না করে,
জীবনে কুশল পন্থা আসে না কখন।
প্রিয়তম! হয়োনা অলস! মেবারের
সিংহাসন চাহে শুধু কর্ম্মনিষ্ঠ রাণা।

বনবীর। তবে দাও তরবারি! হলের কর্ষণে
কৃষক যেমতি উপাড়য় কণ্টকের
রাশি, সেই মত কর্ষিব আজিকে এই
মেবারের ভূমি, বনবীর-শস্য-বীজ
করিতে রোপণ! উপাড়িব যে যেখানে
আছে কণ্টকস্বরূপ, তরু গুল্ম লতা,
করিব না বিচার তাহার! শুধু রেখে
দিব সুকর্ষিত ভূমি,—বনবীর-বীজ
যা'তে পূর্ণ রসে হয়ে অঙ্কুরিত, হয়
মহাবৃক্ষে পরিণত! সুরেখা! সুরেখা!
বিনিদ্র রজনী আর না পারি যাপিতে।
চিন্তাভার তিলে তিলে করে ছারখার
বিনা দোষে সুকুমার মস্তিষ্ক আমার।
ক্ষণে ক্ষণে হয় মনে, ওই বুঝি আসে
করভকরূপে মৃগশিশু সে উদয়
দলিতে কদলীবন সিংহাসন মোর!
যেন মনে হয়, কারাগার-মুক্ত হয়ে
ধূর্ত্ত বিক্রমাজিৎ খুলিয়াছে উদয়ের
সনে বিদ্রোহের ব্যবসায়; মেবারের
সমগ্র সেনানীবর্গে করিয়াছে,—এক
ভানুমতী-ইন্দ্রজালে, বিমুগ্ধ-শকতি!
যেন মনে হয় একাকী আমায় পেয়ে
সবে মিলি করে অস্ত্রাঘাত! আরে, আরে

বিক্রম দুর্ম্মতি! সত্য একা আমি, কিন্তু
তোর সম সহস্র যোদ্ধারে, তৃণসম
পারি উপাড়িতে! তুচ্ছ তুই মোর কাছে!
সুরেখা! সুরেখা! আর সহ্য নাহি হয়!
দাও তরবারি, ত্বরা করি, করি এর
প্রতিকার!

সুরেখা। মনে আছে, কি বলেছে ক্ষুদ্র
সিংহরাও?

বনবীর। মনে আছে,—মনে আছে। ক্ষুদ্র
পশু অপারগ দানিতে উত্তর! তার
অর্থ,—যদি হেরে দুর্ব্বল আমারে, ঘৃণ্য
মাংসস্তূপসম মোরে করি পদাঘাত,
সিংহাসন হতে নিম্নে করিবে নিক্ষেপ!
আরে, আরে হীনবুদ্ধি সিংহরাও! কল্য
প্রাতে ওই মুখে বলিবি দুর্ম্মতি, "আজি
আর নহি অপারগ দানিতে উত্তর,—
আজি কহি,—প্রভু! দাস সম আজ্ঞা তব
করিব পালন।" কুক্কুরের সম আসি
বনবীর-চরণ-যুগল, পুনঃ তুই
করিবি লেহন।

সুরেখা। তার পর, মনে আছে!
দাম্ভিক বিক্রমাজিৎ কত দম্ভভরে
নিন্দিল, প্রকাশ্য রাজসভামাঝে বসি

তব বংশ-ইতিহাস ? কহিল তোমারে,
পৃথ্বিরাজ-বারাঙ্গনা দাসীর তনয় !

বনবীর　　মনে আছে, মনে আছে সব ! স্মৃতিগুলি
হয়ে তরবারি, প্রতিশোধ-আঙ্গিনায়
দিবে সমুত্তর ! শুধু খুঁজিছে সুযোগ !
ইস্পাতের সম তারা হয়েছে কঠিন,
ইস্পাতের সম হবে তীক্ষ্ণ ! দৃঢ়ব্রতে ?
বুঝিয়াছি ভালমতে, সিংহাসন-পথে
আছে মম দুই শত্রু,—প্রথম, বিক্রম,
পরে সহোদর উদয় তাহার ! আজি
রাত্রে এ দুই কণ্টক করি উন্মূলিত,
নিদ্রাহীন জীবনেরে মম, নিদ্রাক্রোড়ে
করিব শায়িত ! এস, এস, যত শক্তি
শরীরে আমার ! অন্য ধর্ম্ম নাহি মানি,—
বীরধর্ম্ম করিব পালন। তরবারি
পুরোহিত মম, মেবারের আঙ্গিনায়,
সিংহাসন দেবীর সমীপে, দিব বলি
মেষপশুসম, বাপ্পাবংশজাত এই
অরাতি যুগলে ! বাপ্পারাও ! পৃথিবীর
পার হতে হের', কত বংশধর আজ
ক্রোড়ে তব লইবে আশ্রয় !

সুরেখা।　　　　কিন্তু হও
অতি সাবধান। যেন পুরবাসী জনে

ঘুণাক্ষরে না পারে জানিতে! ধীরে কোরো
পদক্ষেপ, অতি ধীরে তরবারি তব
কোরো নিষ্কাষণ! যেন বাম হস্ত তব
না পারে জানিতে দক্ষিণ করের গতি!
যেন তরবারি-মূল না পারে জানিতে
কিবা করে অগ্রভাগ! আঘাতের শব্দে
যেন না চমকে অঙ্গুলি-দৃঢ়তা তব!
মস্তিষ্কের কোমল কায়ায়,—কণ্ডূয়নে
তুলিও না তর্কব্রণ! দৃঢ়তায় করি
মন কুলিশ-কঠিন, আজ্ঞাধীন ক'রো
হস্তপদে! জয় তব অবশ্য ঘটিবে।
শুন পুনঃ,—বিক্রমের কারাগার দ্বারে
যত দৌবারিক, করিয়াছি নেশাঘোরে
মৃতপ্রায় সবে। ভয় নাই বীর, পথ
তব করিয়াছি কণ্টক-বিহীন। কোন'ও
বাধা পাবেনা'ক ; শুধু যাবে, স্বীয় কার্য্য
করিবে সাধিত।

(বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া)

এই বিষাক্ত ছুরিকা
অরাতি নিধনে তব হউক সহায়।

বনবীর। এস, এস ছুরিকা ভীষণ! তুমি শুধু
জীবন-মৃত্যুর মাঝে ক্ষুদ্র ব্যবধান!
হও মম একার্য্যে সহায়!

(সুরেখার প্রতি)

কত রাত্রি ?

সুরেখা। রাত্রি দ্বিপ্রহর।

বনবীর। ঠিক সব ?

সুরেখা। সব ঠিক।

বনবীর। যাই তবে ; দশ বৎসরের চিন্তা, এক
রাত্রে করিব নিঃশেষ।

পঞ্চম দৃশ্য—রাত্রিকাল, কারাগার।

বিক্রমাজিৎ শৃঙ্খলিত অবস্থায় পাদচারণ করিতেছিলেন।

বিক্রমাজিৎ। আর কত কাল, জন্ম মৃত্যু
মাঝে বসি, মৃত্যুর কল্লোল, মুক্তকর্ণে
করিব শ্রবণ! দিনে দিনে স্পষ্টতর,
আরো স্পষ্টতর! কিন্তু কই, হয় নাত
সে উৎপ্লাবী কল্লোলের মাঝে, মম এই
জীবনের চমকিত ভগ্ন বেণুরব
নিমজ্জিত চিরতরে! যদি ফিরে আসে
এই বেণুমাঝে, প্রতিশোধ-রাগ সনে

বিজয়ীর ভৈরব নিনাদ, তবে যেন,
হে ভগবান্ ! ফিরি পুনঃ জীবিতের মাঝে !
নহে—শেষ হয়ে যাক্—নাহি প্রয়োজন
জীবনে আমার আর ! মৃত্যু ! এস বন্ধু !
অভাগার হে চিরসুহৃৎ ! দাও দেখা !
বিধ্বস্ত সম্মানে আর না চাহি বাঁচিতে !
(কিছুক্ষণ পরে) পাই যদি একবার পিতৃরক্ত-হীন
বনবীরে, কিম্বা তার শৌর্য্যমুগ্ধ ভীরু
কাণোজীরে, ভালমতে লই প্রতিশোধ !
(হস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ দেখিয়া) শৃঙ্খল ! শৃঙ্খল ! শৃঙ্খল কি
পারে শক্তিস্রোত রোধিতে আমার ? যাবে
ভেসে ক্ষুদ্র ঐরাবত সম, জাহ্নবীর
প্রলয়-পয়োধি জলস্রোত বেগে !
(শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন)
ধিক্
ধিক্ থাক্ মোরে ! ক্ষুদ্র লোহ পরাজিত
করে আজ ! বহুদিন না যুঝি সমরে,
শক্তি আজ পক্ষাঘাতে নির্জীব, মন্থর !
কেও ?
(উন্মুক্ত ছুরিকা হস্তে বনবীরের প্রবেশ)
বনবীর ? এসেছ কি মিটাইতে
সাধ ? এস, এস, দাও খুলি বন্ধন আমার !
দাও মোরে ন্যায় রণ ; শৃঙ্খল খুলিয়া

দাও তরবারি! এস দুই জনে, প্রাণ
খুলি খেলি শক্তির পরীক্ষা খেলা ; তাহে
যদি হারি, কোনো ক্ষোভ রহিবে না ;—

বনবীর। আসি
নাই রণসাধ মিটাইতে তোর ; আসি
নাই বীরত্বের দিতে পরিচয় ; আসি
নাই রণক্ষেত্রে। শোন্ তবে। আসিয়াছি
হিংস্র জল্লাদ হইয়া ; রাজ সিংহাসন—
বুভুক্ষু রাক্ষস-রূপে! বড় ক্ষুধা! বড়
ক্ষুধা আজ! বিক্রমাজিৎ? দেখেছিস্ তুই
বিক্রম আমার, বিক্রম-পরীক্ষা স্থলে,—
আজি দেখ্ সে বিক্রম লালসায় হ'ল
পরিণত! দেবতা, দানব, মিলিয়াছে
শুধু সিংহাসন তরে! বিক্রম? উন্মুক্ত
কর্ বক্ষোদেশ তোর! ওই হিমালয়
হতে, বহুক শোণিত-গঙ্গা, আসিয়াছে
ভগীরথ! আকণ্ঠ করিবে পান, রক্ত
তোর, সুরক্ষিত করিতে মুকুট!

বিক্রমাজিৎ। অ্যাঁ! অ্যাঁ!
নিরস্ত্র জনেরে হত্যা! গুপ্ত হত্যা! তুই
সেই বনবীর? যার ধর্ম্মে মতি, সাধ্বী
সীমন্তিনী সম অচলা অটলা ছিল!
বীরত্ব-কাহিনী যার, মেবারের দশ

কোণে দিগ্‌বালাগণ, অনুক্ষণ গেয়ে
যেত আনন্দে উচ্চারি' ? অস্ত্রের ফলক
শত্রুরক্তে পরাইত সিন্দূরের টীপ ?
তুই সেই ? না—না ছায়া তার ! আত্মাহীন
অবয়ব তার !
অথবা রাক্ষস কোন'
ধরি বনবীর-কায়া, পরি বনবীর-
পরিচ্ছদ, এসেছিস্ বধিতে আমারে !
নহে, বনবীর বীর, করেনা'ক কভু
নিরস্ত্রেরে বধ ! ভূত, প্রেত, যক্ষ, রক্ষঃ
অথবা দানব, কেবা তুই বল্ মোরে !
নহে কভু বনবীর !

বনবীর। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ;—
ছলে কিম্বা বলে, রক্ষা করা সিংহাসন !
আজি নাহি ক্ষমা,—নাহি দয়া মায়া ! ধর্ম্মে
মতি ! হা-হা-হা-হা ! বহু দিন করিয়াছি
বিসর্জ্জন, সিংহাসন কূপের মাঝারে !
পাছে কোন অন্তর্ভেদী ষড়্‌যন্ত্র বলে
উৎসাদিত করিস্ আমারে, তাই আজি
পশুসম হত্যা করি তোরে, সিংহাসন
করি চিরন্তন ! বিলম্ব না সয় ! পাছে,
হৃদয় শ্মশানে মোর যে অনল জ্বলে,
শিখা তার আপনারে করে বা ভোজন !

কর্ বক্ষ প্রসারণ, আমূল বসায়ে
দেই অপমানকারী হৃদি মাঝে !

বিক্রমাজিৎ। আয়
পশু, এ লৌহ শৃঙ্খলে ভাঙ্গিব মস্তক
তোর। সিংহাসনে বসি ভুলিলি বীরের
নীতি! জানিতাম রণবিদ্যা শিখি, বীর
ধর্ম্ম করিস্ পালন! কিন্তু আজি দেখি,
ষড়্যন্ত্রী মন্ত্রী, ওমরাহতন্ত্রে মিলি',
দস্যুতায় সিংহাসন করি অধিকার,
তুলে দিলি ধর্ম্মাধর্ম্ম নীতির বিচার?
বারাঙ্গনা অঙ্গে জন্ম যার, ধর্ম্মে মতি
কেমনে রহিবে তার? নীচ বংশে জন্ম,
নীচ কার্য্য অবশ্য করিবি! রে দুর্ম্মতি!
আজি মোরে শৃঙ্খলিত পেয়ে, ঘোর রাত্রে
এসেছিস্ করিতে হনন; কিন্তু ভেবে
দেখ্ কোথা তোর গতি? নরকের
সুতপ্ত কটাহে,—

বনবীর নরক? হা-হা-হা! তোর
মুখে নরকের কথা! বাপ্পার কলঙ্ক!
দেখিব এবার, কোন মুখে বার বার
বনবীর বংশে কালি আনিস্ দুর্ম্মতি!
এই শাণিত ছুরিকা, প্রতিশোধ লবে
তার! ক্ষত্রিয়ের অপমানকারি! ইষ্ট—

মন্ত্র কর্‌রে স্মরণ ! আজি অবসান
তোর !

(বিক্রমাজিৎকে হত্যা)

বিক্রমাজিৎ। ন-র-প-শু ! এ-ত পা-প স-হি-বে-না— !

(মৃত্যু)

বনবীর। হল শেষ একজন। দেখি কোথা
দ্বিতীয় কণ্টক আছে। হা-হা-হা-হা !
নরকের ভয় দেখায় আমায় ! (চমকিয়া) কে তুমি ?
চতুর্ভুজ, হস্তে গদা দাঁড়ায়ে সম্মুখে !
কি চাও ! কি চাও ! যাও ! যাও সম্মুখ হইতে।
নরক ? ক্ষত্রিয়ের মহাধর্ম্ম সিংহাসন
রক্ষা করা ! যাও, নহে বিক্রমাজিতের মত,—
তোমারেও—হা-হা-হা-হা ! (দৌড়িয়া প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য—কারাগারের সম্মুখ দ্বার।

(সুরেখা ও বনবীরের, উভয়দিক্ হইতে প্রবেশ)

সুরেখা। শেষ ?
বনবীর। সব শেষ
সুরেখা। এস মোর সাথে।
বনবীর।

সুরেখা, বিক্রমাজিতের বক্ষ অস্ত্র বিদ্ধ করি,

ফিরিতে ছিলাম যবে, দেখিনু সম্মুখে
মহিষ-আরূঢ় এক ভীষণ মূরতি
সমুদ্যত অঙ্কুশ লইয়া করে, রক্ত-
নেত্রে চাহে মোর পানে ; সুধানু কে তুমি ?
না দিল উত্তর ! শুধু এক ভয়ঙ্কর
অট্টহাস্যে দিগন্ত জাগায়ে, মিশে গেল !
সে অবধি কাঁপিছে পরাণ !

সুরেখা। ভয় নাই !
মস্তিষ্কের বিকার তোমার ! বাঁধ বুক !
কেন হও কম্পমান ? সদা আছি আমি
পশ্চাতে তোমার ! মনে রেখো, ক্ষত্রিয়ের
মহাধর্ম্ম সিংহাসন রক্ষা করা। যেই
ভীরু, সিংহাসন করি লাভ, সিংহাসন
পারে না রক্ষিতে,—ক্ষত্রিয়ের কুলাঙ্গার
সেই জন ! হে ক্ষত্রিয় ! হে ধনুর্দ্ধর বীর !
মস্তিষ্ক বিকারে ক্ষত্রিয়ের মহাকার্য্যে
হও না পশ্চাৎপদ !

বনবীর। না-না-না-না ! কিছু
নয় ! কিছু নয় ! চল, দেখি ! সিংহাসন
তরে আর কি করিতে হবে ?

সুরেখা। এস মোর সাথে।

(উভয়ের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য—রাজ-অন্তঃপুর। কাল-রাত্রি।

একটি কক্ষে, পালঙ্কে ষষ্ঠবর্ষ বয়স্ক কুমার উদয়সিংহ নিদ্রা যাইতেছিল। পার্শ্বে পান্নাধাত্রীর শিশুপুত্রও নিদ্রা যাইতেছিল। তাহাদিগের মধ্যে বসিয়া, পান্নাধাত্রী কুমারকে বাতাস করিতেছিলেন।

(শশব্যস্তে গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ। পান্না! পান্না! পালাও সত্বর!

পান্না। কেন? কেন?

গোবিন্দ। হেরিলাম পুরীমাঝে, উন্মুক্ত ভীষণ
শাণিত ছুরিকা করে, কুমারের কক্ষ
পানে আসে বনবীর! পালাও! পালাও!
মুহূর্ত্ত বিলম্ব হলে হবে সর্ব্বনাশ!

পান্না। (উঠিয়া) অ্যাঁ! অ্যাঁ! কি হবে, কি হবে? সুপ্ত কুমারেরে
কোথায় লুকাব? যায় বুঝি কুমারের
প্রাণ জল্লাদের হাতে!

গোবিন্দ। (চারিদিকে দেখিয়া) পুষ্প-করণ্ডক
এক আছে তথা,—তাহার ভিতরে রাখ
কুমারে লুকায়ে! আমি যাই; নহে হেথা
হেরিলে আমায়, নিঃসংশয় প্রাণবধ
করিবে আমার! কুমারে বাঁচাও তুমি!

(প্রস্থান)

পান্না।　　　　তাই রাখি! নহে প্রাণ হারাবে কুমার!

(পান্নাধাত্রী কুমার উদয়সিংহকে তুলিয়া পুষ্পকরণ্ডকের মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া রাখিল।)

(রক্তাক্ত-কলেবরে বনবীরের প্রবেশ)

বনবীর।　　　　ধাত্রি? কোথায় উদয়সিংহ?

পান্না।　　　　রাণা! রাণা!
মেবারের একচ্ছত্র অধিপতি তুমি!
(হাটু পাতিয়া করযোড়ে)
চাহি ভিক্ষা কুমারের প্রাণ! কুমারের
খুল্লতাত ভ্রাতা তুমি! বধো না'ক শিশু
কুমারেরে।

বনবীর।　　　　আরে দাসি! কৌতুকের নাহি
অবসর! বল্ ত্বরা কোথায় কুমার?

পান্না।　　　　(স্বগত) হায়! হায়! যায় বুঝি সর্ব্বস্ব আমার!
জল্লাদেরে বৃথা করি তোষামোদ! হস্তে
যার উলঙ্গ ছুরিকা, অঙ্গে যার মাথা
কোন' আত্মীয়ের অনুষ্ণ শোণিত, সেথা
কাতর প্রার্থনা,—শুধু বায়ু সনে মিশে!
নিরুদ্ধ শ্রবণে করি ক্ষিপ্ত করাঘাত,
উত্যক্ত করিয়া তোলে জাগ্রত পাপেরে!
হায়! হায়! কি করি! কি করি! উদয়েরে
কেমনে বাঁচাই! গৃহময় করে যদি

অন্বেষণ, পুষ্প করণ্ডক ব্যাঘ্রচক্ষে
অবশ্য পড়িবে ! সর্ব্বনাশ হবে তবে !

বনবীর। আরে দাসি ! কি কারণে নিরুত্তর ! নাহি
বুঝি নিজ প্রাণভয় ! বল্ শীঘ্র, নহে
এই উন্মুক্ত ছুরিকা, আমূল বসায়ে
দিব বক্ষোমাঝে তোর !

পান্না। ক্ষান্ত হও রাণা ;
এখনি দেখায়ে দিব কুমার উদয়ে !
(স্বগত) কি করি এখন ! একটি উপায় আছে !
ভাবিতেও শিহরে পরাণ ; ভগবান্ !
তাই হোক্, তাই হোক্ ! তাই করি' আজি
বাঁচাই কুমারে ! নিদ্রিত সন্তানে মম,
কুমার উদয় বলি দেখাই জল্লাদে !
রক্ষা পা'ক মেবারের ভবিষ্যৎ রাণা !
রক্ষা পা'ক গচ্ছিত রতন। ধর্ম্ম সাক্ষী,—
দিয়াছে জননী তার, অঙ্ক 'পরে মোর !—
নিজ পুত্র প্রাণ হেতু কেমনে ধর্ম্মেরে
দিব বলি ? কিন্তু,—কিন্তু,—যারে ধরিয়াছি
গর্ভে দশ মাস, পালিয়াছি ছয় বর্ষ,
কেমনে তাহারে নিক্ষেপিব জল্লাদের
তৃষিত ছুরিকামুখে ! এখনি তাহার
ক্ষুরধার ছুরিকা ভীষণ, উপাড়িবে
হৃৎপিণ্ড পুত্রের আমার ! ভগবান্ !

ভগবান্! বল দাও হৃদয়ে আমার!
ধর্ম্ম! ধর্ম্ম! কোথা তুমি! অন্তিম সময়ে
বল দাও পান্নার হৃদয়ে!

বনবীর। আরে নারী!
কি হেতু নীরব? কোথায় উদয়সিংহ?
বল্ শীঘ্র; নহে, অর্দ্ধেক প্রোথিত করি
মৃত্তিকায় তোরে, ক্ষিপ্ত শৃগাল কুক্কুরে
করাব ভোজন; বল্ শীঘ্র! নহে, ক্ষত
করি শত স্থানে তোর, লবণ লেপিয়া,
দিব যন্ত্রণা অশেষ! বল্, বল্ শীঘ্র
কোথায় কুমার! নহে, অঙ্গ করি শত
খণ্ড, তিলে তিলে দগ্ধাইব তোরে!

পান্না। তাই করো, তাই করো রাণা! তাই দাও,
ধরি পায়, মম প্রাণ, লহ আগে তুমি!
এ ভীষণ যন্ত্রণার দাবানল হতে,
মৃত্যু দিয়ে বাঁচাও আমারে! তারপর,—
তারপর পাঠাইও কুমারে পশ্চাতে।

বনবীর। আরে ধাত্রি! নীচ কুলোদ্ভবা, রহস্যের
নাহিক সময়! শীঘ্র বল, কুমার উদয়
কোথা? লকলুকি জিহ্বা করি আগুয়ান,
চাহে মম তৃষার্ত্ত ছুরিকা, শিশুরক্ত
করিবারে পান,—অসম সাহসী কে রে

তুই ? বনবীরে দিস্ বাধা দান ? করি
সাবধান, অচিরে কুমারে দেখা।

পান্না। (স্বগত) আর
বুঝি রক্ষা নাহি হয়। ভগবান্। দাও
বল নারী বক্ষে। দেখাই সন্তানে মম
উদয় বলিয়া।

(প্রকাশ্যে) রাণা ? রাণা ? একান্তই
বধিবে উদয়ে ? তবে ওই দেখ। ওই
পালঙ্ক উপরি, পুষ্পরাশি আছে শুয়ে।
রাণা। রাণা। দয়া করো।

(পায়ে পড়িল)

বনবীর। এই ত রয়েছে
অভীপ্সিত সিংহশিশু নিদ্রিত এখানে।
আরে আরে বনবীর-পথের কণ্টক !
দূর হ'রে সিংহাসন পথ হতে মোর !
একি, কেন কেঁপে ওঠে হস্ত মোর ? যেন
মনে হয়, কোন্ এক অজ্ঞাত শকতি
জোর ক'রে টেনে ধরে পিছু হতে হস্ত
মোর ! একি ! যেন মোর শিথিল অঙ্গুলি !
না-না, হবেনা—হবেনা ! আরে মায়া ! আরে
ক্ষুদ্র কোমলতা ! কঠিন প্রস্তরে কোথা
আছে তোর স্থান ? বনবীর ? চাহ যদি
মেবারের সিংহাসন, হও তবে তীক্ষ্ণ

কুলিশ কঠোর ! না—না, হবে না, হবে না !
(চমকিয়া উর্দ্ধে তাকাইয়া)
একি ? কে তুই ? কে তুই ? মহিষ-আরূঢ়,
ঘোর কৃষ্ণ রুদ্রমূর্ত্তি ! কি ভয় দেখাস্ ?
ক্ষত্রিয়ের মহা ধর্ম্ম সিংহাসন রক্ষা
করা ! দূর হ'রে ! সম্মুখ হইতে মোর !
(উদয়ের প্রতি) আরে শিশু কুমার উদয় ? মরিতেই
হবে তোরে ! তা না হ'লে, বনবীর হবে
দশম বরষ পরে সিংহাসন-চ্যুত !
চক্ষুঃ ? হও নিমীলিত ! দন্ত ? কড়মড়ি
আন তব বজ্রের নির্ঘোষ ! আরে, আরে
শিথিল অঙ্গুলি ! হও বদ্ধ প্রস্তরের
মত ! উদয় ? উদয় ? কেন এসেছিলি,
এই বিশ্বে বনবীর-পথের কণ্টক
হয়ে ? প্রতিফল কর্ ভোগ তার ! উদয় ?
সিংহাসন পরিবর্ত্তে, ছুরিকার অন্ত
ভাগে কর্ রাজ্য সুখে ! ঘুমাও বালক,
চিরদিন মেবারের সিংহাসন পরে !
(পান্নার পুত্রকে ছুরিকা দ্বারা বিদ্ধ করিল)
ওহো কি ভীষণ দৃশ্য ! রক্তের মন্দির
যেন ! ঝলকি ঝলকি রক্ত উঠে, যেন
নদীর কল্লোল বহে !—ও ! হো ! হো !
(প্রস্থানোদ্যত ; পথে থমকিয়া) আবার,—

সেই মূর্ত্তি! আরে, আরে ছায়াময় দেহ!
ছায়া, কায়া নাহিক প্রভেদ বনবীর-
তরবারি তলে! হত্যাকরি' নিঃশেষিব
তোরে! (ছায়াকে হত্যা করিতে ধাবমান)

পান্না। কোথা যাও বনবীর, না সংহারি' মোরে?
সংহার করিয়া মর্ম্ম মোর, কেন রাখ
মেদ মাংস সার শুধু, বাহ্য কলেবর?
ওরে রে নিষ্ঠুর! ওরে রে নির্ম্মম! ওরে
চক্ষুষ্মান্ মহা-অন্ধ! দেখেও দে'খনা,—
পুত্র বিনা, কেমনে জননী রাখে প্রাণ?

(বেগে গোবিন্দ প্রধানের প্রবেশ)

গোবিন্দ একি? একি? রক্তের তুফান বহে? পান্না?
তবে কি কুমার আর নাই?

পান্না। অ্যাঁ! অ্যাঁ! নাই!
নাই উদয় আমার? সেকি? হায় ভাগ্য!
দুই শিশু বধিল কি দুষ্ট বনবীর?

(উঠিয়া পুষ্পকরণ্ডক দেখিয়া)

জয় ভগবান্! অমঙ্গল কহিওনা
গোবিন্দ প্রধান! হের বাপ্পারাও জাত
সুবর্ণ দেউটি, মিটি মিটি জ্বলে হেথা,
উপহাসি কালে! কুমার আমার! শত
বর্ষ রাজদণ্ড ধরি, কর' রাজ্যভোগ! (উদয়ের মস্তক চুম্বন)

গোবিন্দ। জয় ভগবান্! বাপ্পারাও-রক্ত-বিন্দু

রহিল জগতে! পিণ্ড তার নিজ প্রাণ
করিল রক্ষণ! কিন্তু পান্না! বনবীরে
কেমনে তাড়ালে?

পান্না। তাড়ালাম? তাড়ায়েছি,
আগে তাড়াইয়া তাড়কার ক্ষুধা তার!
তাড়ায়েছি, আগে তাড়াইয়া বক্ষঃ হতে
মাতৃস্নেহ-মহাসুধা! গোবিন্দ? গোবিন্দ?
জান না, কি মূল্য দিয়ে তাড়ায়েছি তারে!
জান না, কি দৃঢ় জননী-পরাণ হতে,
উপাড়িয়া মাতৃস্নেহ-লতা, শুখাইয়া
মাতৃ-স্তন্য-ধারা, প্রবঞ্চিয়া বঞ্চনার
অযোগ্য জীবেরে, তবে তারে তাড়ায়েছি!
গোবিন্দ প্রধান? চিনিতে কি পার, কার
মৃত দেহ আছে শয়নে শয়ান?

গোবিন্দ। একি?
এ যে পুত্র তব!

পান্না। হাঁ—পুত্র মম! না! না! না!
পুত্র নহে মম! দধীচির অবতার!

গোবিন্দ। একি? একি? পান্না? কিছুই বুঝিতে নারি!

পান্না। যবে যাইবে না বনবীর, উদয়েরে
না করি' সংহার,—যবে পশু, পশু হ'তে
হইয়া অধম, চাহিল খাইতে শিশু
কুমার উদয়ে,—যবে নৃশংস কুক্কুর

সরিবে না নরমাংস বিনা,—নিরুপায়
দেখি, দেখালাম বস্ত্রাবৃত পুত্রে মোর!
রক্তোন্মাদ চিনিল না! শুধু হেরি শিশু,
মাংস-আস্বাদনে বসে গেল, মনুষ্যত্ব
করিয়া বর্জ্জন! কিন্তু কি হল আমার!
নিজ পুত্রে করিলাম বধ! পুত্রঘাতী
আমি!

গোবিন্দ। ধন্য, ধন্য, পান্না! যদি পুণ্য বলি
থাকে কিছু পুণ্যহীন পৃথিবী মাঝারে,
তুমি সত্য তার অধিকারী! দেবী বলি
যদি থাকে কিছু, তবে তুমি দেবী!

পান্না। ওগো,
কি কঠিন প্রাণ মোর! পুত্র! পুত্র! ডাক
মা বলিয়ে একবার! উত্তপ্ত পরাণ
সুশীতল হোক তব মা বুলি শুনিয়ে!
গোবিন্দপ্রধান? কি করিনু? কোথা গেল
তনয় আমার? বৎস? বৎস?

গোবিন্দ। পান্না! পান্না!
জগতে অদ্ভূত কীর্ত্তি, করিলে স্থাপন!
কে কবে শুনেছে, জননী করেছে দান
নিজ গর্ভজাত পুত্রে, ঘাতকের অসি—
তলে,—রক্ষিতে প্রভুর সুতে? দেবতারা
পারে না'ক হেন পুণ্য করিতে সাধন!

ধন্য তুমি পান্না দেবী! ধন্য ধাত্রী! ধন্য
রাজপুত-নারী! করো না রোদন! পান্না!
তনয় তোমার, প্রাণ দিয়ে পাইয়াছে
প্রাণ, শত বনবীর না পারে নাশিতে
যাহা,—শত গুপ্ত অসি, পড়িবে যাহাতে
ফুল রাশি হয়ে,—অর্চ্চনার অর্ঘ্য হয়ে,
আরাত্রিক-দীপ হয়ে! নিরুদ্ধ নয়ন
স্রুতপূর্ব্ব অশ্রুজলে পুষ্পমাল্য গাঁথি,
আশিষ-চন্দন গন্ধে, করুক বরণ
পুত্রের আত্মায়! এবে সম্বর রোদন!
উদয়-জীবন এখনও নিরাপদ্
নহে। শোকে, হওনা মন্থর। চল এই
রাত্রে, কুমারে লইয়া পলাই আমরা!
প্রভাত-উদয়ে, বনবীর যদি বুঝে
প্রবঞ্চিত হইয়াছে উদয়-জীবনে,
সহস্র প্রয়াস তব রক্ষিতে তাহারে,
হইবে বিফল।

পান্না।　　কিন্তু,—যারে রেখে যাব,
কার কাছে রেখে যাব? মাতৃ-অঙ্ক তার,
হইয়াছে শ্মশানের চিতাসজ্জা; মাতৃ-
বুলি হইয়াছে রবহীন, রসনায়!
বাপ্‌রে আমার! কোথা গেলি পাষাণীরে
ত্যজি'? আমাকেও তোর সাথে লয়ে চল্‌!

(মৃত পুত্রকে আলিঙ্গন) গোবিন্দ ! গোবিন্দ !
দেখ, দেখ, সিন্দূরের হ্রদে স্নান করে
বাছনি আমার ! আহা দেখ, দেখ, চেয়ে
আছে মোর-পানে ! চাহে বুঝি করুণার
বিন্দু মোর কাছে ! ওরে বৎস, আমি যে
পাষাণী, আমি যে মরু, বারিবিন্দু হীন।
বাপ্ আমার মা বলিয়ে ডাক্ একবার,
বনবীর হস্তে তোরে দিব না'ক আর !

গোবিন্দ। কি করুণ দৃশ্য ! কেমনে বুঝাই এবে,
পুত্র-হারা জননীরে ! কিন্তু,—

পান্না। দেখ, দেখ
ওষ্ঠ নড়ে, বুঝি বেঁচে আছে বাছা মোর !

গোবিন্দ। (মৃত শিশুকে স্পর্শ করিয়া)
হিম অঙ্গ ! বহু পূর্ব্বে মৃত্যুর শীতল
স্পর্শ করিয়াছে আলিঙ্গন ! পুত্র-হারা
মাতা, স্নেহে অন্ধ, মায়ার স্বপন-চক্ষে
নন্দনে জীবিত হেরে ! সমুচ্চ শিখর
হতে পড়ে যবে শৈল-ধারা উপত্যকা-
ভূমে, করে বন্যাসৃষ্টি ; সেই মত স্নেহ,
ধর্ম্মের শিখর হতে পড়ে যবে, এই
নিম্ন বিশ্ব-উপত্যকা মাঝে, ভাসাইয়া
দেয় গ্রাম, বন, নগর, প্রান্তর ;

পান্না। হের !

হের ! রক্ত-জবা দিয়ে পূজা করে ব্রহ্মা,
বিষ্ণু, মহেশ্বর বাছারে, আমার ! সরে
যাও—সরে যাও ! অকল্যাণ হবে তার !
কাজ নেই বাছা, পূজা লয়ে দেবতার !
পলাইয়া যাই চল্ আমরা দুজনে ।
নহে, যদি হেরে পূজা বনবীর, ব্রহ্মা
বিষ্ণু মহেশ্বরে না মানিবে দৈত্যরাজ !

গোবিন্দ । তাই ভাল । চল যাই কুমারে লইয়া,
নিশীথের অন্ধতার লয়ে সহযোগ ।

উদর । (পুষ্পকরণ্ডক হইতে) ধাই মা ! ধাই মা !

পান্না । এতক্ষণ আছ তুমি এ হেন শয্যায় ?
মরে যাই—কত কষ্ট হয়েছে তোমার !
কাজ নাই থাকিয়া হেথায়, কাজ নাই
রাণা হয়ে তোর,—সহস্র উন্মুক্ত খড়্গ
লুক্কায়িত যাহার পশ্চাতে ! চল্, ত্যজি
রাজপুরী ! থাক্ মোর পুত্র হেথা রক্ষী
হয়ে তোর, আগুলিতে রাজ-সিংহাসন !
কিন্তু— ! কিন্তু—পুত্র যদি উঠে চাহে জল,
কে দিবে তাহারে জল ? বনবীর এসে,
যদি জল বিনিময়ে, দেয় নররক্ত
করিবারে পান, যদি দেয় বসাইয়ে
বক্ষে তার উন্মুক্ত কৃপাণ ! হোক ! ভয়
নাই,—পুত্র মোর পাষাণে গঠিত ! তুষ্ট

বনবীর পারিবে না পাষাণ ভেদিতে। (নেপথ্যে পদশব্দ)

গোবিন্দ। চল, চল বিলম্ব কোরোনা, বনবীর
আসে বুঝি পুনরায়!

পান্না। হাঁ, হাঁ, চল, চল,
লোকালয় ত্যজি, পর্ব্বত গহ্বর মাঝে!
অঙ্কে করি লয়ে চল স্নেহের রতনে।
(পুষ্পকরণ্ডক হইতে উদয়কে তুলিয়া লইয়া গোবিন্দের প্রস্থানোদ্যোগ)

পান্না। (যাইতে যাইতে পুনরায় ফিরিয়া) বাপ্‌রে আমার!
একবার শেষবার আয় কোলে মোর!

গোবিন্দ। পান্না! বৃথাশোকে ডুবায়োনা সব। বুঝ
বিচারিয়া, মুহূর্ত্ত বিলম্ব হ'লে, যারে
বাঁচায়েছ, তাহারেও পাবেনা ফিরায়ে।

পান্না। তবে যাই চল। পুত্র সনে মাতৃ-নাম,
রেখে গেনু মেবার-শ্মশানে। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া)
না—না—আর
একবার,—আর একবার,—শেষবার—
দেখে যাই তারে!

গোবিন্দ। ওই বুঝি বনবীর
আসে! সব যাবে! দুই শিশু প্রাণ দেবে
এইবার! (পান্নাকে ধরিয়া লইয়া চলিলেন)

পান্না। বাপ্‌রে আমার! বাপ্‌রে আমার! (উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—দেবলরাজ সিংহরাওয়ের বিশ্রামাগার।

সিংহরায় ও সম্মুখে বিদূষক।

সিংহরাও। শুনলুম নাকি, রাণা বনবীর, কারাবদ্ধ রাণা বিক্রমাজিৎ ও কুমার উদয়সিংহকে গুপ্তহত্যা করেছেন।

বিদূষক। ও আমি অনেকদিন শুনেছি মহারাজ! এমন কি, আপনি শুনলে বিস্মিত হবেন, যে এ ঘটনা ঘটবার বহুদিন আগে, আমার কর্ণ-গোচর হয়ে গেছে।

সিংহরাও। কিন্তু বনবীর এমন কাজ করবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

বিদূষক। আপনার স্বপ্ন, অতদূর ভাববার সাহস পায় নি। আর কাঁহাতকই বা বেচারী স্বপ্ন পেরে উঠে, বলুন দেখি? একবার সুন্দরী নর্ত্তকীদের কথা ভাববে,—একবার রাজকোষের কথা ভাববে,—একবার আপনার শরীরের কথা ভাববে!—এত ভাবলে, বনবীরের কথাটা আর কখন ভাবে, বলুন ত? বেচারীর, নাইবার খাবার সময় পর্য্যন্ত যে থাকে না।

সিংহরাও। কিন্তু রাণা বনবীর, মেবারের সিংহাসনে বসবার আগে, যে রকম ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন, তাতে যে তিনি পরে গুপ্তহত্যা করবেন, এটা যেন একটা অসম্ভব ব্যাপার।

বিদূষক। ছুরিখানা রাণার হাতে ছিল বটে, কিন্তু ছুরি চালিয়েছিল পেছন থেকে শ্রীমতী রাণীমা। এই রাণীমার মস্তিষ্কের ঘৃত সরবরাহ করেন একজন, তাঁর নাম হ'ল খুড়োমশায়। লোকটা প্রথমে বনবীরকে দুচক্ষে দেখতে পারত না,—গালাগালি দিয়ে তার পরকালের পিণ্ডদান ক'রে বেড়াত। কিন্তু যখন রাণা বনবীর তার ইহকালের পিণ্ডির যোগাড় করে দিলে, তখন রাণার ওপর তার পিরিত,—দোজপক্ষে যুবতী পরিবারের ওপর যেমন বুড়ো ভাতারের চারঠেঙে পিরিত হয়,—সেই ধরণের একটা প্রেম, ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে শিঙ নেড়ে ঠেঙে উঠল। মহারাজ! সোনা, হীরে, জহর পেলে খুড়োমশায় ত খুড়োমশায়, অমন কত জ্যাঠামশায় পর্য্যন্ত নেজে গোবরে লুটিয়ে পড়ে।

সিংহরাও। যাহ'ক, বনবীর খুব মজা লুটে নিলে।

বিদূষক। মহারাজ! এই দুটো জিনিষ আছে পৃথিবীতে;—একটা হ'ল গুপ্তহত্যা, আর একটা হ'ল গুপ্ত প্রেম। দুটোই যেমন মধুর, তেমনি অম্ল। শাঁসে বড় মধুর; কিন্তু আঁটির দিকটা তেমনি টক। যখন শাঁস খাওয়া যায়, তখন মনে হয় "আহা রে, কি মজাটাই লুটচি"। কিন্তু যখন আঁটী আসে, তখন বাপ্ বাপ্ ডাক ছাড়তে হয়। বনবীর এখন শাঁস খাচ্চেন, এখন বাছাধন বুঝতে পারবেন না; এর পরে যখন আঁটী আসবে, তখন সুদশুদ্ধ মজা বেরিয়ে আসবে।

সিংহরাও। সিংহাসন জিনিষটা দেখতে পাচ্চি বড় গরম। যে বসে, তারই মাথা টগ্‌বগ্ ক'রে ফুটতে থাকে। মাথার ভেতর কেবল খুন, গুপ্তহত্যা, রাহাজানি, এইসব সয়তানের পাত্রমিত্র ঘুরতে থাকে।

বিদূষক। কিন্তু তাহ'লে শুধু মাথা গরম হয় কেন? শরীরের মধ্যে আরও ত সব অঙ্গ আছে, সে সব অঙ্গ গরম হয় না কেন? এই ধরুন পিট!

সিংহরাও। পিট গরম হতে পায় না, পিটের ওপর একজন্ চড়ে বসে থাকে বলে। এই ধর, আমার পিটে তুমি চড়ে বসে আছ। বনবীরের পিটে শুনতে পাই, তার পত্নী চড়ে বসে আছে; রাণা পৃথ্বিরাজের পিঠে শীতলসেনী নামে একটা দাসী চড়ে বসে ছিল।

বিদূষক। বুকটা গরম হয় না কেন?

সিংহরাও। রাজাদের বুকের ওপর যে একটা পাথর চাপান থাকে!

বিদূষক। পেট?

সিংহরাও। পেট গরম ত রাজারাজড়াদের ভেতর সকলকারই। এমনকি, রাজারাজড়াদের বাড়ীর টিকটিকিটার অবধি পেট গরম হয়।

বিদূষক। হাঁ, হাঁ, দেখেছি বটে। টিকটিকির তরল বিষ্ঠায়, রাজা-রাজড়াদের ফরাসগুলোয় বসবার যো নেই। বেটাদের বিষ্ঠা ত্যাগ করবার সময় হলে, বড়লোকের বিছানায় না হলে, সুবিধে হয় না।

সিংহরাও। যাহ'ক, রহস্য ছেড়ে দিয়ে বলতে হবে, যে রাণা বনবীরের মাথাটা আগে ঠাণ্ডা ছিল, কিন্তু সিংহাসনে উঠবার পরই, বড় বেজায় রকম গরম হয়ে উঠেছে।

বিদূষক। কিন্তু তলোয়ারখানা বোধহয় তেমন আর গরম নেই!

সিংহরাও। আছে বৈকি বেশ গরম। মেবারের মধ্যে বনবীরের মত কোনও বীর আছে কিনা সন্দেহ! সন্দেহ কেন, নিশ্চয়। বনবীরের সম্মুখে তরবারি হস্তে দাঁড়াতে পারে, এমন রাজপুত ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে নাই।

বিদূষক! বলেন কি মহারাজ?

সিংহরাও। আমি বহুযুদ্ধে তার বীরত্ব দেখেছি। অসাধারণ বীর!

বিদূষক। আর মহারাজ ত বড় কম যুদ্ধ করেন নি! কেবল যুদ্ধস্থলেই দেখতে পাওয়া যায় না।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবারিক। মহারাজ! মেবার হতে একটি রমণী ও একজন পুরুষ আপনার চরণদর্শন প্রার্থনা কচ্চে।

সিংহরাও। মেবার হতে?

দৌবারিক। আজ্ঞে হাঁ।

বিদূষক। রমণী? এতরাত্রে? হাতে ফুলের মালা আছে নাকি? তার কি দুটো দিন সবুর সয় না? একেবারে পরমাণিক, পুরোহিত সঙ্গে ক'রে হাজির! তা, মহারাজের যে রূপ, বিলম্ব সইবে কেন?

দৌবারিক। রমণীটির ক্রোড়ে একটি শিশু সন্তান।

বিদূষক। সন্তান? মহারাজ কি একেবারে গাইবাছুরে বিয়ে করবেন নাকি? তা বলা যায় না, আজকাল নাকি সধবা বিবাহও চলছে, বিধবা বিবাহের ত কথাই নাই।

সিংহরাও। রহস্য রাখ ব্রাহ্মণ! (দৌবারিকের প্রতি) দৌবারিক! উভয়কে আমার সম্মুখে লয়ে এস।

বিদূষক। দাঁড়ান, দাঁড়ান মহারাজ। আজকাল যেরকম গুপ্তহত্যা ও গুপ্তপ্রেমের দিন পড়েছে, সমুচিত সন্ধান না লয়ে কাহাকেও কাছে আসতে দেবেন না। আগে সব জিজ্ঞাসা করে লই।

সিংহরাও। (হাসিয়া) গুপ্তহত্যায় তোমার ভয় থাকতে পারে, কিন্তু গুপ্তপ্রেমে তোমার ভয় কি?

বিদূষক। মহারাজ! গুপ্তহত্যার চেয়ে গুপ্তপ্রেমে আরও অধিক ভয়! বিশেষতঃ যদি প্রেমিকা বর্ষীয়সী হন। প্রেমান্ধা বর্ষীয়সী প্রেম

চর্চ্চায় বিঘ্নপ্রাপ্ত হ'লে,—আপন সন্তানকেও হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয় না! (দৌবারিকের প্রতি) পুরুষটি রমণীর কোনদিকে দাঁড়িয়ে আছে, বলতে পার?

সিংহরাও। (হাস্য তা জেনে কি হবে?

বিদূষক। মহারাজ, আপনি একটু ক্ষান্ত হন দেখি, আমি জিগ্‌গেস-পড়া গুলো সব করে নি। মহারাজ! পুরুষটী যদি রমণীর স্বামী হয়, তাহ'লে সে রমণীর ডানদিকে দাঁড়াবে। আর যদি স্বামী না হয়ে অন্য কেউ হয়, তা হলে বামে, সম্মুখ, পশ্চাতে যে কোনও দিকে দাঁড়াতে পারে।

সিংহরাও। আর যদি উপস্বামী হয়?

বিদূষক। আঃ! তা হলে ত রমণীটি পুরুষটীর ঘাড়ে চড়ে এসে হাজির হবে।

সিংহরাও। একটু ভুল হল সখে। বয়ঃস্থা স্ত্রীলোক হ'লে আবার ঠিক উল্‌টো হয়। স্ত্রালোকটীর ঘাড়ে চড়ে পুরুষ আসে।

বিদূষক। বগলেও কথন কথন দেখতে পাওয়া যায়! আবার স্থানে স্থানে, পুরুষের মুক্তকচ্ছ ধ'রে রমণী আসচে, তাও দেখতে পাওয়া যায়।

দৌবারিক। মহারাজ! দাসের প্রতি কি আজ্ঞা হয়?

সিংহরাও। তুমি তাদের এইখানেই লয়ে এস।

(দৌবারিকের প্রস্থান)

বিদূষক। কিন্তু হাতে যদি ছোরাছুরি, এমনকি জাঁতি বটী পর্য্যন্ত থাকে, তাহলে আমি আর এখানে থাকছি না মহারাজ। একে রমণী, তাতে রাত্রিকাল, তাতে হাতে ছোরাছুরি; ভোঁ ক'রে গুপ্তপ্রেমটা গুপ্তহত্যায় গিয়ে দাঁড়াবে।

(উদয়কে ক্রোড়ে লইয়া পান্নাধাত্রী ও গোবিন্দপ্রধানের প্রবেশ)

গোবিন্দ ও পান্না। মহারাজের জয় হউক।

সিংহরাও। কে তোমরা ?

গোবিন্দ। মহারাজ! মেবার নিবাসী মোরা! আমি
ক্ষৌরকার,—রাজপুরীমাঝে গৃহ মোর।
মেবার রাণার ভৃত্য আমি।

সিংহরাও। কি কারণে
আগমন ?

বিদূষক। এঃ! এটা আর আপনি বুঝতে পারলেন না মহারাজ! বেচারীর চাকরি গেছে, আপনার এখানে চাকরি করতে চায়! কেন হে বাপু? মেবারের রাণা বনবীর কি আজকাল দাড়ি গোঁপ কামান বন্ধ করে দিয়েছেন ?

সিংহরাও। সঙ্গে এ স্ত্রীলোকটি কে ?

পান্না। দাসী রাজধাত্রী।

সিংহরাও। তোমার ক্রোড়ে ওটি কার পুত্র ?

পান্না। মহারাজ! এটি, মহারাণা সংগ্রামসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র, নাম উদয়সিংহ।

বিদূষক। (চমকিয়া উঠিয়া) অ্যাঁ! বল কি ? তার চেয়ে একটা গোলন্দাজি বন্দুক কোলে ক'রে এলে না কেন ? এই শুনলুম, কুমার উদয়, গুপ্তহত্যারূপ নৌকায় চড়ে, পৃথিবী থেকে পাড়ি মেরেছেন ?

পান্না। মহারাজ! বাঁচায়েছি নৃশংস ঘাতক—
হস্ত হতে তারে! পুষ্পকরণ্ডক মাঝে
রাখিয়া লুকায়ে, অতিকষ্টে বাঁচায়েছি

তার প্রাণ! নহে বাপ্পাবংশ হ'ত লুপ্ত,
ধরা হতে।

সিংহরাও। তবে মিথ্যা জনরব! নহে
হত কুমার উদয়।

বিদূষক। পাগল নাকি! দেশশুদ্ধ লোক বলচে, কুমার উদয় গুপ্ত-হত্যায় হত হয়েছে, আর একজন অপরিচিতা রমণী এসে বলবে "কুমার উদয় হত হন নি; এই সেই কুমার।" আর অমনি আমাদের সেই কথা মেনে নিতে হবে!

সিংহরাও। ভদ্রে? বাক্যে তব জন্মিছে সংশয়! কহ
দেশব্যাপী জনরব যেথা, সঙ্গসিংহ—
সুত কুমার উদয় হত, বিশ্বাসিব
কেমনে কাহিনী তব?

পান্না। বিশ্বাস না হয়,
হের মুখ কুমারের, হের সুবিস্তৃত
নীল নভঃসম ললাট প্রদেশ। যাহে
চন্দ্রসূর্য্য সম, শোভা পায় আঁখিদ্বয়,—
কভু মধ্যাহ্ন কিরণে, কভু কৌমুদীর
কান্ত কলালাপে, প্লাবিছে মেদিনী। কভু
অবজ্ঞা-পুলকে শাসিছে অরাতিবর্গ।
শ্রবণ বিশ্রান্ত, তার এহেন নয়ন
দৌবারিক-কোষমুক্ত অসি সম, কিম্বা
শরীর-রক্ষী প্রহরীর মত, ঘেরিয়া
রক্ষিছে সুপ্রকট রাজটীকা ললাট—

আসনে। নেহার পুনঃ, বালকের দীর্ঘ
রাজোচিত মাংসপেশীময় অবয়ব :
কিবা কান্তি, যেন বাপ্পারাও পুনর্জন্ম
লইয়াছে মেবার প্রদেশে। হের পুনঃ,
চম্পক কোরক সম অনামিকা মূলে
সংগ্রাম সিংহের নামাঙ্কিত, বহু মূল্য
হীরক খচিত অঙ্গুরীয়। এ সকল
চিহ্ন হেরি অবিশ্বাস কোথা পায় ভূমি ?

বিদূষক। মহারাজ! এসব মাখন-মাখানো কথায় ভুলবেন না। আপনি পুরুষ মানুষ ; পুরুষ মানুষ শুনেছি, পাথরের জাত! মাখনের কাছে পাথরের সম্মান রাখবেন। বাছা ধাত্রি, যদি সত্যিই এই ছেলেটি মেবারের রাজকুমার হয়, কে ওকে আশ্রয় দেবে? ঐ শিশুকে আশ্রয় দিলে, সেই মহাবীর বনবীরের রোষকষায়িত নেত্রকেও যে আশ্রয় দেওয়া হবে? মহারাজ! যদি ঘাড়ের ওপর মাথাটাকে বজায় রাখতে চান, তা হলে এই তুম্মুখো তলোয়ারটিকে গলায় ঝুলোবেন না।

সিংহরাও। সত্য কথা বলিয়াছ সখে। হে অজ্ঞাত
পুরুষ! হে ভদ্রে! চেষ্টা করো অন্য স্থানে।
মম পক্ষ অসমর্থ, আবরিতে ওই
ভস্মাবৃত জ্বলন্ত অঙ্গারে। ডরি আমি
বনবীরে! জানি, মহাবীর সেই জন।

পান্না। একি কথা শুনি! ডর? রাজপুত ডরে
কর্ত্তব্য পালিতে? মহারাজ! যদি ক্ষত্র
হয়ে, ডর বনবীরে, ওই নদীগর্ব্ভে

ফেলে দাও অসি,—শূকরের বিষ্ঠাময়
বাসে, ফেলে দাও বঞ্চনার মাতৃ-গর্ব্ব
রাজার মুকুট,—চূর্ণ করো শুষ্ক এই
কাষ্ঠ সিংহাসন ; ক্ষত্র নাম মুছে ফেল
উপাধি হইতে! আর কেন? ডুবায়োনা
রাজপুত নাম, অনন্ত কলঙ্ক-পঙ্কে।

গোবিন্দ। স্থির হও নারী! আসি তবে মহারাজ!
বড় ব্যথা বাজিল পরাণে! এস পান্না।

(প্রস্থান)

বিদূষক। আরে ম'লো। ভিখিরির আবার তেজ দেখেছ! মহারাজ আপনি ব'লে তাই সহ্য করলেন,—আমায় যদি কেউ অমন ক'রে বলতো, তাহ'লে গিন্নিকে ডেকে, দুঘা জুতো বসিয়ে দিতাম।

সিংহরাও। যাক্, যাক্, স্ত্রীলোক অবধ্য। তা না হ'লে আমিই কি ছেড়ে কথা কইতুম? বেশ ক'রে দুঘা দিয়ে দিতুম।

বিদূষক। তা আর জানি না মহারাজ? আপনার মত বীর এজগতে কটা আছে? বনবীরের পরেই বীর সিংহ রায়। আগে বন, তারপর সিংহ। তবে কি জানেন, মহারাজ, স্ত্রীলোকের উপর বীরত্বটা যেমন সুকর, এমন আর কোন বস্তুই নয়। ও দুঘা দিয়ে দিলেই হত।

সিংহরাও। কি জান বিদূষক, ও স্ত্রীলোকটি কিছু পুরুষ-প্রকৃতি।

বিদূষক। যা বলেছেন, সেই জন্যে ত আমিও সাহস করলুম না।

সিংহরাও। যাক্ গে। ক্ষমা গুণ মানুষের বড় গুণ!

বিদূষক। বড় গুণ। বিশেষ যদি প্রতিপ্রহারের ভয় থাকে!

দ্বিতীয় দৃশ্য—রাজবাটী অলিন্দ।

রাণী সুরেখা ও তৎপশ্চাৎ খুড়ো মহাশয়ের প্রবেশ।

খুড়ো। মহারাণী! মা জননী! আমার বখ্শিশ্‌টা তাহ'লে কবে পাব?

সুরেখা। পাবে বৈকি। আমাদের একটু নিশ্চিন্ত হতে দাও।

খুড়ো। আর নিশ্চিন্ত ত হয়ে গেলেন। আর চিন্তা কি? এখন পুত্রপৌত্রাদিক্রমে মেবারের রাজসিংহাসন ভোগদখল কর্ত্তে থাকুন। আমরা রাজভক্ত প্রজা, আমাদের দেখেই সুখ। কিন্তু আমার বখ্‌শিশ্‌টার যে আর বিলম্ব সইছে না মা!

সুরেখা। একটু সবুর কর, আমাকে আমাদের অবস্থাটা একটু ভাল ক'রে বুঝতে দাও। এই ঘটনার পর, প্রজারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কিনা, সেই টুকু মাত্র দেখতে দাও।

খুড়ো। বিদ্রোহ? বিদ্রোহ কেন করবে? আমি ত সব প্রজাদের বুঝিয়ে দিয়েছি, যে রাণা বিক্রমাজিৎ হঠাৎ রাত্রে ভীষণ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হন, কবিরাজ ডাকতে না ডাকতেই তাঁর নাড়ি ছেড়ে যায়, এবং তাতেই তিনি সেই রাত্রে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন। আর উদয়সিংহ হঠাৎ সেই রাত্রে পেঁচোয় পেয়ে হাত পা ছুঁড়তে থাকে, ধাই মাগীটার অসাবধানে একখানা বঁটির ওপর পড়ে, আধ খানা হয়ে মারা পড়ে। ধাই মাগীটা শাস্তির ভয়ে, রাতারাতি কোথায় যে বিবাগী হয়ে গেল, তার আর কোনও সন্ধান নেই। আর রাণার হুকুম, তাকে খুঁজে পেলেই, রাজকুমার হত্যার অপরাধে, একেবারে শূলে চাপিয়ে দেওয়া হবে।

সুরেখা। প্রজারা এ সকল কথা বিশ্বাস করেছে ?

খুড়ো। করবে না ? অমি একজন সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারী ব্যক্তি ; আমার কথা বিশ্বাস করবে না ? আমাকে মেবার দেশের লোকেরা খাতির করে কত ? রাস্তা দিয়ে যখন চলি, দুধারে যত লোক সব পেছন ফিরে দাঁড়ায়, আমার সঙ্গে চোকো চোকি করবার সাহস পর্য্যন্ত তাদের হয় না। আমাকে তারা এত খাতির করে !

সুরেখা। যাক্, যা হবার, পরে বুঝা যাবে।

খুড়ো। আর, রাণা বনবীর নিরাপদ্ হওয়াতে আমাদের যে কি আনন্দ হয়েছে, তা আর আপনাকে কি জানাব মা ? অনেক দিন ধ'রে চেষ্টা কচ্চি, যাতে রাণা বনবীরকে মেবার দেশে নিরাপদ ক'রে দিতে পারি, এতদিন পরে আমার সে চেষ্টা সার্থক হ'ল। ওহো, রাণীমা, আমার যে কি আনন্দ হয়েছে, তা আর আপনাকে কি ব'লে বোঝাব ! হাসতে হাসতে, অন্ন মুখে দিতে পারি না—বিষম লাগে ; নিদ্রা যেতে পারি না, হাসির স্বপ্নে জেগে পড়তে হয়। মনের আনন্দ যেন দুই ঠোঁটের মাঝখান দিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে পড়চে।

সুরেখা। তোমার আনন্দ হবারই ত কথা ; তুমি যে আমাদের জন্য অনেক করেছ।

খুড়ো। করেছি ব'লে করেছি ! সেই ভয়ঙ্কর রাত্রে,—অবধান করুনগে—টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি হচ্চে, কড়্ কড়্ শব্দে বাজগুলো যেন পৃথিবীর বুকটাকে দুফাঁক করে দিচ্চে, চিক্‌মিক্ ক'রে বিদ্যুৎ হাসচে,— যেন দেবতাগুলো আমাদের কাণ্ড কারখানা এক একবার জানালা খুলে দেখে নিচ্চে, আবার তখনি ভয় পেয়ে বন্দ করে দিচ্চে ;—এমন রাত্রে বিক্রমাজিতের সেই পাঁচমণে লাস একা ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে গিয়ে,

মাঠের মাঝখানে পুঁতে ফেলেছি; উদয় ছোড়াটার বুকে, একখানা আধমুণে পাথর বেঁধে, কূপের মধ্যে ফেলে দিয়েছি। এসব আমি একা করেছি,—এই বুড়ো হাড়ে!

সুরেখা। কেন পিতা আর গণকঠাকুর ত তোমার সঙ্গে ছিলেন?

খুড়ো। আরে রেখে দিন্ তাদের কথা। তাদের কর্ম্ম এই সকল বড় বড় মহৎ কার্য্য করা? তাঁরা ত সেই লাস দেখে, আর রক্ত দেখে, ভয়ে আঁৎকে উঠে, ঐ আম গাছের তলায় চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর আমি একা—অবধান করুন্‌গে,—একা লাস বয়েছি, মাটি খুঁড়েছি, মাটির মধ্যে রেখেছি, মাটি চাপা দিয়েছি। আবার পাছে লোকে সন্দেহ করে ব'লে, রাতারাতি তার ওপর ভ্যারাণ্ডা গাছ বসিয়ে দিয়েছি। এই একা,—বুঝলেন মা—একা। আমি না থাকলে, ও আপনার মেবার সিংহাসন সব উল্‌টে পাল্‌টে গোলমাল হয়ে যেত। যাক্, সেজন্যে আমি বাহাদুরী লইনে; দেশের কাজ করেছি, একটা ধার্ম্মিক রাজার ধর্ম্ম-কার্য্যে সহায়তা করেছি; সেজন্যে আমি বাহাদুরী করিনে। আমাদের রাণা বনবীর বেঁচে থাকুন, একশো বছর পরমায়ু হোক্,—দুশো বছর পরমায়ু হোক্;—আমাদের রাণী মা—সাত রাজার মা হ'য়ে, সাত্ সাত্তে বিয়াল্লিশটা রাজার ঠাকুমা হয়ে, পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে মেবার দেশে রাজত্ব করতে থাকুন, ব্যস, তা হ'লেই আমাদের আনন্দ। আর কি?

সুরেখা। তোমার কি বক্‌শিস চাই?

খুড়ো। বেশী কিছু চাই না মা। আমি গরীব লোক, গরীবলোকের মতই আমার বখশিস্। আমি শুধু ঐ যশলুমির পরগণাটা চাইচি। ঐ যশলুমির পরগণাটার, আমি যেন সামন্ত করদাতা নরপতি হই। দেখুন, বছর বছর কর দ্বিগুণ ক'রে দেব। আর সপ্তাহে একবার ক'রে এসে,

আপনার ঐ মহিমান্বিত চরণ যুগলের পাদকজল খেয়ে যাব। দেখুন মা, উপকারীকে অসন্তুষ্ট করবেন না। অধম চাকরকে, সোজা রাস্তা দেখিয়ে দেবেন না। এ অধম বুদ্ধিব্যবসায়ী, রাণা বনবীরের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়েছে।

সুরেখা। আচ্ছা তাই হবে। তোমাকে অদেয় এখন আমার কিছুই নাই। কাল সকালে এস, একখানা পরওয়ানা লিখে দোব; কিন্তু একটা মুস্কিল আছে যে জগৎসিংহ, যশল্মিরে যে সামন্ত নৃপতি আছে, তাকে যে পদচ্যুত করতে হবে।

খুড়ো। সে ভার আমার ওপর রাখুন মা। যেমন ক'রে বিক্রমাজিৎ পদচ্যুত হল, তেমনি ক'রে তাকেও পদচ্যুত করা যাবে। পদচ্যুত করা, একটা অন্ধকার রাত্রি আর একখানা ধারাল ছুরির মামলা। জয় ভগবান্, রাজভক্ত প্রজা আমি!

সুরেখা। আচ্ছা সে যা হয় হবে, তুমি কাল এস।　　(প্রস্থান)

খুড়ো। তথাস্তু, তথাস্তু। যাই গিন্নিকে বলিগে যাই, দেখ্‌লি বুদ্ধির জোরে কি না হয়? সোণার আংটি, হীরের আংটি, মুক্তার হার, মুক্তোর সাতনলি, লক্ষ টাকা, আবার শেষে যশল্মিরের একচ্ছত্র সামন্ত নরপতি! জয় রাজা খুড়োমশায়ের জয়! বাবা! বুদ্ধির জোরে হয় না কি? আবার আর একটু যদি বুদ্ধিকে এগিয়ে দিতে পারি, তা হ'লে চাই কি,——যাক্, সে কথা এখন মুখে উচ্চারণ করা হবে না। জয় রাজা খুড়োমশায়ের জয়! জয় যশল্মিরের স্বাধীন নরপতির জয়!

তৃতীয় দৃশ্য—রাত্রিকাল। মেবারের রাজপুরী। কক্ষ।

বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। (স্বগতঃ) তাই,—সে কারণে বধিলাম গুপ্ত অস্ত্রে,
শৃঙ্খলিত বিক্রমাজিতেরে! সে কারণে
ক্ষুদ্র এক বালকের প্রাণ, সুরঞ্জিত
করে দিল, মসীময় নিশীথ-ছুরিকা
মম! পাপ? কারে বলে পাপ? পাপ নহে
ক্ষত্রিয়ের, নিজ ক্ষেত্র সুরক্ষিত করা!
পাপ নহে নৃপতির, রাজ্য সিংহাসন
নিরাপদ করা! আত্মরক্ষা পাপ যদি
হয়, পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয় পাপী।
তবে! দুশ্চারিণী পাপ চিন্তা? যাও, মন
হতে! স্মৃতি? ডুবে যাও অতল সাগরে!
(পরিক্রমণ)
কিন্তু,—একি! একি! করতলে রক্তরেখা
কেন? আজও যেন জবাপুষ্প প্রায়, জ্বলে
সমুজ্জ্বল, সূর্য্যের কিরণ মাখি'? আরে,
রক্তচিহ্ন? কতবার ধৌত করিয়াছি!
কত বার মুছিয়াছি বস্ত্রভাগ দিয়া!
তবু কি যাবি না? অবাধ্য নয়ন হতে,
তবু লুপ্ত হইবি না? রবি চিরকাল

পাছু পাছু, দগ্ধাইতে হৃদয় আমার ?
নিশীথে নিদ্রার দ্বারে রহিবি অতিথি ?
সুরেখা ! সুরেখা ! আন জল, ধৌত করি
পুনরায় করতল মম ! নহে আন
তীক্ষ্ণ তরবারি, ছেদন করিয়া ফেলি
অতীতের স্মৃতিশাখা ! সুরেখা ! সুরেখা !
কে সুরেখা ? কোথায় সুরেখা ? আছে দেখি,
শুধু রক্তরেখা করতলে ! জীবনের
চিরসঙ্গী ! শ্মশানের অনল ভোজনে,
তবে যদি ক্ষুধা তার মিটে !

(বিক্রমাজিতের প্রেতমূর্ত্তি সহসা আবির্ভূত হইল)

প্রেতমূর্ত্তি। বনবীর !

বনবীর। একি—একি ভীষণ মূরতি ! শীর্ণ, জীর্ণ,
মাংস হীন, চর্ম্ম হীন দেহ ! শুধু অস্থি
ধরিয়াছে নরের আকার ! হাহাকার
অঙ্গে অঙ্গে করিছে চিৎকার ! ধূমাকার
রক্তধারা, বক্ষের পঞ্জর হতে, ছোটে
অনিবার ! তার মাঝে ছুরিকা ভীষণ,—
করিতেছে শোণিত বিভাগ ! কেরে তুই !
কাহার মূরতি ? যক্ষ, রক্ষ, ভূত, প্রেত,
দানব, পিশাচ—কোন্ জাতি ?

প্রেতমূর্ত্তি। নহি আর
জাতিগত আমি,—আমি বিক্রমাজিৎ।

বনবীর। বিক্রমাজিৎ! বিক্রমাজিৎ! মৃত্যুর ওপার
হতে জীবলোকে কেমনে আসিলি?

প্রেতমূর্ত্তি। হিংস্র
বনবীর! তুই মোরে মৃত্যুর ওপারে
করিলি প্রেরণ। প্রতিশোধ তার আমি
করিব প্রদান!—দিনে, দিনে, ক্ষণে, ক্ষণে,—
নিশীথের অন্ধকার মাঝে, নিদ্রাঘোরে
দুঃস্বপন হয়ে,—সুখের বিশ্রামে বক্ষো
মাঝে শূলব্যথা হয়ে,—প্রেমেতে বিরহ,
স্নেহে হিংসা, শৌর্য্যে দুর্ব্বলতা, শান্তি মাঝে
রোগের দাহন হয়ে,—জ্বালাইব তোরে।
শান্তি কোথা জীবনেতে তোর? প্রতিদিন,
প্রতি রাত্রি এইরূপে দেখা দিব তোরে!
এই মোর প্রতিশোধ!

(সহসা অন্তর্দ্ধান)

বনবীর। কই, কোথা গেল!
কোথায় মিশাল! বিক্রমাজিৎ! বিক্রমাজিৎ!

(সম্মুখে এক বালকের মূর্ত্তির আবির্ভাব)

বিক্রমের পরিবর্ত্তে বালক আসিল!
কাহার সন্তান তুই দুগ্ধপোষ্য শিশু?
উদয়? না—না—এ কার শিশু? কার ক্রোড়ে?

(এক স্ত্রীলোকের ক্রোড়ে ঐ বালকের মূর্ত্তির আবির্ভাব)

পান্না ধাত্রী! আরে, আরে নীচকুলোদ্ভবা

দাসী! নিশীথে রাণার গৃহে, নিদ্রাকালে
কেমনে পশিলি? একি, একি, দর দর ধারে
রক্তধারা বালকের বক্ষ হ'তে বহে!
ছুরিকা আমার, করে পান সেই রক্ত—
ধারা! একি! একি! রক্তের সাগর! ভরে
গেল গৃহ মোর রুধির তরঙ্গে! পান্না!
পান্না! একি! পান্না নহে! করালী কালিকা

(সহসা কালিকা মূর্ত্তির আবির্ভাব)

চতুর্ভুজা—মুক্ত অসি লয়ে ছুটে আসে
বধিতে আমারে! মেরো না, মেরো না, মাতঃ!

(জানু পাতিয়া করযোড়ে স্তব)

'কালী করাল বদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী
বিচিত্রখট্টাঙ্গধরা, নরমালা বিভূষণা
দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা!'
মাতঃ! সম্বর, সম্বর রোষ! ক্ষমা করো
অধম সন্তানে।

(কাঁপিতে কাঁপিতে প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য—কমলমীর দুর্গ।

দুর্গাধিপ আশা সা উপবিষ্ট। সম্মুখে রাণাবনবীরপ্রেরিত দূত।
দূতের এক হস্তে একখানি চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত পাদুকা
ও অপর হস্তে একখানি উন্মুক্ত তরবারি।

দূত। শুন দুর্গাধিপ, আশাশা মহীপ! কহে
মহারাণা বনবীর, "ভীরু কিম্বা বীর,
সামন্ত নৃপতিগণ! যে যেখানে আছ,
চন্দনদারুনির্ম্মিত পাদুকা আমার,
করহ স্বীকার। নহে, সাহস যাহার,
বনবীর হতে শক্তিধর বলি' মান
আপনায়, লহ তুলি' মুক্ত তরবারি
অরি বলি' জানিলাম তারে।"

(পাদুকা ও তরবারি, সম্মুখে রাখিলেন)

আশা সা। কহ দূত!
রাজপুতানায় আছে কি নির্ব্বোধ বীর
হেন, বেছে নিল পাদুকার পরিবর্ত্তে,
ধ্বংসের পতাকা এই অগ্নিময় অসি?

দূত। দুর্গাধিপ? সাধ্যকার, স্পর্শ করে কেহ,
অনল-দারুণ ওই তীক্ষ্ণ তরবারি?
যেথায় গিয়াছি, সসম্ভ্রমে নতশির
হইয়াছে, হীরক মুকুতাময় আছে

যত সমুচ্চ মুকুট ; দীর্ঘ কর-দণ্ড
নম্র হয়ে করিয়াছে ভূমিরে লেহন !

আশা সা। বীর পূজা করে বসুন্ধরা ! তুলিলাম

(পাদুকা তুলিয়া লইলেন)

চন্দন-পাদুকা ! কিন্তু—পাদুকা প্রেরণ,
পাদুকা-অর্চ্চনা,—এর মধ্যে লুক্কায়িত
আছে ঘোর অপমান ! রাণা বনবীর
ভুলিয়াছে, যথাযোগ্য করিতে সম্মান
সামন্ত নৃপতিগণে।

দূত। দুর্গাধিপ, হের,
সামন্ত নৃপতিগণে করিতে সম্মান,
সুচারু পাদুকা,—স্নিগ্ধ চন্দনে নির্ম্মিত।

আশা সা। হায় ভাগ্য ! অধীনতা পায় নাই কভু
পাদুকা হইতে উচ্চতর সুসম্মান !

দূত। মহাশয় বুদ্ধিমান্। কিন্তু দীর্ঘশ্বাস
তব, পাদুকা চন্দন-গন্ধে, হতে পারে
হ্রস্বতর !

আশা সা। দূতবর ! করিও না আর
ক্ষতস্থানে লবণ প্রদান।

দূত। (হাসিয়া) মহারাজ !
লইনু বিদায়।

(তরবারি তুলিয়া লইয়া প্রস্থান)

(অপরদিক দিয়া পান্নাধাত্রী, গোবিন্দ ও উদয়সিংহের প্রবেশ)

পান্না। মহারাজ! দ্বারে তব,
মেবারের ভূতপূর্ব্ব রাণা মহাবীর
সংগ্রামসিংহের পুত্র, কুমার উদয়-
সিংহ। করহ আদেশ, রেখে যাই তারে
রাজধর্ম্ম-সুকোমল তব করপুটে!
যাব নিশ্চিন্ত হইয়া, কুমারেরে ক'রে
তব, করিয়া গচ্ছিত! রাখে তীর্থ যাত্রী
যথা,—জীবনের সমস্ত দিবস ধরি
বিন্দু বিন্দু করি, সঞ্চিত সমগ্র অর্থ,—
ধনবান আত্মীয়ের গৃহে।

আশা সা। ভদ্রে! আজি
আমি অতীব দুর্ব্বল,—দুর্ভাগ্য আমার,
রাণা সংগ্রামসিংহের পুত্রে, অপারগ
আশ্রয় দানিতে। এই মাত্র এসেছিল
মেবার হইতে বনবীর-দূত, লয়ে
গেল,—তরবারি অগ্রে করি',—অপহরি'
রাজপুত-শৌর্য্যবীর্য্য, রাজধর্ম্ম, দয়া,
কারুণ্য, কামনা,—যা কিছু আমার ছিল,—
সব, সব! কিছু আর নাহি বক্রি মম!
দিয়ে গেল পরিবর্ত্তে কঠিন শৃঙ্খল,
বেঁধে গেল হস্ত পদ, কণ্ঠ, হৃদয়ের
কোমল অঙ্গুলিগুলি। আত্মা লয়ে গেল,
রেখে গেল শুদ্ধ জীবহীন বহিঃ অঙ্গ!

আর কিবা কব ? শেষে যাইবার কালে,
চন্দন পাদুকা দিয়ে পৃষ্ঠ করি ক্ষত,
বলে গেল চন্দনের লইতে আঘ্রাণ !

পান্না। এই আজ্ঞা শুনাবার তরে, আশা দিয়ে
রেখেছিলে মোরে প্রভাত হইতে ? এই
বীর্য্য দেখাবার তরে, আতিথ্য-সৎকারে
রেখেছিলে রাণার সন্তানে ! হায় ! ধিক্
ধিক্ মহারাজ ! এই শক্তি লয়ে তুমি
বীর-চূড়ামণি ? এই রাজপুত-ধর্ম্ম ?
বনবীর-ভয়ে ভীত হয়ে, করিবে না
অতিথিরে ভিক্ষাদান ? এই বীর তুমি ?
ধিক্ ! ধিক্ ! মুকুট তোমার নদীগর্ব্বে
করহ নিক্ষেপ। কলুষিত রাজবেশ
ত্যাগ করি, দাস-বেশ করহ ধারণ।
অসি তব চূর্ণ করো ;—সেই ধাতু লয়ে
করো হলের নির্ম্মাণ। আর কিবা কব !
যত আশা লয়ে এসেছিনু তব দ্বারে,
তত নিরাশা কুড়ায়ে, তত ঘৃণাভরে
ধিক্কার করিয়া দান, তত শূন্য পথ
চলিনু বাহিতে। হায় ! আজি বীরশূন্য
রাজস্থান। ততোধিক হেরি ধর্ম্মশূন্য
পৃথ্বিতল। মহারাজ ! আর একবার
করিব জিজ্ঞাসা। চাহি ভিক্ষা কুমারের

প্রাণ। মিলিবে কি তব রাজ্যে কুমারের
আশ্রয়ের ভূমি ?

আশা সা। ক্ষমা করো মোরে! কহ,
ধ্বংসিব কেমনে রাজ্য, কুমারের তরে ?
দাও মোরে অভিশাপ,—কিন্তু মৃত আমি ;
কর তিরস্কার,—দাস জনে তিরস্কার
নহেক নূতন। কিন্তু কহ, ভদ্রে, যেথা
সমস্ত রাজন্যবর্গ ভয়ে ভীত রহে,—
সেথা সামান্য আশা সা কি করিতে পারে ?
কুমারে আশ্রয় দিলে, কল্য প্রাতে শত
শত বনবীর-সৈনিক আসিয়া, ক্ষুদ্র
এ আমার দুর্গ, ফুৎকারে উড়ায়ে দিবে,
মুহূর্ত্তের মাঝে ? নিরীহ প্রজার দল
বিনা দোষে হবে নিগৃহীত। ক্ষমা করো
ভদ্রে, করি বিবেচনা কহিলাম তোমা,
দুর্গে মম কুমারের হবে না আশ্রয়!

(বেগে আশা সার মাতার প্রবেশ)

আশার মাতা। বজ্রাঘাত হোক্ দুর্গে তব! পুত্র? ধর্ম্ম
হতে রাজ্য বড় ? কর্ত্তব্য পালন হ'তে
শ্রেষ্ঠ নিজ প্রাণ ? আশ্রিতে আশ্রয় দান,—
তাহা হতে গুরুতর রাজ্যের বিলাস ?
কুমার উদয় হতে বড় বনবীর ?
হোক্ মহাবীর বনবীর! হোক্ সাক্ষাৎ

মৃত্যু সম ! কিন্তু নহে সেত ধর্ম্ম সম
মৃত্যুঞ্জয় ? পুত্র ? কর ভ্রম দূর ! দাও
কুমারে আশ্রয় ! এস ধাত্রি ! যদি পুত্র
মম, না করে আশ্রয় দান, আমি দিব।
দ্বার বনবীর, আসে যদি কালান্তক
যম, কুম্ভমেরু দুর্গ যদি ভয়ঙ্কর
ভূমি-কম্পে পশে ক্ষিতি তলে, বজ্রাঘাত
হয় যদি একমাত্র মম পুত্র শিরে,
তথাপিও—তথাপিও—আশ্রয়ার্থী জন
বিফল-মানস হয়ে ফিরিবে না কভু !
এক দিকে আশ্রয়ার্থী, অন্য দিকে প্রাণ !
এস ভদ্রে, মম সাথে ! কুমারের স্থান,
অবশ্য মিলিবে হেথা !

আশা। সা। তবে তাই হোক্।
জয় জননীর জয়।

(মাতার পদে পড়িয়া)

মাতঃ ! মোহে অন্ধ
বুঝি নাই ধর্ম্মের এ সূক্ষ্ম গতি ! তুমি
মহা অন্ধকারে জ্বালি' জ্ঞানের প্রদীপ,
দেখাইলে সত্যপথ সন্তানে তোমার !
তাই হোক্ ! তাই হবে। কুমার উদয়ে
দিব আশ্রয় আমার ! এর তরে যদি,
ক্ষুদ্র এ বনজ গুল্মে হয় বজ্রাঘাত,

দুর্গ যায় রসাতলে রাণারোষানলে,
তথাপি এ পক্ষপুট রাখিবে কুমারে ;
আয় ভাই উদয়, আমার ক্রোড়ে আয় ;
তুই মম কনিষ্ঠ সোদর ;—আমি জ্যেষ্ঠ !
তুই হৃদয় আমার ; আমি যুধ্যমান্
হস্ত পদ অঙ্গ চতুষ্টয় !
(পান্না ধাত্রীর প্রতি) মাতঃ ! মাতঃ !
ক্ষমা করো কাপুরুষ অধম সন্তানে ;
আজি হতে তুমি মম দ্বিতীয়া জননী !

পঞ্চম দৃশ্য—রাজপথ।

যশল্মীরের রাজার দেহ-রক্ষীগণের প্রবেশ।
রঘুদয়াল ও গোবর্দ্ধন এক পার্শ্বে।

১নং দেহ রক্ষী। তফাৎ যাও—তফাৎ যাও। আদ্‌মি লোক সব হঠো। বড়িয়া মহারাজ জগৎ সিংহ এই পথ দিয়ে আস্‌চেন।

রঘুদয়াল। উলু দাও—উলু দাও—মহারাজ জগৎ সিংহ ওরফে "খুড়োমশায়" এই পথ দিয়ে এসে পথ পবিত্র কর্‌চেন।

২নং দেহ-রক্ষী। দুঃখী, দরিদ্র, কাণা, খোঁড়া, কুঁজো যে যেখানে আছ! সব রাস্তা থেকে সরে যাও—রাস্তা থেকে সরে যাও। মহারাজ ও সকল অসভ্য দৃশ্য দেখতে পারেন না। যাঁরা পরিষ্কৃত ও উজ্জল

পোষাক পরে' থাকবেন, তাঁরাই কেবল রাস্তার মাঝখানে থাকবেন। আর সব তফাৎ যাও, তফাৎ যাও।

১নং দেহ-রক্ষক। যুবক-যুবতী, বালক্-বালিকা এরাই কেবল রাস্তায় থাকতে পাবেন ; বৃদ্ধ বৃদ্ধা কি অপোগণ্ড শিশু রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে যান, সরিয়ে নিয়ে যান।

গোবর্দ্ধন। আরে ম'ল বুড়ো বাঁদর। বাঁদর ত বড় বাড়িয়েছে দেখতে পাই। উনি যখন রাস্তায় যাবেন, রাজ্যের দুঃখী দরিদ্র, কাণা খোঁড়া কুঁজো এসব রাস্তায় থাকবার যো নেই, পাছে এ সকল করুণ দৃশ্য রাজার চোখে প'ড়ে রাজার মন খারাপ ক'রে দেয়। আবার বুড়ো বুড়ী কচি খোকা থাকবার যো নেই, কেবল যুবক যুবতী! হতভাগা "খুড়ো''র বুড়ো বয়সে দেখচি যুবতীদের ওপর বড় নজর পড়েছে।

রঘুদয়াল। কালে কালে এ হ'ল কি! সেই ব্যাটা "খুড়ো"—সে হ'ল মেবার রাজ্যের মালেক। যশল্মীর পরগণাটার তিনি সামন্ত রাজা হয়ে গেলেন। রাজ-সংসারে দুই দুইটি খুন হয়ে গেল, তা কোন মেবার-বাসী জিগ্যেস পর্য্যন্ত কর্ত্তে সাহস কল্লে না, যে, কে এই খুন দুটো কল্লে। দেশ অরাজক ছাড়া আর কি?

গোবর্দ্ধন। কে খুন কল্লে তা কি আর বুঝতে বাকি থাকে? এই শালা যশল্মীরের রাজা "খুড়োমশাই", এই শালাই যত নষ্টের গোড়া!

রঘুদয়াল। চুপ্, চুপ্, রাস্তাঘাটে আর ওসব কথায় দরকার নেই। কে কোথায় শুনতে পেয়ে খুড়ো শালার কাণে তুলে দেবে, আমাদের লাভের মধ্যে হবে এই, যে, পৈত্রিক গর্দ্দানটা অন্ধকারে রাস্তাঘাটে রেখে যেতে হবে।

২নং দেহ-রক্ষক। সরে যাও, সরে যাও,—রাস্তা দাও সব, রাস্তা

দাও। নাচওয়ালীরা আসছেন। যশল্মীরের রাজার আগমনে মঙ্গল গীত গাইবেন।

(নর্ত্তকীগণের শোভাযাত্রা করিয়া প্রবেশ)

নর্ত্তকীগণ। জয় যশল্মীরাধিরাজ মহারাজ জগৎসিংহের জয়!

১নং নর্ত্তকী। যে যেখানে আছ, সকলে মাথা নত ক'রে নমস্কার করো, মহারাজ জগৎসিংহ আসচেন।

(অষ্টজন নর্ত্তকীর স্কন্ধোপরি বাহিত চতুর্দ্দোলার মধ্যে সুসজ্জিত সিংহাসনে উপবিষ্ট, মহারাজ জগৎসিংহ ওরফে খুড়োমহাশয়ের প্রবেশ)

দেহ-রক্ষকগণ। সকলে মাথা নত করো—মাথা নত করো।

(রঘুদয়াল ও গোবর্দ্ধন ব্যতীত সকলে মাথা নত করিল)

গোবর্দ্ধন। চল চল হে, এখান থেকে যাওয়া যাক্। শালা খুড়ো, রাজবাটীর অর্দ্ধেক লোককে হত্যা করিয়ে, রাজ্যটাকে ছারখারে দিয়ে, এখন নিজে রাজা হয়ে এলেন। আর দেশের লোকগুলো ভেড়ার মত সেই সর্ব্বনেশে লোকটাকে রাজা ব'লে মেনে নিচ্চে; শুধু মেনে নিচ্চে না, মাথা নত ক'রে নমস্কার করচে। যশল্মীরের লোকগুলো কি ভানুমতীর খেয়ালে পড়েছে হে?

১নং দেহ-রক্ষক। মাথা নত করো—মাথা নত করো, নইলে—

গোবর্দ্ধন। নইলে কি করবে আমাদের?

১নং দেহ-রক্ষক। মাথা নত করবে না? কতোয়াল! কতোয়াল! বন্দী করো এই দুটো লোককে।

গোবর্দ্ধন। তবে রে মাইনে-খেকো কুকুরের দল! মাথা নত কর্ত্তে হবে? আয় দেখি (তরবারি বাহির করিয়া) কে কার মাথা নত করায়!

১নং দেহ-রক্ষক। বন্দী করব।

গোবর্দ্ধন ও রঘুদয়াল। সাবধান কুক্কুরের দল! আর এক পদ অগ্রসর হ'লে, এই তরবারির আঘাতে মাথা দুফাঁক ক'রে ছেড়ে দেব।

খুড়ো। আহা হা—কিসের গোলমাল? কিসের গোলমাল? ঝগড়া করো না—ঝগড়া করো না। শান্তিভরে চল। আমি শান্তিপ্রিয় রাজা। যুদ্ধ টুদ্ধ ভালবাসিনে। চল, চল এখান থেকে যাওয়া যাক্।

রঘুদয়াল। খুড়ো! এখানে বড় শক্ত ঘানি। আমাদের কাছে রাজা টাজা ফলিও না। তা হ'লে তোমার মাথার মুকুট কেড়ে নিয়ে হ্রদের জলে ভাসিয়ে দেব।

খুড়ো। রঘুদয়াল! মাফ কর বাবা, মাফ কর। এরা সব তোমাকে চিনতে পারেনি। চল, চল এগিয়ে চল।

রঘুদয়াল। এস বাবা পথে এস। যা হ'ক খুড়ো, খুব রাজাগিরিটা ফলিয়ে নিলে। চল, চল, এ দেশ ছেড়ে যাওয়া যাক। এ দেশে আর ধর্ম্ম ব'লে কিছু থাকবে না।

গোবর্দ্ধন। আমাদের যেমন পোড়া কপাল পুড়েছে। তাই দেশের রাজা হ'ল খুড়োমশায়! (প্রস্থান)

নর্ত্তকীগণের গীত।

ফুল ফুটেছে শুকনো গাছে,
দেখবি যদি আয়।
পোড়ো ঘরে, সোহাগ ক'রে,
রং ফলিয়ে বাহার দেয়!
সাদা চুলে মদন হেঁসেছে!
পিঠের কুঁজে দখিণ হাওয়া এসে লেগেছে!

তুবড়ো গালে, হাঁটু জলে
প্রেমের হাসি খাবি খায়! (আ মরে যাই!)
কামিনী সব! উলুধ্বনি দাও;
বর এসেছে, ঘোমটা টেনে প্রেমের গাওনা গাও;
শুক্‌নো খালে, শীতের কালে, ভরা জোয়ার ডেকে যায়!

(সিংহাসনোপরি খুড়োমশায়কে বহিয়া লইয়া সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য—মেবারের রাণার রাজসভা।

সিংহাসন শূন্য। পার্শ্বে মন্ত্রীর আসনে চৈতরা উপবিষ্ট; তাঁহার দুই পার্শ্বে গণক ও খুড়োমশায়। সম্মুখে কাণোজী, দয়াল সা, কর্ম্মিচাঁদ, নয়ান সা ইত্যাদি ওমরাহগণ।

কাণোজী। কোথা রাণা?

চৈতরা। রাণা অসুস্থ শরীর।

কাণোজী। ছয়
মাস ধরি রাণা অসুস্থ শরীর! মন
কিম্বা অবয়ব অসুস্থ তাঁহার,—সত্য
কিম্বা মিথ্যা আছে পশ্চাতে ইহার,—প্রজা
সবে পারে না বুঝিতে। কিন্তু হেথা রাজ্য
বিশৃঙ্খল,—সৈন্যগণ পায় নাই কেহ
মাসিক বেতন, অনশন অনুক্ষণ
করিছে পীড়ন। কি উপায় তার?

চৈতরা। শান্ত
হও নাগরিক! অনায়াসে নাশে হেন

সামান্য বিপদ্, সর্ব্বদর্শী রাজ-মন্ত্রী।
ধনাধ্যক্ষ অচিরে তুষিবে সৈন্যদলে,
বেতন প্রদানে।

কাণোজী। মন্ত্রিবর! শুনি পুনঃ,
মেবারের প্রজাগণ অতি উৎপীড়িত।
রাজকর অতীব বর্দ্ধিত! এ বৎসর
বিধাতার অভিশাপে,—বৃষ্টির অভাবে
শস্যসৃষ্টি হ'ল না মেবারে, পতিপ্রেম-
বিচ্যুতা রমণী যথা সন্তানবিহীনা।
পারে নাক প্রজা, নিবাতে জঠর-জ্বালা,
কহ রাজকর-জ্বালা কেমনে নিবায়?
অন্নহীন, পথে পথে ঘুরে, হাহাকারে
মেদিনী ফাটায়। "হা অন্ন, হা অন্ন" বলি'
ওই শুন, দীর্ণ করে মেবারের স্বর্ণ—
মণিময় দরিদ্র-বারণ সিংহদ্বার।
খুল খুল দ্বার, দরিদ্রের ভার, লহ
রাজা নিজ স্কন্ধে তুলি'। অভিমান ভুলি'
পিতৃসম সন্তানেরে করহ পালন।
নাম রবে সুমন্ত্রী বলিয়া, কুসুমের
মত যশের সৌরভ, ছুটিবে দিগন্ত
ব্যাপি'। মন্ত্রি, মন্ত্রি! রাজার দক্ষিণ কর!
দীনজনে হও হে দক্ষিণ; প্রজাগণে
করহ নিস্তার রাজকর করি' ক্ষমা!

চৈতরা। রাজকর-ক্ষমা! অসম্ভব! না পাইলে
মৃত্তিকা হইতে রস, মহা মহীরুহ
যথা শুষ্ক হয়ে যায়, সেই মত বিনা
রাজ-কর, শূন্য হবে রাজার ভাণ্ডার!

নম্মান সা। কিন্তু যবে মৃত্তিকা নীরস, সন্নিকট
সরিৎ অথবা খাল বিল হ'তে পয়ো-
নালীযোগে না আনিলে বারিরাশি, কহ
কোন্ মহীরুহ জীবন রাখিতে পারে?
কহ, কোন্ তরু, মরুভূমি-মাঝে, রহে
বিদ্যমান?

গণক। ঘোর ঘূর্ণীপাকে ভ্রাম্যমান
তৃণদল সম, বৃথা ঘোরে অন্ধ তর্ক-
রাশি! অহর্নিশি ভ্রমি আমি মেবারের
দিকে দিকে,—করহ বিশ্বাস,—দুর্ভিক্ষের
হুতাশন নহে তত প্রজ্বলিত, যেই
মত কহিলা কাণোজী।

চৈতরা। যেই প্রজাগণ
করিছে চীৎকার প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে, দুষ্ট
তারা। দুর্ভিক্ষের বহ্নি হ'তে, সমধিক
প্রবঞ্চনা-ধূম ধূমায়িত তাহাদের
মন্দজন-পরামর্শ-সিক্ত দারু-হৃদে।

কাণোজী। একি অবিচার! জীবন মৃত্যুর মাঝে
প্রজা যবে ফেলে নাভিশ্বাস, রাজা তারে

করে উপহাস! ভাবে তাহা প্রবঞ্চনা!
হে নব সচিব! কি কঠিন প্রাণ তব?
মনে রেখো, প্রজার উপরে অত্যাচার
ডেকে আনে ভয়ঙ্কর প্রতিধ্বনি। হ'তে
পারে মন্ত্রিক্ষয়, চূর্ণ হয়ে যেতে পারে,
কাচ সম, নৃপতির সিংহাসন। হও
সাবধান।

কন্মিচাঁদ। দয়া করো বিপন্ন প্রজারে!
মুমুর্ষুরে করো নাক মৃত্যুর আঘাত!
দয়াগুণ, রাজার জীবনে, সুবিন্যস্ত
হীরক-মুকুট, অন্তহীন যশোরবি,
মৃত্যুহীন প্রাণ! দয়া আনে পাপ
মর্ত্তধামে সৌরভ স্বর্গের! হিংসা, দ্বেষ,
নিষ্ঠুরতা জ্বেলে দেয় যবে, অষ্টদিকে
ঘোর দাবানল, তারে নিভায় ত্বরিতে
মন্দাকিনী-পয়স্বিনী দয়ার সরিৎ।

দয়াল সা। হায় মন্ত্রিবর! বিপন্নের কাতরোক্তি
শুনি, যে রাজার প্রাণ-পয়োধরে, নাহি
হয় দুগ্ধের সঞ্চার, ক্লীব সেই জন।
তার সিংহাসন, জাত-গৃহে নষ্ট হয়
গর্ভস্রাব সম। চন্দ্রের কৌমুদী সম,
ফুল্ল কুসুমের সুগন্ধি সৌরভ সম,
সলিলের তৃষ্ণানাশী শক্তি সম, দয়া,—

মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, রাজার রাজত্ব।
তাই কহি, কর দয়া বিপন্ন প্রজারে।
নাম রবে, সুযশ ছড়াবে, মুক্তকণ্ঠে
প্রজাদের আশীর্ব্বাদ রচিবে স্বরগ।

চৈতরা। হে ধর্ম্ম-শিক্ষক! শিক্ষালয়ে দিও শিক্ষা
ছাত্রগণে, এ সকল ধর্ম্ম-উপদেশ!
নহে ইহা রাজসভাযোগ্য ভাষামালা!

কর্ম্মিচাঁদ। বৃষ্টিধারা মরুভূমি করে না উর্ব্বরা!

নয়ান সা। মৃদুতার নাহি অবসর! যদি চাহ
মেবার দেশেরে রক্ষিতে বিপদ্ হ'তে,
লহ অস্ত্র, হে কাণোজী। বুঝাইয়া দেও
গর্ব্বস্ফীত কর্ত্তৃপক্ষে অসি-আস্ফালনে,
মেবারবাসীর প্রাণ, ভীলের করুণা
'পরে নহেক নির্ভর।

কাণোজী। মন্ত্রি! ভীল তুমি!
তাই বুঝেও বুঝ না প্রজার বেদনা!
ক্ষত্রিয়ের রক্ত যদি বহিত শিরায়,
দয়া মায়া মহা ধর্ম্ম, পারিতে বুঝিতে।
চিরকাল করিয়াছ নরদেহবলি,
কুৎসিত মার্জ্জারমাংসে গঠিত শরীর,
তুমি কি বুঝিবে, কত না মাধুর্য্য আছে
কারুণ্যের মাঝে? বন্যপশু কি বুঝিবে
সুসভ্য মানব-ভাব!

চৈতরা। আরে ক্ষত্র-দর্ষি !
সাবধানে কথা কও রাজসভাতলে !
মনে রেখো মন্ত্রী আমি এ রাজ্যের ! ক্ষুদ্র
এক ওমরাহ মুখ হ'তে স্তব বিনা
নিন্দাবাদ না শুনিব কভু ! ভূমিচর
ক্ষুদ্র পিপীলিকা আকাশে উঠিলে, আসে
মরণ নিশ্চিত তার !

নয়ান স্তব্ধ হ' রে ভীল !
দাসবংশে জন্ম যার,—তার রসনায়
উদ্ধত প্রলাপ না শোভে কখন ! তুই
পদসেবী আমাদের ! সৌভাগ্যের গুণে
করেছিলি বনবীরে কন্যাদান, তাই
উন্মত্তের পাদুকার মত, উঠেছিস্
উন্নত পদবী 'পরে ! নহে কে চিনিত ?
কে সহ্য করিত, মেবারের সচিবের
পবিত্র আসনে, অপবিত্র কুক্কুরের
লাঙ্গুল-লেহন ?

চৈতরা। (কোষ হইতে অসি খুলিয়া) সাবধান নয়ান সা !
ক্ষত্রিয়-অধম ! এই অসি বুঝাইয়া
দিবে কে কুক্কুর, কেবা তার প্রভু ! নীচ,
দম্ভসার, পৃথিবীর ভার ! আজ তোরে—

কাণোজী আরে আরে দস্যু-ব্যবসায়ী ভীল ? কোথা
ছিল অসি তোর, মেবারের সিংহাসনে

মহারাণা সংগ্রাম আসীন যবে ? মনে
নাই, পর্ব্বতগহ্বরে বাস ? মনে নাই,
শৃগালের মত দিবাভাগে জঙ্গলের
মাঝে অবস্থিতি ? মেবারের আসিয়াছে
নিশা আজ, তাই যত উলূকের পাই
পরিচয় ! দূর হ' রে পেচকের দল !
মেবারের দিকে দিকে এখন (ও) জাগ্রত
নিশারক্ষী ওমরাহ-দল !

চৈতরা। রাজ-দ্রোহী !
কে কোথায় আছ সৈন্যগণ ! বাঁধ
এই বিদ্রোহীর দলে !

(ছয়জন সৈনিকের প্রবেশ ও কাণোজী, নয়ান সা ও কর্ম্মিচাঁদকে বাঁধিতে অগ্রসর হইল)

কাণোজী। (অসি নিষ্কাষণ করিয়া) সাবধান সৈন্যগণ !
লজ্জা নাই ? মেবারের অধিবাসী হয়ে,—
ক্ষত্রিয়ের রক্ত দেহে বহে',—ক্ষত্রশক্র
ভীলের আদেশে, ক্ষত্রিয়ে বাঁধিতে চাস্ ?

চৈতরা। যাও, সৈন্যগণ ! বাঁধ বিদ্রোহীর দলে !
আরে বেতন-বিক্রীতকায় দাস দল !
মৃত্তিকার স্তূপ সম কিহেতু নিশ্চল ?

১ম সৈনিক। মন্ত্রী মহাশয় ! আমাদের শরীর আপনার কাছে বিক্রীত। কিন্তু শরীরের মধ্যে যে আত্মা সাড়া দিচ্চে, সে যে স্বাধীন ভাবেই তার শাসন প্রচার কচ্চে। ক্ষমা করবেন মন্ত্রী মশায় ! আজ

আমরা আপনার আজ্ঞায়, আমাদের স্বদেশবাসীর গাত্রে হাত তুলতে পারব না।

চৈতরা। আত্মার শাসন! আরে বাতুল সৈনিক!
দাসজন করে যবে শরীর বিক্রীত,
আত্মাও তখনি হয় ক্রেতাকরগত!

১ম সৈনিক। যাঁর পাদমূলে বসি', শৈশব হইতে
করিয়াছি সমরকৌশল-শিক্ষালাভ,
যিনি পিতা সৈনিকজীবনে,—রক্তচক্ষে
তাঁর ফিরায়ে নয়ন, কোন্ ক্ষত্রবীর
রবে স্থির, না ঝলসি' সে অনলতাপে?
মন্ত্রিবর! যদি অন্নাভাবে যায় প্রাণ,
মরে পুত্রকন্যা পরিবার, তবু জেনো
পারিব না কৃতঘ্নতা-দস্যুতায় কভু
গুরুকণ্ঠ করিতে লুণ্ঠন! ক্ষমা করো!

কাণোজী। সাধু, সাধু মেবারের সেনাদল! বৃথা
রণশিক্ষা করি নাই দান! গুরু-ঋণ
আজি পরিশোধ। আরে ভীল! অতিবৃদ্ধি
পতনের মূল! ভূমিচর লতা যদি
মহীরুহ হ'তে উচ্চ হয়, প্রভঞ্জন
করে তারে পুনরায় ভূতলশায়িত!
চলিলাম আজি! কিন্তু জেনো স্থির, তব
ভাগ্যাকাশে উঠিয়াছে ধ্বংসের পবন।

(কাণোজী ও ওমরাহগণের প্রস্থান)

চৈতরা। আরে আরে প্রভুদ্রোহী সৈন্যগণ! দেখি,
কোন্ গুরু রাখে, জল্লাদের হস্ত হ'তে
তোদের জীবন! রাজরোষ-উল্কাকৃত
প্রলয়দাহন হ'তে, রক্ষা নাই কারো
আজি!

সৈনিক। চাহি না রাখিতে ঘৃণিত জীবন!
মন্ত্রি! ভীলরাজ? তাই করো, ধ্বংস করো
আমাদের; জল্লাদের হস্তে সঁপে দাও!
কুক্কুরের ক্ষুধিত ব্যাদানে দাও সঁপে
কুক্কুর-চরিত্র এই জন্মভূমি-বৈরী
দাসগণে। ভীলরাজ! আর চাহি না'ক
দাসত্ব তোমার! এই লও দাসত্বের
তরবারি, এই লও ভিক্ষালব্ধ ধনুঃ,
এই লও পদাঘাতবিনিময়ে ক্রীত
হলাহললিপ্ত এই রাজদত্ত বেশ!
যাই সবে বিধাতার মুক্ত ন্যায়-রাজ্যে
স্বাধীন সংগ্রাম করি উদর পূরাতে!
ভাই সব! বাঁধ বুক! চল যাই, রাখি
ভীলের লুণ্ঠন হতে নিজ জন্মভূমি।

(সৈন্যগণ সদর্পে প্রস্থান করিল ও চৈতরা বিস্ময়-স্তিমিত নেত্রে চাহিয়া রহিল)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—মন্ত্রণা-কক্ষ।

কর্ম্মিচাঁদ, কাণোজী, নয়ান সা, লৌহবর্ম্মা ইত্যাদি ওমরাহগণ আসীন।

কাণোজী। কহ বীর ওমরাহগণ, কতকাল
আর, এইভাবে চলিবে মেবার-রাজ্য ?
কতকাল আর, ভীলের রক্তিম আঁখি
রাজপুত-তরবারি করিবে মলিন ?
কহ কতকাল, এ জঞ্জাল গৃহ-দ্বারে
অবহেলাভরে, রেখে দেবে স্তূপ ক'রে !
ওই শুন, বিপন্ন প্রজার মর্ম্মভেদী
আর্ত্তনাদ,—ওই শুন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত
মেবারবাসীর 'হা অন্ন হা অন্ন বলি'
মৃত্যুদ্বারে করুণ চীৎকার,—ওই শুন
রাজকরপ্রপীড়িত লক্ষ মানবের
তারস্বরে করুণ ক্রন্দন ! কহ, স্তব্ধ
কি কারণ ? কহ, নিশ্চল কেন বা হেরি
মেবারের হৃদ্‌যন্ত্র বীরদলে ? জরা-
গ্রস্ত হয়েছ কি সব ? অথবা ভৈরব

ভীলের ভল্লের শক্তি করেছে নীরব ?
যাদুমন্ত্র জানে কি চৈতরা ? শক্তিহারা
তাই হেরি শক্তির কেতনে ! গেছে রাণা
সঙ্গসিংহ, কিন্তু মরেছে কি তাঁর সনে
মেবারের ওমরাহগণ, যাহাদের
শরাসন মেদিনীরে আনিত মুষ্টির
মাঝে ! কোথা গেল সে বীরত্ব মেবারের ?
(যদি) বীর্য্য গেল, দেশ গেল, গেল সে সম্ভ্রম,
রাজপুত নাম নিভে গেল, তবে আর
কেন ? করো চিতাসজ্জা, রাখ লজ্জা, নারী
সম, অগ্নি-আবরণে।

কর্ম্মিচাঁদ। কে জানিত, সেই
বনবীর হবে হেন প্রজার পীড়ক !
রাজসভামাঝে আর দেয় না'ক দেখা,
শুনে না'ক প্রজার ক্রন্দন ! আবেদন
নিবেদন ফিরে আসে শূন্যসিংহাসন-
পদে বৃথা আছাড়িয়া ! মেবারবাসীর
চিরশত্রু এক ভীল, আছে দাঁড়াইয়া
রোধিয়া রাণার কর্ণ !

নয়ান সা। ধিক ! অতি ধিক !
মেবারের রাণা, ত্যজি' রাজসিংহাসন,
করেছে আশ্রয় অন্তঃপুরে বনিতার
বস্ত্রাঞ্চল-সিংহাসন !

লৌহবর্ম্ম।　　বনবীর-বীর্য্যে
ভুলি 'হয়েছিলে মোহাচ্ছন্ন, তাই সবে
বসাইলে পৃথ্বীরাজ-গণিকাতনয়ে
মেবারের সিংহাসন 'পরে! ভুলে গেলে
এরণ্ডপাদপে কভু ফুটে না সুরভি
মালতীকুসুম! শৃগালী-উদর হ'তে
সিংহশিশু কভু না সম্ভবে!

কর্ম্মচাঁদ।　　বনবীর
যুঝেছিল বহু যুদ্ধে গুজরাট সনে,
দেখাইল অত্যদ্ভুত সমরকৌশল!
এই মেবার রাজ্যেতে, বনবীর সম
কার্ম্মুককুশল, রণবিদ্যাবিশারদ,
ছিল না দ্বিতীয়। তাই তারে, বীর বলি'
সর্ব্বওমরাহগণ পরামর্শ করি',
বসাইল মেবারের সিংহাসনে! কেবা
জানিত, ঐ বীরত্ব-বসনে ছিল চাপা
পাপ কীটরাশি! ওই সুবর্ণমন্দিরে
ছিল লুক্কায়িত এক কলুষপ্রতিমা!
তা জানিলে, খাল কাটি' বিষের সরিৎ,
কে আনিত মেবারের স্বর্ণভূমি-মাঝে!

কাণোজী।　　হায় সাধের মেবার! হায় বীরত্বের
লীলাভূমি! তোমার সূতিকা-গৃহে করি
পুষ্টিলাভ, করি ভালমতে তব ঋণ

পরিশোধ ! মেবার ! মেবার ! বাপ্পারাও
প্রথম নৃপতি যার !—রাজবংশজাত
দ্বাদশ কুমার বলি দিয়া নিজ প্রাণ
যাহার প্রতিমা পূজিল হৃদয়-রক্তে !
যাহার প্রমোদবন, বীরেন্দ্র হাম্বীর
দূর কুমারিকা হ'তে যথা হিমাচল
করিল গঠন !—আজি অদৃষ্টের দোষে
অত্যাচারী দুরাচার ভীল-পদাঘাতে
হইতেছ নিষ্পেষিত, নির্ম্মম মথিত !
মাগো ! বৃথা মোরে করেছিলে স্তন্যদান !
অকৃতী সন্তান, তাই মাগো পারি না'ক
উদ্ধারিতে তোমা ! এর চেয়ে মৃত্যু ছিল
শত গুণে শ্রেয়ঃ !

কর্ম্মচাঁদ। থাকিত জীবিত যদি
কুমার উদয়, সবে মিলি বসাতাম
সিংহাসনে তারে !

নয়ান সা। হায় ভাগ্য ! নরাধম
হিংস্র বনবীর বহুদিন করিয়াছে
সে আশাপাদপে সমূলে ছেদন ! ছিঃ ! ছিঃ !
দুগ্ধপোষ্য বালকেরে কেমনে বধিল
অতি নীচ ঘাতকের মত !—কাঠুরিয়া
কুঠার আঘাতে যথা ছিন্ন করে ক্ষুদ্র
এক কোমল লতিকা !

কাণোজী। বিশ্বাস আমার,
উদয়ের হত্যা-পরামর্শ, উপজিল
ভীলের মস্তিষ্ক হতে।

নয়ান সা। নিঃসন্দেহ। তার
সনে মিলিয়াছে তনয়া তাহার, মিশে
যথা জলদের সনে জলদ-উদ্ভবা
চপলা চিকুর।

কর্ম্মিচাঁদ। আরো আছে। পাপ বুদ্ধি
করে সদা বহু অভিসার। বহু পিতা
জন্ম দেয় বিষ-কন্যা কুযুক্তিরে।
শুনিলাম বিশ্বস্ত রসনা হতে, বৃদ্ধ
জগৎসিংহ মিলিয়া চৈতরা সনে, এই
পাপবুদ্ধি করেছে সৃজন।

কাণোজী। অতি সত্য
কথা। সন্দেহ নাহিক তায়।

কর্ম্মিচাঁদ। চতুরের
চূড়ামণি, অতি স্বার্থপর, অতি ক্রূর,—
এই জগৎসিংহ।

নয়ান সা। সাবধান হতে হবে
আমাদের, এই মুক্তাসূত্ররূপী ক্রূর
ভুজঙ্গ হইতে। (আশা সার প্রবেশ)
স্বাগত হে বন্ধুবর
কুম্ভমেরু-দুর্গাধিপ! কহ কি সম্বাদ!

আশা সা। আছে নিগূঢ় সম্বাদ। সে শুভ বারতা
করিয়া বহন, আসিয়াছি প্রদানিতে
তোমাদের। চমকিত হও না'ক সবে ;—
কুমার উদয়সিংহ আছয়ে জীবিত!

কাণোজী। (সোল্লাসে) সত্য কথা ? আশা সা ? আশা সা ? বল, আর
বার!

আশা সা। নহেক অলীক! লয়েছে আশ্রয়
পলাইয়া বনবীর-গুপ্তঅসি হতে
কুম্ভমেরু দুর্গে মোর!

কর্ম্মিচাঁদ। কেমনে সম্ভব ?
শুনিয়াছি, নরাধম বনবীর, হত্যা
করিয়াছে কুমার উদয়ে। শুনিয়াছি,
রাত্রের মাঝারে রাখিয়াছে মৃতদেহ
মৃত্তিকা-প্রোথিত করি'! তবে কহ, সখে ?
কেমনে বিশ্বাসি, জীবিত উদয়সিংহ ?

নয়ান সা। মনে লয় অসম্ভব বলি'! কহ কোথা
হতে কেমনে ঘটিল উদয়ের প্রাণ-
লাভ ?

লোহবর্ম্ম। অসম্ভব,—উদয় জীবিত!

অন্য ওমরাহ। মিথ্যা
প্রবঞ্চনা।

(পান্নাধাত্রীর প্রবেশ)

পান্না। প্রবঞ্চনা ? নহে প্রবঞ্চনা।
উদয়ের ধাত্রী আমি, আছি সাক্ষী তার !
শুন, শুন ক্ষত্রগণ ! যেই নিশামাঝে
উন্মুক্ত কৃপাণ করে আসিল নিভৃতে,
নরাধম বনবীর বধিতে কুমারে,—
ওহো ! বুক ফাটে বলিতে সে কথা,—দিনু
আগুবাড়ি' নিদ্রিত সন্তানে মোর,—হিংসা-
ক্রূর অসি তলে তার ! বাঁচিল কুমার,—
কিন্তু গর্ব্ভজাত পুত্র মোর, দধীচির
মত, দিল অস্থি অতিথিরে ! মাতা আমি,—
স্নেহ ভুলি', প্রভুর কল্যাণে, এক হস্তে
অশ্রু মুছি, অন্য হস্তে দেখায়ে দিয়েছি
মর্ম্মহীন ঘাতকেরে, আপন সন্তান !
মাতা সত্য আমি,—কিন্তু শাব-খাদী মাতা !
পশু হ'তে হয়ে ভয়ঙ্করী, রাক্ষসীর
মত করেছি ভক্ষণ, সন্তানের মাতৃ-
ময় শরীরের মাংসরাশি ! কার তরে ?
উদয়ের তরে। শুধু বাপ্পাবংশ-জাত
নির্ব্বাণ-উন্মুখ প্রদীপের তরে। শুধু
গচ্ছিত রত্নেরে, দস্যুর কবল হতে
রক্ষিবার তরে ! গেছে পুত্র, নাহি দুঃখ !
বাপ্পার বংশের ধন বেঁচে আছে ;—পুত্র-

শোকে, এই যথেষ্ট সান্ত্বনা মোর!

কাণোজি। ধন্য,
ধন্য, ধাত্রি! মাতঃ! ধর্ম্মের অদ্ভুত ধ্বজা
করিলে উড্ডীন। বাপ্পারাও-বংশজাত
যদি কোন' রাণা পুনঃ বসে সিংহাসনে,
তব চরণের পূজা করিবে অগ্রিম।
মেবারের ভবিষ্যৎ-ইতিহাস অলক্ত—
অক্ষরে রেখে দিবে স্মৃতি তব! মাতঃ!
বাক্যে তব দূর হ'ল উদয়-সংশয়!
তবে আর বিলম্ব কিসের? চল যাই;—
আনি তারে, বসাইয়া দেই, মেবারের
সিংহাসনে!

কর্ম্মিচাঁদ! বন্ধুগণ! ওমরাহগণ!
সংগ্রাম সিংহের নামে করহ শপথ,
জন্মভূমি নাম লয়ে করো অঙ্গীকার,—
মেবারের সিংহাসনে উদয় সিংহেরে
স্থাপিত করিতে, যদি চূর্ণ হয়ে যায়
জীবনের চক্রনেমি, তথাপি—কখনো
হবনা পশ্চাৎ-পদ।

কাণোজি। উঠ, জাগো, হও
সম্মিলিত! চল সবে যাই, উপাড়িয়া
সিংহাসন হ'তে, বন্যবৃক্ষ বনবীরে,—
বসাই তথায়, রাণা সংগ্রামসিংহের

জীবলোকে রক্ষিত আত্মায়। অত্যাচার,
ব্যভিচার,—একদিনে কণ্ঠরোধ করি,—
করি দূর, মেবারের পুণ্যভূমি হ'তে।

সকলে। জয় রাণা উদয়সিংহের জয়। আমরা সকলেই প্রস্তুত।

দয়াল সা। দাবানল জ্বলিছে মেবারে! বিলম্বে কি
ফল! চল যাই অসি মুক্ত করি'।

সকলে। জয় মেবারের জয়! জয় রাণা উদয়সিংহের জয়।

(কোষ হইতে তরবারি উন্মুক্ত করিয়া, সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য—রাজবাটী সংলগ্ন উদ্যান।

জগৎসিংহের প্রবেশ।

জগৎ। হুঁ-হুঁ! এবার যে মতলব দিয়েছি বাবা, এতে এক ঢিলে দুই পাখী সাবাড়। হুঁ-হুঁ; যশল্মিরের তক্তার ওপর যখন ঠ্যাং বাড়িয়েছি, তখন এ ঠ্যাং মেবারের সিংহাসনের ওপর না তুলে, আসন-পিঁড়ি হয়ে বস্‌চি না বাবা; তাতে যদি এ খুড়োমশায়ের শরীর থেকে "খুড়োমশাই" টা অবধি বেরিয়ে যায়, তাতেও পেছ্‌পা হচ্চিনে বাবা! দেখা যাক্! কত ধানে কত চাল!

(সম্মুখে দেখিয়া) এই যে, আমাদের বড় শ্বশুরের ভাড়া করা পরিবারটি "ঠমকি ঠমকি, চমকি চমকি" এই দিকেই আসচেন। আহ্না! রূপ ত নয় যেন রতি ঠাকরুণের লোহার সিন্দুক। যেমনি লৌহের মত কৃষ্ণবর্ণা,

তেমনি লৌহের মত গুরুভারাক্রান্তা। আর কিবে সিন্দুক! কারুর গচ্ছিত প্রেম চুরি যাবার ভয়টি নেই বাবা! আহা হা! যেন মা গোবরেশ্বরী ধেনুমাতার জঠর হতে সবে বহির্গত হয়েছেন!

বড় শ্বশুরকে, মতলব ক'রে, খুব জুটিয়ে দেওয়া গেছে! দেখা যাক্, এখন বড় শ্বশুর আবার কাজটা হাসিল কর্ত্তে পারে কি না! যাই, আমি একটু আড়ালে যাই। ঐ তেতুল গাছটার পাশে একটু লুকাই। রাজ-সিংহাসনেও বসতে হয়, আবার মাঝে মাঝে বেহ্মদত্তি সেজে বেল গাছেও উঠতে হয়। (প্রস্থান)

(টগর ও গোলাপের প্রবেশ)

গোলাপ। আহাহা টগর দিদি! তোমার বাড়া ভাতে ছাই পড়ল গা! অমন মন্ত্রীটা হাতছাড়া হয়ে গেল!

টগর। ইল্লি! আর অত টসে কাজ কি! সে আমার ধন, আমার আঁচলেই বাঁধা আছে।

গোলাপ। সত্যি বলছি দিদি! আমি বুড়োকে আজকাল রোজ চাঁপার পেছনে ঘুরতে দেখি। পুরুষ মানুষকে ত চেননি দিদি! ও যেন কুকুরের বিষ্ঠার মত, যেখানে গরম ছাই গাদা, সেখানেই তিনি হয়ে আছেন। বিশ্বাস না করো, এইখানেই একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাক, দেখতে পাবে এখনই তোমার রসের সাগর, রসিক নাগর চাঁপাকে নৌকার মত বুকে ভাসিয়ে হাসতে হাসতে, ঢল্‌তে ঢল্‌তে এইখানেই বেড়াতে আসবেন।

টগর। তা হলে দাঁড়া। একগাছা ঝাঁটা আনি। আচ্ছা ক'রে দুজনের রক্তের সম্বন্ধ ক'রে দেব।

গোলাপ। এইখানটায় বেশ ঝোপ আছে। এস, দুজনে এইখানটায়

লুকিয়ে থাকি। ঐযে আসচেন দুজনে, দেখতে পাচ্চ? পালিয়ে এস, পালিয়ে এস!

(উভয়ে একটি লতাকুঞ্জের পশ্চাতে লুক্কায়িত হইল,
পরে চৈতরা ও চাঁপার প্রবেশ)

চৈতরা। চাঁপা, প্রেয়সি! যেদিন থেকে তুমি আমার চক্ষের পথিক হয়েছ, সেই দিন থেকে আমি তোমার প্রাণের দুয়ারে কাতর অতিথির মত দাঁড়িয়ে আছি।

গোলাপ। (জনান্তিকে) সব কথা শুনতে পেয়েছ টগর দিদি?

টগর। (জনান্তিকে) চুপ্!

গোলাপ। (জনান্তিকে) ঝড় উঠছে বলে, মনের সব দরজা-জানালা বন্ধ করে দিচ্চ?

চাঁপা। মন্ত্রী মহাশয়! আপনার মুখ ত খুব মিষ্ট দেখতে পাই, কিন্তু কাজ ত মুখের মত মিষ্ট হয় না!

চৈতরা। ছি! ছি! প্রেয়সি। তুমি পাষাণ হতেও কঠিনহৃদয়। মেবার দেশের মন্ত্রী আজ তোমার কাছে নতজানু হয়ে প্রেম ভিক্ষা কচ্চে, আর তুমি পাষাণী হয়ে, সেই কাতর প্রার্থনাকে উপেক্ষা কর্চ্চ?

চাঁপা। যান্! আমি ওসব ভুলানো কথায় ভুলি না। আমি এত ক'রে বল্লুম, আমার ভাইকে কুম্ভমেরুর দুর্গের সর্দ্দার ক'রে দাও! কই, তাকি তুমি কর্লে?

চৈতরা। এই কথা? আমি আজই দরবারে গিয়ে এর একটা পাকা লেখাপড়া করে দিচ্চি। তোমার গা ছুঁয়ে বলচি—আজ আর কোনও রকমে অন্যথা হবে না।

গোলাপ। (জনান্তিকে) বুড়োর সঙ্গে ছুঁড়ির পিরিত—ঋণী পাওনা-

দারের সম্পর্ক! এ পিরিত মহাজনী কারবার। মদনদেব এখানে পাওনাদারের গোমস্তা। বুঝলে টগর দিদি!

টগর। চুপ্!

গোলাপ। ওমা! কেঁদে ফেল্লে নাকি?

টগর। পোড়ার মুখ তোমার! চুপ্ ক'রে শোন্ না।

গোলাপ। পেছন দিক দিয়ে গিয়ে, গাঁটছড়াটা বেঁধে দেব দিদি?

চৈতরা। কিন্তু প্রেয়সি! রাণা ভাল ক'রে না সেরে উঠলে, তোমার ভাই, কুম্ভমেরু দুর্গ কখনই অধিকারে রাখ্তে পারবে না।

চাঁপা। তাই যদি হয়, একজন ভাল কবিরাজ ডেকে রাণাকে সারিয়ে তোল না। আর ত প্রায় সেরে উঠেছেন, এখন ত আর আবোল তাবোল বকেন না।

চৈতরা। তারও ব্যবস্থা করেছি সুন্দরি! তোমার ভাইকে কুম্ভমেরু দুর্গে নিরাপদ করে বসাবার জন্যে, তাও করেছি—অনেক চেষ্টা ক'রে একটা দৈব ঔষধ বনবীরের জন্যে এনেছি। এ যে সে ঔষধ নয়, একেবারে সাক্ষাৎ ভবানীপতির স্বপ্নলব্ধ মহৌষধ। পুরোহিত নিজে অন্নজল পরিত্যাগ ক'রে, সাতদিন একাসনে বসে ধ্যান ক'রে, তবে এই ঔষধ প্রাপ্ত হয়েছেন। কিন্তু এই ঔষধ প্রয়োগ করবার একটা কঠিন নিয়ম আছে। কোনও আত্মীয় স্বজন রোগীকে এ ঔষধ খাইয়ে দিলে, ঔষধের কোনও উপকার দর্শাবে না। তুমি যদি এই ঔষধটি রাণাকে খাইয়ে দিতে পার, তাহ'লে রাণা নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করেন।

চাঁপা। আমি কি ক'রে খাইয়ে দেব?

চৈতরা। তুমি রাণার পানীয় দুগ্ধের সঙ্গে এই ঔষধটা মিশিয়ে দেবে, তাহলেই হবে।

চাঁপা। বেশত, তা আর কঠিন কি? কই ঔষধ দেন। আমি তাঁর দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দেব।

চৈতরা। (উত্তরীয় হইতে খুলিয়া) এই লও সেই ঔষধ। তা'হলে আমি নিশ্চিন্ত হলুম।

চাঁপা। নিশ্চয়। কিন্তু আমার ভাইকে কুম্ভমেরুদুর্গের সর্দ্দার করে দেওয়া চাই।

চৈতরা। আমি তোমার গা ছুঁয়ে দিব্য কচ্চি।

চাঁপা। এখানে বেশীক্ষণ দুজনে এক সঙ্গে থেকে কাজ নেই। কে কোথায় দেখতে পাবে, আর আমার মাথা খাবে! বিশেষ, গোলাপের যে আড়িপাতা স্বভাব!

চৈতরা। ঠিক বলেছ! এ স্থান মোটেই নিরাপদ্ নয়! তা হলে আসি প্রেয়সি! হাসি মুখে বিদায় দাও।

চাঁপা। মনে থাকে যেন আমার ভাইকে,—

চৈতরা। সে কথা ব'লে আর লজ্জা দিচ্চ কেন? নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

(উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান)

(গোলাপ ও টগর লুকাইবার স্থান হইতে বাহিরে আসিল)

গোলাপ। এর ভেতর একটা ভারি ষড়যন্ত্র আছে টগর! এ বুড়োকে তুমি সামান্য ভেব না।

টগর। আ মর্ পোড়ারমুখো বুড়ো! তোমার পেটেপেটে এত! একটা মেয়েমানুষে পেট ভরে না, আবার দশটাকে পাতে ক'রে নিয়ে বসেছ! দাঁড়াও বুড়ো ইয়ার! তোমার পিরিত করা বার ক'রে দিচ্চি!

গোলাপ। সে তোমার দুধের বাটীতে যখন চুমুক দিতে যাবে, তখন তুমি বেড়াল তাড়াতে যেও। এখন কি বুঝলে বল দেখি! আমার সন্দেহ হচ্চে, এর ভেতর একটা ঘোর ষড়যন্ত্র আছে। আমি এই বুড়োটাকে মোটেই বিশ্বাস কর্ত্তে পারি না। রোজ রাত্রে ঐ বুড়ো,—আর খুড়ো-মশায়, এই বাগানে এসে কি ফিসির ফিসির করে' মতলব করে! আমার ত জান ভাই, চিরকাল লোকের আড়িপাতা অভ্যেস! আমি একদিন রাত্রে আড়িপেতে দুজনের কথা শুনেছিলেম। ও ভাই! সে কি ভয়ানক পরামর্শ! সে মনে হলেও গায়ে কাঁটা দেয়! ঐ খুড়োমশাই মতলব দিচ্চে, কাকে বিষ খাইয়ে মারবার জন্যে।

টগর। তা হ'লে ত বড় ভয়ানক কথা! তা হ'লে নিশ্চয় এই বুড়ো মন্ত্রী আমাদের রাণাকে ঔষধ ব'লে বিষ খাওয়াবার চেষ্টায় আছে। গোলাপ, তুই রাণীমাকে বলে দে, এরা কয়জনে মিলে রাণাকে বিষ খাওয়াতে যাচ্চে। সব বেটা বেটীর এক সঙ্গে শূল হয়ে যাক্।

গোলাপ। তুমি যা বল্‌ছ, তা না কর্‌লে দেখছি একটা সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। আমরা চিরকাল রাণার নুন খেয়ে আস্‌চি,—আজ চোখের সম্মুখে রাণাকে বিষ খাওয়াবে, এ কখনও ঘট্‌তে দেবনা।

টগর। কখনই না। চল্! এখনই আমরা রাণীমাকে সব কথা বলে দেইগে।

গোলাপ। রাণীমাকেই বা কেন? চল্ একেবারে খোদ রাণাকে গিয়ে বলিগে। সময় থাকতে, তিনি সাবধান হতে পার্ব্বেন।

টগর। তাই চল্। (উভয়ের প্রস্থান)

(খুড়োমহাশয়ের পুনঃ প্রবেশ)

খুড়ো। ব্যস্। কেল্লা ফতে। এই ঢিলটিতে বুড়ো শ্বশুরের গয়ায়

পিণ্ডদান। রাণাতে আর রাণার শ্বশুরে ঝগড়া লেগে যাবে। তা হ'লে রাণীমাও চোখের বালি হয়ে দাঁড়াবেন। ব্যস্, তা হ'লেই পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে খুড়োমশাই মেবারের সিংহাসনে,—থুড়ি, থুড়ি, মুখে আনব না,—মুখে আনব না ; কে কোথায় শুনে ফেলবে, আর সব ঘুলিয়ে দেবে !

আহা হা ! বুড়ো শ্বশুরের বড় ইচ্ছে, একবার মরি বাঁচি ক'রে মেবারের সিংহাসনে উঠে। এদিকে গায়ের জোরে ত কুলোয় না, কাজেই এই বুদ্ধির মহাজনের কাছে বুদ্ধি ধার কর্ত্তে এসে ছিল। কেমন বুদ্ধি দিইচি !—হাঁ-হাঁ—ঠিক বুড়োর পছন্দ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বেটা বুড়ো কি নরাধম ! বেটা সিংহাসনের লোভে আপনার জামাইকে বিষ খাওয়াতে যাচ্চে ! উঃ ! বেটা আমার চেয়ে নরাধম ! আমার চেয়ে ? কেন, আমি কি নরাধম নাকি ! কে বল্লে ! কিছু নয়, বাবা, ওসব পাপ টাপ কিছু নয় বাবা ! পেটে খেলেই পিটে সয় ! একবার যদি মেবারের সিংহাসনে উঠতে পারি, তা হলে স্বর্গ টর্গ আমার এই ট্যাঁকের ভেতর গজ্ গজ্ করতে থাকবে। বাবা মন ! এ সময় আর দ্বিধা করো না ! ঝপাং করে,—স্বয়ম্বরা মাগীদের মত,—সুযোগের সঙ্গে পিরিত করে বস। তা হলেই, ব্যস্,—　　　　(বগল বাজাইতে ২ প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য—মেবারের উপান্তে বনস্থলী।

সশস্ত্র বনবীর ও চৈতরা।

বনবীর। ধর অস্ত্র ভীলরাজ! এই খানে স্থির
হয়ে যাক্,—মেবারের সিংহাসনে কেবা
যোগ্যতর? আমি কিম্বা ভীলেদের রাজা!

চৈতরা। একি মূর্ত্তি আজি তব? উন্মাদ-লক্ষণ
পূর্ণরূপে বর্ত্তমান!

বনবীর। উন্মাদ লক্ষণ?
আরে ভীল! শুনিয়াছি ষড়্‌যন্ত্র তব,
বধিতে আমায়! এত যদি সাধ তব,
মেবারের সিংহাসনে বসিতে আপনি,—
যদি তার তরে, জামাতার রক্তপান
হয়ে থাকে এত প্রয়োজন, শোণিতের
কলস সম্মুখে, কর পান স্বেচ্ছামত—
আকণ্ঠ ভরিয়া! দিনু খুলি বক্ষ মম,—
তৃপ্ত হও তৃষার্ত্ত শ্বশুর!

চৈতরা। ষড়্‌যন্ত্র?
সে কি কথা! স্বপ্ন-অগোচর!

বনবীর। মিথ্যাবাদি!
প্রবঞ্চক! বিশ্বাসঘাতক! এক পদ
রাখিয়াছ মৃত্যুর ওপারে, এখনও

ছাড় নাই মিথ্যার কৈতব? এখনও
কৃতঘ্নতা জ্বালে তব কঙ্কাল-মন্দিরে,
বিষয়-বাসনা তৈলে নিষিক্ত প্রদীপ?

চৈতরা। মিথ্যা কথা! নহি আমি বিশ্বাসঘাতক।

বনবীর। পাইয়াছি বহুল প্রমাণ, মেবারের
সিংহাসন তরে,—জামাতার তপ্ত রক্তে
ভাসাইতে চাও, বিষয়-বাসনা তরি
তব!

চৈতরা। অসম্ভব কথা! কে ঢেলেছে হেন
বিষ, আবরণ-হীন শ্রবণে তোমার?
নহে বন্ধু সেইজন, ঘোর শত্রু তব!

বনবীর। হোক্ শত্রু,—হোক্ বন্ধু,—জানিতে চাহি না।
বিশ্বাস আমার, জামাতার রক্ততরে
জাগিয়া উঠেছে, মনোমাঝে লুক্কায়িত
রাক্ষস তোমার! এস, এস হে শ্বশুর!
বনিতার স্নেহময় পিতা! রেখো না'ক
বিন্দুমাত্র আক্ষেপ তোমার,—কর পান
শোণিত-সরিৎ এই জামাতৃ-হৃদয়,—
উন্মুক্ত করিনু যাহা তোমার সম্মুখে!
রে রাক্ষস! লক্ লক্ কর পান! লোকালয়ে
জামাতার রক্ত পান নিষিদ্ধ সমাজে,—
তাই আজি আনিয়াছি লোক-বসতির
বহুদূরে,—চক্ষু কর্ণ নাসিকাবিহীন,

পৃথিবীর গুহ্যতম কোণে! দেখিবে না
কেহ,—শুনিবেনা কেহ,— অবাধে পারিবে
জামাতার তপ্তরক্তে পিপাসা মিটাতে!
লহ অস্ত্র, কোষমুক্ত করহ কৃপাণ,—
আজ অচৈতরা, অথবা অবনবীর
করিব মেদিনী!

চৈতরা। এতদূর উত্তেজিত?
বৎস! শান্ত হও! আজ আসি আমি! এত
যদি সাধ তব, মম সনে রণ! ভাল,
কাল প্রাতে হবে দ্বৈতরণ! আজ গৃহে
ফিরে, ভেবে দেখো, কি কার্য্য করিতে তুমি
হইয়াছ আগুয়ান! আজ আসি আমি!

(প্রস্থানোদ্যোগ)

(বনবীর তাঁহার উত্তরীয় ধরিয়া ফেলিলেন)

বনবীর। আরে রে চতুর! আরে ক্রূর প্রতিদ্বন্দ্বি!
কোথা যাবি? সিংহাসন-পথ হ'তে আমি
যেই মত সরায়েছি, উদয় বিক্রমে—
সেই মত তোরেও আজিকে, দিব—দিব
সরায়ে অচিরে! ইষ্ট নাম কর্ জপ।

চৈতরা। করিব না যুদ্ধ আমি, জামাতার সনে।

বনবীর। জামাতা! হা হা হা! সিংহাসনে হয় যার
লোভ, তার কাছে, জামাতা কি ছার! নিজ
ঔরসসঞ্জাত পুত্র, মাংসপিণ্ড শুধু!

স্নেহ হেথা দগ্ধ হয় লোভের অনলে!

চৈতরা। নহিক প্রস্তুত আমি!

বনবীর। লহ মনোমত
অস্ত্র তব! দিতেছি তোমায়! (অস্ত্রদান)

চৈতরা। বৃদ্ধ আমি,—
অপারগ রণে!

বনবীর। আরে আরে ক্ষুদ্র পশু, এত হিম
রক্ত তব! আরে প্রবঞ্চক, আরে শঠ,
আরে ভীরু, আরে কাপুরুষ! ভীল বলি'
দাও পরিচয়,—ভীলরক্ত কোথা তোর
দেহে? ভীলের কলঙ্ক? এত স্পৃহা, প্রাণে
তোর! রাখিতে বৃদ্ধের কর্দ্দম-গ্রথিত
কায়, এত যত্ন তব? প্রাণভয়ে ভীত
যদি এত, আরোহণ করি সিংহাসনে,
তনয়ার অঞ্চলের পাশে, প্রাণ তব
রহিবে কি নিরাপদ? রে দুর্ব্বৃত্ত ভীল!
ভীরু, প্রাণের পূজক! পদাঘাত করি
তোর শিরে!

চৈতরা। (রোষদীপ্তনয়নে) বনবীর?

বনবীর। চৈতরা!

চৈতরা। সাবধান!
নহে উপযুক্ত শাস্তি দিব তোরে!

বনবীর। হা—হা! (বিদ্রূপহাস্য)

দগ্ধশেষ অঙ্গারেতে জ্বলেছে অনল !
শ্বেত মেঘে আনিয়াছে বজ্রের নির্ঘোষ !
শাস্তিদাতা ! এস, শাস্তি তব মাথা পেতে
লই। পদাঘাতে ক্ষুদ্র কীট তুলিয়াছে
শির !

চৈতরা। তবে তাই হোক ! আজি রক্তে তোর
ভীলজাতি-প্রেতাত্মার করিব তর্পণ !

(উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান)

(খুড়োমশায়ের প্রবেশ)

খুড়ো। এই যে—এই যে ! বেড়ে লেগেছে ! বেড়ে লেগেছে ! ড্যাং ড্যাং ড্যাং,—কার হাঁড়িতে ভাত খেয়েছ, কে ভেঙ্গেছে ঠ্যাং ! এই না হ'ল বুদ্ধি ! উঃ। এই মাথাটার মধ্যে কি বুদ্ধিই পোরা ছিল, যেন একেবারে হিমসাগর আম। বাহবা ! বাহবা ! শ্বশুর জামায়ে কেমন যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়েছি। এইবার হয় শ্বশুর কুপোকাৎ— না হয় জামাইচন্দ্রের অধঃপাত !

(নেপথ্যের দিকে তাকাইয়া) ব্যস্ ! চৈতরাবধ। আর কি ! একটা বিশমণ পাথর পথ থেকে সরে গেল। এইবার গিয়ে রাণীকে খবর দিইগে ;—বেশ ক'রে ব্যাখ্যানা ক'রে শ্রীমতী রাণীসুন্দরীকে বলিগে যে, তোমার সোহাগের সোয়ামি তোমার বাপকে পগারপার করে দিয়েছে ! তারপর শ্রাদ্ধ;—সেই শ্রাদ্ধের যজ্ঞে শ্রীমান জগৎসিংহ প্রধান হোতা।

সিংহাসন এগিয়ে এল বলে,—আর একহাত, আর এই দুটো বুড়ো আঙ্গুল বাকি। (বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন ও প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য—রাজপুরী।

রাণা বনবীর ও সুরেখা।

সুরেখা। আমার পিতা?

বনবীর। (ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি দেখাইলেন।)

সুরেখা। আমার পিতা?

বনবীর। (পুনরায় ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি দেখাইলেন)

সুরেখা। আমার পিতা কোথায়, রাণা?

বনবীর। ঊর্দ্ধে।

সুরেখা। তুমি তাকে বধ করেছ?

বনবীর। কে তোমাকে বল্লে?

সুরেখা। তুমি তাকে বধ করেছ কি না, সত্য কথা বলবে।

বনবীর। যদি করে থাকি, তুমি কি করবে? তার বধের প্রয়োজন হয়েছিল।

সুরেখা। প্রয়োজন হয়েছিল? তুমি কাকে বধ করেছ, তা জান?

বনবীর। জানি! আমার শত্রুকে বধ করেছি। সে আমার শত্রু,—দেশের শত্রু,—আমার সিংহাসনের শত্রু। আমি তোমাকে অনেকবার বলেছি, সুরেখা, যে আমার সিংহাসনের কণ্টক হয়ে দাঁড়াবে, তাকে উৎপাটিত করতে আমার তরবারি বা আমার রাজনীতি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করবে না।

সুরেখা। তোমার রাজনীতি! আজ তুমি রাজনীতি-বিশারদ হয়েছ, তাই নিজের শ্বশুরকে বধ করতে কুণ্ঠিত হওনি! এ

রাজনীতি কোথায় শিখেছিলে? এই সুরেখার কাছে! এই চৈতরার কন্যার কাছে! বুঝলে রাণা!

বনবীর। আমি বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছি, সে আমায় বিষপান করাতে চেষ্টা করেছিল।

সুরেখা। বিশ্বস্তসূত্রে! কে তোমার বিশ্বস্ত সূত্র?

বনবীর। শুনবে কে আমার বিশ্বস্ত সূত্র! অন্তঃপুরের তিনজন বিশ্বস্তা পরিচারিকা; আর—

সুরেখা। আর?

বনবীর। আর তোমারই পরামর্শ-সচিব বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী জগৎসিংহ!

সুরেখা। জগৎসিংহ? মিথ্যা কথা। সে তোমায় একথা বলেনি।

বনবীর। রাণি! বৃথা বাক্য-ব্যয়ে নাহি প্রয়োজন
রাজকার্য্যে চৈতরার ধ্বংসের সাধন
হয়েছিল আবশ্যক, তাই মেবারের
রাণা, করিয়াছে উচ্ছেদ তাহারে। রাণি!
তোমার প্রশ্নের স্থান, অন্তঃপুর মাঝে;
রাজকার্য্যে নাহি অধিকার।

সুরেখা। আরে, আরে
কৃতঘ্ন পুরুষ! কে শিখালে রাজকার্য্য
অবোধ রাণারে! ছিলে যবে যৌবনের
অগ্নি-মদিরায়, কোথা ছিল সুশীতল
রাজনীতি জ্ঞান? কে তোমার তরবারি
ভেদি', আনিল কুটীল বুদ্ধি, বুদ্ধিহীন
মস্তিষ্কে তোমার? কে আনিল ক্ষীরনীর,

পঙ্কিল সরিতে? আজি, কৃতঘ্ন পুরুষ!
যে রমণী করে বুদ্ধিদান,—তার করো
রক্তপান? যেই শাখে বসি' করিতেছ
সুফল আস্বাদ, সেই শাখা করিতেছ
কুঠারে পাতিত?

বনবীর। স্তব্ধ হও উন্মাদিনী!

সুরেখা কেন? কি কারণে স্তব্ধ হব? যে পিতার
স্নেহরসে আজীবন হয়েছি বর্দ্ধিত,—
যাঁহার ঔরসে পাইয়াছি এ সৃষ্টির
দৃষ্টিলাভ, যাঁহার চেষ্টায়, সুকৌশলে,
আজি আমি মেবারের সর্ব্বময়ী রাণী,—
তাঁরে তুমি হত্যা করিয়াছ! তুমি স্বামী?
তুমি শত্রু মোর!—আজ হতে তুমি রাজ-
পুত, আমি ভীল! তুমি রাজা, আমি
বিতাড়িত বিদ্রোহী প্রকৃতি! তুমি ক্রূর
কঠিন পাষাণ, আমি সে পাষাণ-ভেদী
ভীলের ত্রিশূল! সাবধান! রাণা! মনে
রেখো সুরেখা নহেক শুধু ভার্য্যা তব,—
সম্পত্তি ভোগের! সে যে ভীলের বালিকা!
সে অগ্রিম ভোগ করে, তার পরে অন্যে
ভোগ দেয়। সে যে স্বামী হ'তে উচ্চে ধরে
জাতিরে আপন! মূঢ়,—

বনবীর। কি চাহ করিতে?

সুরেখা। কি চাহি! চাহি স্বামীর হিংস্র অবিচারে,
জনকের পক্ষ হ'তে, দণ্ড দিতে! চাহি
রাজপুত-পক্ষ হ'তে, ভীলের সম্মান
উদ্ধারিতে হীরকের মত! মূর্খ! চাহি
প্রতিশোধ,—চাহি প্রতিশোধ!

বনবীর। একি রুদ্র
মূর্ত্তি, হেরি সম্মুখেতে। লক্ষ্মীস্বরূপিণী
গৃহের ঘরণী,—উলঙ্গিনী, 'প্রতিহিংসা-
তাণ্ডবিনী,—বিলোলা রাক্ষসীরূপে! প্রিয়ে!
প্রিয়ে! সুরেখা! সুরেখা!

সুরেখা। নহিক সুরেখা!
নহি প্রিয়া তব। ভীলের বালিকা যবে
হয় বিদলিতা, জীবনের অঙ্গ হ'তে
সব বিজাতীয় শোভা করে দূরীভূত!
স্বামিপুত্র-জ্ঞান তার, নাহি থাকে আর!
যেই অপমান আজি করিলে আমায়,
তার প্রতিশোধরূপে,—ললাট হইতে
সিন্দূরের রেখা, আপনি ফেলিনু মুছি'।
রাজপুত!—ভুল করিয়াছ! অতি ভুল!
এ ভুলের দণ্ড চাই আমি। সাবধান! (প্রস্থানোদ্যোগ)

বনবীর। কোথা যায় জ্বলন্ত অঙ্গার! দৌবারিক?
বন্দীকরো রমণীরে!

সুরেখা। বন্দী! বন্দী! আমি

ভীলের বালিকা, রাজপুত-হস্তে বন্দী !
তবে রে রাজপুত ! পিতৃ-হত্যার লহ
প্রতিশোধ !

(বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া, বনবীরকে হত্যা করিতে ছুটিল ; সহসা পশ্চাৎ হইতে কাণোজী আসিয়া সুরেখাকে ধরিয়া ফেলিল ।)

কাণোজী । শান্ত হও দুরন্ত বালিকা !
রাজ-রক্তে কলুষিত করিও না কভু
মেবারের ক্ষিতিতল ! ফেলে দাও তব
শাণিত ছুরিকা ।

সুরেখা । ফেলে দেব, ফেলে দেব
শাণিত ছুরিকা ? যতদিন নাহি হয়
জনকের প্রেতাত্মাতর্পণ, যতদিন
ভীলবালা নাহি লয়, পিতৃহত্যা-শোধ,—
ততদিন, ততদিন,—এ ছুরিকা মম
জীবন-সঙ্গিনী ! জীবনের পথ্য মম,—
জীবনের শেষ, শেষ রক্তবিন্দু মম !
কে তুমি ?

কাণোজী । অগ্রেতে, ফেল হস্তের ছুরিকা ;
তারপর দিব পরিচয় !

সুরেখা । অসম্ভব !

কাণোজী । চরণে সন্তান ধরে !

স্থরেখা। সন্তান! হা-হা-হা! (হাস্য)

স্বামীর বক্ষের পানে ছুটে যে রমণী
সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে,—তার কাছে কোন্
মূল্য আছে সন্তান নামের? ছেড়ে দাও
—ছেড়ে দাও মোরে; নহে,—নহে তোমারেও
করিব না ক্ষুদ্র দ্বিধা, হত্যা করিবারে।

কাণোজী তাই করো—যদি এত রক্তের পিপাসা!
( ) রাজ-রক্ত,—পতিরক্ত-পাত, করো' না'ক
মেবারের ক্ষিতিতলে। যেথা হবে হেন
রক্ত-পাত, উল্কাপাত হইবে সেখানে।
একবিন্দু রক্ত হতে সহস্র রাক্ষসী
লইবে জনম। মেবারের দিকে দিকে,
গৃহে গৃহে, পতি-অনুগতা নারী ছুটে
যাবে পতিরে বধিতে। প্রলয় আসিবে!
ঘোর ঝঞ্ঝা উপাড়িবে স্মৃষ্টিতরুমূল!
মাতঃ! ক্ষান্ত হও,—রোষ কর পরিহার!

সুরেখা। চল্ চল্ নারী! যেথা তোর পিতা চলে
গেছে! চল্ চল্ নারী! যেথা রমণীর
স্বাধীন পৃথিবী আছে, লইতে তাহার
পিতৃহত্যা-প্রতিশোধ! চল্ চল্ নারী!
যেথা রমণীর নাহি স্বামী, বাধা দিতে
কর্ত্তব্য পালনে! পিতা! পিতা! পিতা!
সন্তানের স্বর্গভূমি! তনয়ার পুণ্য

তীর্থ স্থান! ক্ষমা করো মোরে, যত দিন
নাহি পারি করিতে তর্পণ, ঝঞ্ঝারূপে
করহ ধ্বনিত, মৃত্যুকাল-হাহাকার
তব! সান্ধ্য অন্ধকারে করহ সৃজন
রক্তস্রাবী কবন্ধ মূরতি! মধ্যাহ্নের
সূর্য্য হয়ে, আঁখি-বীর্য্য বর্ষুক অনল!

(উন্মত্ত ভাবে প্রস্থান)

কাণোজী। উন্মত্তা রমণী!
রাণা বনবীর! আজি তব শেষ দিন!
প্রজানির্য্যাতন তব, আনিয়াছে শেষ
অঙ্ক মেবার-শাসনে। ওই শুন বাজে
ভেরী, ওই শুন জয়োল্লাস! প্রজাকুল
নির্য্যাতনে উন্মাদ হইয়া, আনিয়াছে
কুমার উদয়ে, বসাইতে মেবারের
স্বর্ণ-সিংহাসনে। আসিয়াছি আমি শুধু
জিজ্ঞাসিতে তোমা, ছাড়িয়া দিবে কি, বিনা
রণে, মেবারের সিংহাসন?

বনবীর। হা-হা-হা-হা! (হাস্য)
মেবারের সিংহাসন! সিংহাসন তরে
পুনঃ এক ভিক্ষুক এসেছে দুয়ারেতে!
প্রথম প্রহর গত নহে,—এক বৃদ্ধ
নিকট-আত্মীয় করিল প্রয়াস, সিঁদ
কাটি, চুরি করি' লইতে সে সিংহাসন!

জাগ্রত গৃহস্থ ছিল,—ধরি তারে, নিল
মূল্য প্রাণ-সিংহাসন, শরীর-মেবার
হতে তার! না ফুরাতে সেই প্রহসন,
এক শান্তিকামী ভিক্ষুক দুয়ারে! ভিক্ষা
চাহে সিংহাসন! বাতুলের আশা!

কাণোজী। বৃথা
রক্তপাত কেন,—

বনবীর। কিবা আসে যায়! যাহা
দিই নাই ন্যায্য-অধিকারী জনে,—যার
তরে এ জীবন-বনস্থলী করিয়াছি
মরুভূমি,—যার তরে প্রেয়সী ভার্য্যারে
পতিভক্তি তেয়াগিয়ে বৈধব্য বরিতে
দিনু অনুমতি,—সেই সিংহাসন ছেড়ে
দিব, স্বৈরিণী ভীতির এক বেপমান
অনুরোধে? কাণোজী—কাণোজী! চেন নাই
মোরে! তাই কহ হেন কথা!

কাণোজী। কিন্তু যদি
লক্ষ লক্ষ অসি,—

বনবীর। হাঁ-হাঁ তাই! শোণিতের
হ্রদ যদি পার খনিবারে মেবারের
দিকে দিকে, গৃহে গৃহে—তবে যদি পার
ভাসাইয়া লয়ে যেতে স্বর্ণ-সিংহাসন।

কাণোজী ভাল তাই হবে,—তাই হবে বনবীর!

ওই শুন, প্রজাদের ঘন হুহুঙ্কার ! (নেপথ্যে হর হর ব্যোম)
ওই দেখ, মেবারের কৃষক অবধি
হল ছাড়ি' ধরিয়াছে কার্ম্মুক কৃপাণ,—
শান্তিবীজ বপন করিতে মেবারের
অশান্ত হরিৎ ক্ষেত্রে। ওই শুন পুনঃ

(নেপথ্যে "জয় রাণা উদয়সিংহের জয়")

গর্জ্জিতেছে পবন আকাশ জল স্থল,
স্কন্ধে ধরি' উদয়সিংহেরে ! রাণা, আর
কেন প্রজাদের নির্দ্দোষ শোণিত-পাত ?
ছাড় সিংহাসন, প্রজাকুল অসন্তুষ্ট
তোমার শাসনে। আজ তারা পরিবর্ত্ত
চাহে।

বনবীর। মিথ্যা কথা। তিক্তরস ছড়ায়েছ
হৃদয়ে তাদের, তাই তারা পরিবর্ত্ত
চাহে ! কিন্তু এই নির্দ্দোষ শোণিত-পাতে
জন্মিবে যে বিষতরু, তার জন্য--দায়ী,
অশান্তির উপপতি যত ওমরাহ।

(একজন দেহরক্ষীর প্রবেশ)

দেহ-র। রাণা ! বিদ্রোহী প্রজার দল, অস্ত্র-করে
প্রবেশিল রাজপুরী।

বনবীর। দূর করে দাও
তাহাদের। যে আছ যেখানে সৈন্যগণ,
তরবারি অগ্রে করি, দাঁড়াও আসিয়া

সিংহাসন-চতুর্দ্দিকে ! আগ্নেয় গিরির
মত, দ্রব মৃত্যু ছড়াব মেবারে আজি। (ছুটিয়া প্রস্থান)

কাণোজী। ভাল, তাই হবে। আজি রাজা আর প্রজা,--
কুঠার প্রস্তরে, রণ হবে। অগ্ন্যুৎপাত
হবে উভয়ের ঘর্ষণেতে।

(পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য—রাজপুরীর চত্বর।

চারিদিকে অগ্নি জ্বলিতেছে।—বনবীরের ছুটিয়া প্রবেশ

বমবীর। গেল,—গেল,—সব গেল ! মেবারের রাজ-
পুরী দগ্ধ হল অগ্নিযোগে ! কে আছ হে
রাণার প্রকৃত বন্ধু ! হও হে উদয় !
সৈন্যগণ ! সৈন্যগণ ! রাজপুরী মাঝে
কে করিল অগ্নিযোগ ?

দেহ- (ছুটিয়া আসিয়া) রাণা ! রাণা ! ভীল-
সৈন্যগণ, চৈতরার প্রতিশোধ ল'তে,
জ্বালাইয়া দিল মেবারের রাজ-পুরী !
রাণী মা স্বয়ং তাহাদের আজ্ঞা দিল
দহিতে মেবার রাজ্য !

বনবীর। বন্দী করো তাঁরে।
রাণী বলি করিওনা বিন্দুমাত্র দ্বিধা!
দশ শত সৈন্যে, আজ্ঞা দাও মোর নামে
রাক্ষসী রাজ্ঞীরে বন্দিনী করিতে ত্বরা!
যত ভীল দস্যুদলে করহ কোতল!
কোতল! কোতল! কারো নাহি ক্ষমা আজ!

দেহ-রক্ষী। হায় রাণা! কোথা সৈন্য? চলে গেছে তারা
কর্ম্ম ছাড়ি' মাসাবধি। বেতন-অভাবে,
রাজসৈন্য ছত্রভঙ্গ।

বনবীর। বেতন-অভাবে?
মন্ত্রী ময়, দেয় নাই বেতন তাদের?

দেহ-রক্ষী। শুনি এইরূপ জনশ্রুতি রাণা!

বনবীর। দুগ্ধ
দিয়া কালসর্প করিনু পোষণ!

দেহ-রক্ষী। রাণা!
কীট যথা অল্পে অল্পে কাটে গ্রন্থ চমু
অজ্ঞাতে অবাধে পাঠহীন পাঠকের,—
সেই মত মন্ত্রীমহাশয় অন্তঃশূন্য
করিয়াছে রাজত্ব তোমার। সিংহাসন
আজি কীট-দষ্ট দারু'পরে সমাসীন!

বনবীর। আর কিছুদিন আগে জানিতাম যদি!
আজি মেবার-রাণার কোন বন্ধু নাই!
কোন বন্ধু নাই! ভাল, একা আমি শাস্তি

THE BENGAL LIBRARY * ESTD. 1888 * CALCUTTA.

দিব বিদ্রোহী ভীলেরে। দেখি কেবা রোধে
মোরে! (প্রস্থান)

(প্রজ্বলিত মশাল হস্তে সুরেখার প্রবেশ)

সুরেখা। আগুণ লাগিয়ে দাও,—আগুণ লাগিয়ে দাও! রাজপুতের রাজ্য পুড়ে ছাই হয়ে যাক্। ভীল ভাই সব! মমতা করো না,—মমতা করো না! মেবারের রাণা তোমাদের রাজাকে হত্যা করেছে! প্রতিশোধ লও! প্রতিশোধ লও! আগুণ! আগুণ!

(একজন ভীলের প্রবেশ)

ভীল। বহিন্! হামলোক্কা জাত ভাই সব ভাগ্ গেল। রোজপুত বড়া লড়নেওয়ালা! হামলোক্কা আধা পাকড়্ কিয়া,—আর আধা ভাগ্ গেল। আর হাম্লোক্ শক্‌বে না!

সুরেখা। পার্‌বে না? পার্‌বে না? তোমরা না ভীল? চল, চল, আমি তাদের ডেকে ফিরিয়ে আন্‌চি। আগুণ! আগুণ! সমস্ত মেবার রাজ্য পুড়িয়ে দিতে হবে! শুধু ধ্বংস! শুধু ধ্বংস!

(উভয়ের প্রস্থান)

(কাণোজী ও মেবার সৈন্যগণের প্রবেশ।)

সৈন্যগণ। হর হর ব্যোম।

কাণোজী। নিবাও ত্বরিতে অগ্নি!
ভীল দস্যুগণে ধৃত করো অচিরাৎ।
নহে রাজ-পুরী হবে ভস্মসাৎ আজি!

সৈন্যগণ। হর হর ব্যোম।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য—রাজপুরীর দ্বারদেশ।

কতকগুলি সৈন্যসহ খুড়োমশায়ের প্রবেশ।

খুড়ো। দেখ যশল্মীরের সৈন্যগণ! মেবারের সৈন্যরা তোমাদের তুলনায় কিছুই নয়; যেমন চাঁদে আর জোনাকিতে তুলনা হয় না, যেমন মল্লিকাফুলে আর ঘেঁটুফুলে তুলনা হয় না, যেমন কোকিলে আর কাদাখোঁচা পাখীতে একেবারেই সাদৃশ্য হয় না, তেমনি তোমাদের সঙ্গে মেবারের সৈন্যদের একেবারেই তুলনা হতে পারে না। তোমরা বীর, আর তারা ভীরু। এই, এখনই বুঝতে পারবে। ঐ দেখ, তোমাদের দেখে, মেবারের সৈন্যরা ভয়ে পালিয়ে যাচ্চে!

(কাণোজী ও মেবার সৈন্যগণের প্রবেশ)

কাণোজী। যাচ্চে বৈ কি! এই যে বীরবর জগৎসিংহ। ভাঁড়গিরি ছেড়ে অস্ত্র ধরতে শিখ্‌লে কবে? এসব সৈন্য কোথা থেকে জোগাড় কর্ল্লে?

খুড়ো। এসব সৈন্য আমার নিজের সৈন্য। এরা যশল্মীরের বিখ্যাত রাজপুত-সৈন্য। আজ আমাকে মেবারের সিংহাসনে বসিয়ে দিতে, এরা যশল্মীর থেকে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে এসেছে!

কাণোজী। বটে! বটে! তা হলে ত শুনে বড় আনন্দ হল! আশা করেছিলুম, মোটেই যুদ্ধ হবে না; কিন্তু দেখছি, আমাদের সে দুঃখটা তুমিই নিবারণ কর্ল্লে।

খুড়ো। দেখ কাণোজী! তোমার সৈন্যগণ যতই যোদ্ধা হোক্, আমার সৈন্যদের কাছে কিছুতেই পারবে না। সুতরাং, কেন শুধু শুধু

কতকগুলো নিরীহ ব্যক্তির রক্তপাত করবে? আর মরতে ত মেবার-সৈন্যগুলোই মরবে, তাতে ত রাজ্যের ভীষণ ক্ষতি হবে। কেন না, লোক সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে রাজকরও কমে যেতে বাধ্য।

কাণোজী। তাহ'লে ভাঁড় মহাশয়, আপনি কি চান?

খুড়ো। আমি চাই, তোমরা যুদ্ধ টুদ্ধ না ক'রে আমাকে মেবারের সিংহাসনে বসিয়ে দাও। উদয়সিংহ কে? ও ত নকল উদয়সিংহ। উদয়সিংহ ত বনবীরের হাতে বহুদিন হত্যা হয়েছে।

কাণোজী। তাহলে আপনি বলচেন, নকল উদয়সিংহকে সিংহাসনে না বসিয়ে, আপনাকে সিংহাসনে বসাতে?

খুড়ো। কেননা, আমিই—মেবারের সিংহাসনে বস্‌তে উপযুক্ত পাত্র। যশল্মীর থেকে মেবার, এত একটী মাত্র লাফের কথা। আমি মেবারের দুরবস্থা দেখে, বড়ই ইচ্ছুক হয়েছি, যে একবার রাজত্বের রশ্মি হাতে ক'রে দেখাব, কেমন ক'রে একটা দেশ, রাজা রামচন্দ্রের মত সুপালন কর্ত্তে হয়।

কাণোজী। বটে! বটে! তাহ'লে চলুন, আপনাকে সিংহাসনে বসিয়ে দেই। কিন্তু ওভাবে ত যাওয়া হবে না। আপনাকে পিছমোড়া ক'রে বেঁধে, তবে সিংহাসনে বসিয়ে দিব।

খুড়ো। পিছমোড়া ক'রে বেঁধে? অ্যাঁ! সে কি! তাহ্‌লে কি তুমি আমাকে ঠাট্টা কচ্ছ? সৈন্যগণ! প্রস্তুত হও। এদের কচুকাটা ক'রে ফেল। হাঁ,—হাঁ,—দেখ, দেখ, আমি একবার বাড়ী থেকে তোমাদের মাইনে টাইনে গুলো নিয়ে আসি। ততক্ষণ তোমরা যুদ্ধ করো। কিন্তু যুদ্ধে জেতা চাই,—নকল উদয়সিংহের মুণ্ড আমি তোমাদের হাতে ঝুল্‌তে দেখতে চাই। বুঝলে? আমি ভোঁ ক'রে আস্‌চি। (প্রস্থানোদ্যোগ)

কাণোজী। তবে রে চতুর সয়তান! পালাবার মতলব? (একজন মেবার সৈন্যের প্রতি) বুধসিংহ? বাঁধ এই বর্ব্বর ভাঁড়কে।

খুড়ো। (ভীত হইয়া) অ্যাঁ—অঁ।—আমি নই—আমি নই—

যশল্মীরের সৈন্য। কিন্তু আমরা থাকতে,—

মেবারের সৈন্য। সাবধান বিদেশী রাজপুত। যদি মরবার ইচ্ছা না থাকে, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে।

কাণোজী। যাও সয়তানকে কারাগারে নিয়ে যাও।

খুড়ো। কাণোজী—কাণোজী—আমায় ছেড়ে দাও বাপ্—আমায় দয়া ক'রে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে সাত ঘড়া সোণা আর অর্দ্ধেক রাজত্ব দিচ্চি। তোমায় বাবা ব'লে ডাক্‌চি।

কাণোজী। বিশ্বাসঘাতক, স্বদেশদ্রোহি!

খুড়ো। দোহাই, দোহাই তোমার কাণোজী। আমি আর এমন কাজ কখন করব না। আমায় ছেড়ে দাও।

কাণোজী। ছেড়ে যদি দেই, তাহ'লে অমনি ছেড়ে দেব না। তোর মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, নগরের বাহিরে দূর ক'রে দেব।

১জন সৈন্য। মহারাজ জগৎসিংহ! আদেশ দেন; আমরা আপনার জন্য যুদ্ধ করব।

খুড়ো। না, না, না, না, অমন কাজ করো না। যুদ্ধ দেখলে আমার বড় ভয় করে। যুদ্ধ টুদ্ধ করে কাজ নেই। তোমরা যে যার সব বাড়ী যাও! আমার প্রাণ আঁৎকে উঠছে। কাণোজী, কাণোজী, সেনাপতি! আমি বিনা যুদ্ধে তোমার বশ্যতা স্বীকার কর্চ্চি।

একজন সৈন্য। রাজা, আপনি একি বল্‌চেন? আমরা এতজন বীর যোদ্ধা রয়েছি; আর,—

খুড়ো। আহাহা! চুপ করো, চুপ করো। ও সব বাজে কথা আমার কাছে কওনা। যাও বাড়ী ফিরে যাও। আমি যশল্মীরে ফিরে গিয়ে তোমাদের মাইনে, বখ্‌শিষ,—মায়, বিজয়-পদক শুদ্ধ সব কড়ায় গণ্ডায় হিসেব ক'রে দিয়ে দেব। কিন্তু যুদ্ধ,—রক্তপাত—উঃ! বাপ্‌রে! ওসব আর করে কাজ নেই! লাল একেবারে নয়, কেবল শাদা! শাদা হাঁসি, শাদা মন, আর শাদা হাতজোড়। তা হলেই জানবে, দুনিয়া জয় হয়ে যাবে। (করযোড়ে) হাঁ-হাঁ—সেনাপতি সাহেব! কাণোজী সাহেব! আপনার মত বীর পৃথিবীতে ক'জন আছে? হাঁ-হাঁ—দেবতা! বীরেন্দ্র!—আপনার তলোয়ার! উঃ! কি তলোয়ার! যেন একখানি ইস্পাতের বজ্র! আহা-হা। আপনি ওঁ বোকা সৈন্যের কথা শুনবেন না। আমি বল্‌চি, আমি রাজা, আমি আপনার বশ্যতা স্বীকার কর্চ্চি। আমাকে ছেড়ে দিন, দোহাই আপনার!

কাণোজী। ভীরু কাপুরুষ! তোকে বাঁধতে বা কারাগারে রাখতেও আমার ঘৃণা বোধ হচ্চে। যা তোকে ছেড়ে দিলুম! দে, নাকে খৎ দে। এক হাত নাকে খৎ দিবি। তবে ছাড়্‌ব।

খুড়ো। (নাকে খৎ দিতে দিতে) জয় রাণা উদয়সিংহের জয়! জয় সেনাপতি কাণোজীর জয়! বাবা, প্রাণে বাঁচলে অনেক খাঁদা নাক লম্বা হয়ে যাবে। (দৌড়িয়া প্রস্থান)

১ম সৈন্য। পোড়া কপাল আমাদের! তাই এমন রাজার বেতনভুক্ সৈন্য হয়ে ছিলুম। চল ভাই সব, যশল্মীরে ফিরে যাই।

(সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য—হ্রদতীর ।

আলুথালু বেশে সুরেখার প্রবেশ ।

সুরেখা । ওই—ওই—
ভীল বক্ষঃ হতে ছুটে শোণিতের ধারা !
ওই—ওই—
চৈতরার হৃদি-শৈল হতে, শোণিতের
সহস্র সরিৎ, উৎসরূপে লাফাইয়া
উঠি,—দেশ, জাতি, রাজত্ব ভাসায়ে,—ছুটে
যায় নিয়তির নির্ব্বাণ সাগর পানে !
ওই—ওই—
ভীলসূর্য্য ডুবে যায় রাজপুত-অস্ত-
গিরি পাশে ! সুরেখা ! সুরেখা ! ভীলকন্যা
তুই ! যে শোণিত-হ্রদে ভীলেদের জাতি,
ভীলেদের বীর্য্য, শৌর্য্য, স্বর্ণ-সিংহাসন
দীর্ঘকাল সন্তরিয়া হল নিমজ্জিত,—
সেই হ্রদে প্রবেশিয়া, কর্—কর্ ত্বরা,
আপন জাতিরে আলিঙ্গন ? পরাজিতে ?
বিফলতা জীবনের খুলে দেছে দ্বার,—
পশিতেছে একে একে, নৈরাশ্য, বিষাদ,
আকাঙ্ক্ষার অবসাদ,—যে সব পিশাচ
ভীলকন্যা-হৃদয়েতে পারে না পশিতে !

তবে আর কেন! সব শেষ হোক্! পিতা?
যে দেশে গিয়াছ তুমি,—আকাঙ্ক্ষার ভগ্ন
স্থবির পঞ্জর সাথে লয়ে,—তার অন্ধ
পশ্চাৎ প্রদেশে, রাখো এই বালিকার
দেহ-হীন প্রাণ। ওই! ওই! রক্ত-চক্ষু
বনবীর, দেখায় কৃপাণ! চল্ চল্ ভীল!—
তেয়াগিয়ে রাজপুত-পরিচ্ছদ, চল্
অন্তরের মাঝে চল্,—সেথা ধক্‌ধক্
জ্বলিছে ভীলের হৃদে হোমের অনল!
এই যে সম্মুখে হ্রদ,—ওই মোর পিতা
নৈরাশ্য-স্তিমিত নেত্রে, চেয়ে আছে তার
তনয়ার মরণ-উৎসব দেখিবারে!
পিতা! পিতা! বিফল হয়েছি, প্রতিজ্ঞায়
দিতে শেষাহুতি! ক্ষমা করো মোরে!

(হ্রদের জলে ঝাঁপ দিতে অগ্রসর হইলেন ; পশ্চাৎ হইতে খুড়োমশায়ের প্রবেশ ও তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন)

খুড়ো। এ কি কচ্চেন রাণি মা?

সুরেখা। নিয়তির কে তুমি অরাতি?—বনবীর
সম, বাধা দাও ভীল বালিকারে? দূর
হও, ছেড়ে দাও মোরে।

খুড়ো। নিরাশ হবেন না, রাণি মা, নিরাশ হবেন না। যত দিন এই জগৎসিংহ বেঁচে থাকবে,—

সুরেখা। জগৎসিংহ? (ফিরিয়া দেখিলেন)

খুড়ো। নিরাশ হবেন না। আমার এখনও পাঁচশত সৈন্য হুকুমের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে; তার ওপর যদি আপনার ভীল সৈন্যগুলি পাই, তা হ'লে এখনও উদয়সিংহকে উদয় গিরির পশ্চাতে পাঠিয়ে দিতে পারি।

সুরেখা। আরে আরে, কুচক্রী পামর! হিংসাবিষে
হয়ে জর্জ্জরিত, পিতৃনাম মোর, করি
কলঙ্কিত, বুদ্ধিহীন রাণার হৃদয়
বিষ-তিক্ত করিলি রাক্ষস! গুপ্ত হত্যা
ঘটাইলি জনকের! আজি পুনরায়,
কোন্ অভিসন্ধি লয়ে, এসেছিস্ মোরে
ভুলাইতে? বিশ্বাসঘাতক! সয়তান,
দূর হরে সম্মুখ হইতে!

খুড়ো। এ কি কথা বল্‌চেন মা? আমি রাণার হৃদয় বিষ-তিক্ত করেছি? আমি আপনার পিতার মৃত্যু ঘটিয়েছি? এই স্নেহাধীন সন্তানের নামে শেষে এই দুর্ণাম দিচ্চেন! আমি এর বিন্দু বিসর্গও জানি না। এ্যাঁ! বলেন কি মা! আপনার পিতাকে, রাণা হত্যা করেচে! উঃ! কি পাষণ্ড! কি পাষণ্ড! বলেন কি মা! এ্যাঁ!

সুরেখা। আরে রে কপট-ভাষি! রাখ্ বৃথা ভাণ!
চিনিয়াছি বহুদিন তোরে! (স্বগতঃ) মিলিয়াছে
সুন্দর সুযোগ! ওরে ভীলের বালিকা?
আর কেন? জেগে ওঠ্ প্রতিশোধ তরে!
ওই তোর জনকের স্কন্ধচ্যুত শির
শতজিহ্বা দিয়ে যাচে তৃষ্ণার সলিল!
প্রতিশোধ,—প্রতিশোধ যাচে! ভীল কন্যা!

বিলম্ব কিসের? অরাতি শোণিতে করো
প্রেতাত্মা তর্পণ! বিশ্বাসঘাতক! ক্ষমা
চাও পিতার নিকটে। (খুড়োমশাইকে ছুরিকাঘাত)

খুড়ো। মেরে ফেল্লে—মেরে ফেল্লে! কে আছ কোথায়, রক্ষা করো, রক্ষা করো। (চিৎকার করিতে করিতে ভূমিতে পতন)

সুরেখা। (বক্ষের উপর বসিয়া পুনরায় ছুরিকা আঘাত)
রক্ষা? রক্ষা? বন্ধুঘাতি দস্যু! আজি তোর্
জীবনের শেষ দিন।

খুড়ো। উপযুক্ত শাস্তি!—চৈতন্না!—ক্ষ—মা— (মৃত্যু)

সুরেখা। মরণের পূর্ব্বক্ষণে সুপ্রসন্ন বিধি—
মিলাইল আশাতীত প্রতিশোধ! পিতা!
লহ এই শোণিত তর্পণ! হও তুষ্ট!
আশীর্ব্বাদ করো,—যেন পরজন্মে পুনঃ
পারি তব বাকি ঋণ পরিশোধ দিতে!

(হ্রদে ঝম্প প্রদান)

অষ্টম দৃশ্য—রাজপথ।

চারণী ও চারণগণের গীত।

বল ভাই উচ্চৈঃস্বরে, বল ভাই আকাশ জুড়ে,
বল ভাই, প্রতিধ্বনি তুলে তুলে, বিন্ধ্যগিরি-কন্দরে,
মেবার আমার জন্মভূমি,—প্রাণ দেব সেই মেবারের তরে।

এই মেবারে জন্ম লভি', দেহে আমার অসুর-দমন-বল,
এই মেবারের মাটির ধূলায়, অঙ্গে আমার কান্তি ঝলমল।

এই মেবারের হাওয়ায় আমার বীরের হৃদয় কতই তেজে ভরা,
এই মেবারের সূর্য্য চন্দ্র, কিরণ ঢালে কতই সুধা ধারা।

এই মেবারের গাছের ফলে. বীরের রক্ত জমাট বেঁধে রয়,
এই মেবারের নদীর জলে, মন্দাকিনীর সুধা ধারা বয়।

এই মেবারের পাহাড় শিরে, স্বর্গ নেমে ভূতলে উদয়,
এই মেবারের উপত্যকা ফুলে, ফলে নন্দনকানন-ময়।

এই মেবারের পূজার মন্ত্র, হৃদয়-যন্ত্রে গাও মধুর স্বরে,
মেবার আমার জন্ম ভূমি,—প্রাণ দেব সেই মেবারের তরে।

(প্রস্থান)

নবম দৃশ্য—কারাগার।

বন্দী-অবস্থায় বনবীর।

বনবীর। ওই ছুরি,—ওই ছুরি,—ওই ছুরি,—হেরি
দশদিকে শুধু ছুরি, ছুরি, ছুরি! ওহো!
সারা বিশ্বে নাহি স্থান,—ছুরির তাণ্ডব
হ'তে, পাই পরিত্রাণ! চক্ষু যদি করি
নিমীলন, সহস্র সহস্র ছুরি, ছুটে
আসে হানিতে আমারে! খুলিলে নয়ন
পুনঃ সেই দৃশ্য বিভীষণ! নিদ্রা! নিদ্রা!
কতকাল ত্যজিয়াছ নয়ন আমার!
এস, এস, বারেকের তরে! ছুরিকার
দৃশ্য হ'তে বাঁচাও আমারে! (চক্ষু নিমীলিত করিলেন)
ওকি! ওকি!
পান্নার শিশুর ছিন্নমুণ্ড! রক্ত ধারা
ছিন্ন কণ্ঠ হ'তে দর দর ধারে ঝরে!
নির্দ্দোষ বালক! ক্ষমা কর্, ক্ষমা কর্!
আর কভু বধিব না তোরে! ওহো—ওহো!
সম্বর, সম্বর বদন-ব্যাদান তব!
আসিও না গ্রাসিতে আমারে! কি বিশাল
মুখের গহ্বর! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দন্তগুলি,
লৌহের কূদাল সম হইল বৃহৎ!

জিহ্বা লক্‌লকি, উল্কারাশি সম আসে
লেহিতে আমারে ! চক্ষু দুটি হোমকুণ্ড
সম, অনল উদ্‌গারে ! ভ্রূভঙ্গে ভীষণ,
ত্রিশূলীর শূল যেন করে আস্ফালন !
একি ! একি ! যে দিকে ফিরাই আঁখি, দেখি
শুধু ছিন্ন মুণ্ড তার ! যাও, যাও, মম
সম্মুখ হইতে ! যাবে না ? যাবে না ? ওহো !

(হস্ত দিয়া চক্ষু আবৃত করিল)

আকাশ-বাণী । বনবীর ! আমি মহাকাল, আসিয়াছি
নরকে লইতে তোরে !

বনবীর । নরক ! এ হ'তে
কি সে ভয়ঙ্কর স্থান ?

আকাশ-বাণী । কোটিগুণ শাস্তি
পাবি এস্থান হইতে ! ওই দেখ্ ছবি
নরকের !

বনবীর । (সম্মুখে তাকাইয়া) ওহো ! কি ভীষণ ! কি ভীষণ !
দুরন্ত গর্জ্জনে শোণিত-সমুদ্র বহে,
অফুরন্ত যন্ত্রণা-আকর ! শত শত
কুম্ভীর ঘুরিছে, অম্ভোরাশি উৎক্ষেপিয়া,
দাম্ভিক গমনে, পাপীরে সন্ধান করি' ;
বদন-ব্যাদানে ব্রহ্মাণ্ড প্রবেশ করে ।
কোটি কোটি ভুজঙ্গ বৃশ্চিক পাপি-অঙ্গে

মহারঙ্গে করিছে দংশন। তরঙ্গের
ঘাতে প্রতিঘাতে, শোণিত-সাগর করে
খেলা, আছাড়িয়া পাতকীর দেহ-অস্থি
প্রস্তর-শিলায়।

আকাশ-বাণী। এইখানে যেতে হবে
তোরে!

বনবীর। পারিব না! পারিব না! ক্ষমা করো!

আকাশ-বাণী। ক্ষমা? ক্ষমা নাই পাতকীর, মহাকাল-
পাশে! সহস্র সহস্র যমদূত আছে
অঙ্কুশ লইয়া; সঙ্কেতে আমার, বাঁধি'
দৃঢ় অসংখ্য বন্ধনে, অক্লেশে আনিবে
তোর হতে কোটিগুণ শক্তিধরে হেথা!
তুই ছার তার কাছে! প্রমত্ত মাতঙ্গ—
চরণের তলে, ক্ষুদ্রতম কীট তুই!
ওই দেখ্, চৈতরার কি দশা এখন!

বনবীর। ওকি! এক লৌহ-সিংহাসন ভেঙ্গে পড়ে
চৈতরার শিরে! চূর্ণ হ'ল শির তার!
কঠিন আয়সে, নিষ্পেষিত অস্থি তার!
মুহূর্ত্তে জন্মিল পুনঃ শরীর তাহার!
পুনঃ সেই সিংহাসন-লোভে ছুটে যায়
আরোহিতে তাহে! আরে রে নির্ব্বোধ! পুনঃ
ওই সিংহাসন ভেঙ্গে পড়ে শিরে তোর!
চূর্ণ শির, ভুঞ্জিতেছ কতই যন্ত্রণা!

বার বার, অনিবার এই দৃশ্য হয়
সঙ্ঘটিত ; লোভবশে বার বার সহ'
এ যন্ত্রণা, চৈতরা দুর্ম্মতি ! রে চৈতরা ?
যেওনা যেওনা আর সিংহাসন-লোভে !

আকাশ-বাণী। আরে মূঢ় ! সাধ্য কি তাহার, দূরে রহে
সিংহাসন হ'তে ? কোটি কোটি যমদূত
ঘুরিছে সম্মুখে, অঙ্কুশ-প্রহারে, দিবে
আরো ভীষণ যন্ত্রণা ! আরো দেখ্ পাপী !
কি অবস্থা সুরেখার !

বনবীর। অগ্নি-দাহ্যমান
লৌহ সিংহাসনে নিক্ষিপ্তা সুরেখা, করে
ভীষণ চিৎকার ! চতুষ্পার্শ্বে কোটি কোটি
ছিন্নমুণ্ড বায় গড়াগড়ি ! নিশি দিন
সিংহাসন-গণ্ডি মাঝে হেরে সে ভীষণ
দৃশ্য,—চৈতরার ছিন্ন মুণ্ড ! নিশিদান
শোক-অশ্রু জলে ভাসে !

আকাশ-বাণী। যে পিতার তরে
করেছিল মহা পাপ,—তার ছিন্ন মুণ্ড
চক্ষের সম্মুখে ভাসে অহরহ। এবে
তুই আয় ! দিবানিশি ছুরিকা-আঘাতে
কর্ ছিন্ন অঙ্গ তার।

বনবীর। এই মোর শাস্তি ?

আকাশ-বাণী। এই মহাপাপ-প্রায়শ্চিত্ত তোর! নিজ
হস্তে প্রিয়তমা বনিতার হৃদি ভেদ
করি', স্বকর্ণে শুনিবি তার যন্ত্রণার
ভীষণ-চিৎকার! স্বচক্ষে দেখিবি রক্ত
স্রাব, আপন নয়নে! যুগ যুগান্তর,
জন্ম জন্মান্তর ধরি' এই শাস্তি তোর!

বনবীর। ওঃ! ভগবান!

পান্না। (প্রবেশ করিয়া) বনবীর!

বনবীর। কোথা হতে-স্নেহ-
মাখা স্বর এল! আগন্তুক! এ ভীষণ
নরকের শাস্তি হতে পার কি রক্ষিতে
মোরে? পায়ে ধরি,—পায়ে ধরি,—রক্ষা ক'রো,—
রক্ষা ক'রো মোরে!

পান্না। বনবীর! মুক্তি-পত্র
আনিয়াছি ভিক্ষা করি রাণার সকাশে!
আজি মুক্ত তুমি!

বনবীর। (দেখিয়া) কে! কে! পান্না! আসিয়াছ
লইতে পুত্রের বুঝি হত্যা-প্রতিশোধ!
মরণ-উৎসব মম, সন্তোগি' অন্তরে,
নৃত্য করে ছুরি তব! এক নহে,—দুই,
তিন, চার,—ওহো! শত শত ছুরি, ছুটে
আসে হস্ত হতে তব! যে দিকে ফিরাই

আঁখি,—শুধু ছুরি, শুধু ছুরি,—শত
শত পান্না ধাত্রী-করে, করে আস্ফালন!
মেরো না, মেরো না আর! জ্বলে গেনু, জ্বলে
গেনু! কে আছ সুহৃৎ! কে আছ অনাথ-
নাথ! রক্ষা করো, রক্ষা করো! ভগবান্!

পান্না। বনবীর!

বনবীর। ঐ—ঐ! হত্যা,—হত্যা! খুন! খুন!
আগুণ! আগুণ! জ্বলে গেল, জ্বলে গেল!

পান্না। বনবীর! চেয়ে দেখ, আসি নাই হত্যা
হেতু!

বনবীর। ঐ—ঐ! আবার,—আবার! ছুরি,—ছুরি!
আগুণ! আগুণ! হত্যা—হত্যা! ওঃ! (মূর্চ্ছা)

যবনিকা পতন।

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী
ডাক সংখ্যা..................
পরিগ্রহণ সংখ্যা..................
পরিগ্রহণের তারিখ

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি		
৪৮	২২	(।) চিহ্নের পরিবর্ত্তে	(?) সম্বোধন চিহ্ন হইবে।
৫৬	১৮	(কিন্তু) বাক্যের পরে	(প্রিয়ে !) বাক্য বসিবে।
৫৭	১	'সুশাসনে' ও 'মন্ত্রী এই দুই বাক্যের মধ্যে	'যোগ্য' বাক্যটি বসিবে।
৮১	১০	'ন্যায়পন্থীগণে প্রভু' এই বাক্যগুলির পরিবর্ত্তে	'প্রভুভক্ত কর্ম্মচারী' বাক্যগুলি বসিবে।
৯৬	১১	'নদী হতে সুবিচ্ছিন্ন' এই বাক্যগুলির পরিবর্ত্তে	'নদীচ্ছিন্ন' এই বাক্যটি বসিবে।
১২২	৮	'যাও' বাক্যটি	লুপ্ত হইবে।
১২২	১৬	'সুরেখা' বাক্যটি	লুপ্ত হইবে।
১২৮	১০	'রাণী' বাক্যটীর পর (।) চিহ্নের পরিবর্ত্তে	(?) সম্বোধন চিহ্ন হইবে।
১৩৫	২	'বাছারে' বাক্যটীর পর (,) কমা চিহ্ন	থাকিবে না।
১৩৬	১	'বনবীর পারিবে' বাক্যগুলির পর	'না' কথাটি বসিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—অনবধানতা বশতঃ প্রুফ সংশোধনে কতকগুলি বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে। সহৃদয় পাঠক পাঠিকাবর্গ অনুগ্রহ করিয়া সেগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন। ইতি বিনীত লেখক।